সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা

ডিয়ানা লেভিন

অনুবাদ করেছেন

অনিলকুমার সিংহ

ভূমিকা লিখেছেন

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৮৭, চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

প্রকাশক

সুনীলকুমার সিংহ

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৮৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

মুদ্রাকর

সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস

৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট

জগন্নাথ মৌলিক

ব্লক নির্মাণ

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

৭।১ কর্নওআলিস স্ট্রীট

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১ কলেজ স্ট্রীট

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

৫০ পটলডাঙা স্ট্রীট

কলিকাতা

এ. এল-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

সোভিয়েট রাশিয়া আজব দেশ নয়, পৃথিবীর নতুন যুগের অঙ্কুরণ। তার প্রত্যেক ক্রিয়াটি পরীক্ষা, আদি ও সান্ত অর্থাৎ সৃজন। তার শক্তি উঠছে জনগণ থেকে, এবং মানুষের প্রতি কর্মে পরিব্যাপ্ত ও পরীক্ষিত হয়ে নতুন শক্তির উদ্বোধন করছে। এই সামাজিক সম্প্রসারণেই হল সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতির যথার্থ প্রতিবেশ। ব্যক্তিগত দিক থেকে দেখলে সে শক্তির উৎস হল শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ। তাই রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার অভিব্যক্তি সাধনে ও ত্রুটি সংশোধনে তার শিক্ষাপ্রণালীর ওপর অত জোর দিলেন।

সোজা কথা এই যে, সোভিয়েট রাশিয়াকে আমাদের বুঝতেই হবে। তার বিপক্ষে প্রচারের অন্ত নেই। আমাদের মধ্যে অনেকের মনে, নিতান্ত অজানতে, তার ছোঁয়াচ লেগেছে। যাদের মনে তা লাগে নি তাদের বিচারশক্তি প্রতিপক্ষের উত্তরে অনেক সময়ে যুক্তিপদ্ধতিকে অতিক্রম করে ভাব-ভক্তির আশ্রয় খোঁজে। ভাব-ভক্তির প্রতিক্রিয়ায় অযথা নিন্দা ও ঘৃণা আরো বাড়ে। হয়ত এই ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াটা আমাদের দেশে 'স্বাভাবিক'। কিন্তু সেটা নামেই স্বাভাবিক, আসলে কিন্তু সেটা যান্ত্রিক স্নায়বিক প্রত্যাবর্তন মাত্র।

মানুষের ব্যাপারে কিন্তু আমরা অন্য ব্যবহার ও ভঙ্গী প্রত্যাশা করি। বুদ্ধির যদি কোন মূল্য থাকে তবে ঘটনা ও তথ্যের সম্ভাবনীয়তাকে গ্রহণ করতেই হবে। অবশ্য বুদ্ধির স্তরেও নানা বিপদ আসে। সংস্কার মত আমরা নির্বাচন করি, তথ্য ও ঘটনার যথার্থ মূল্য ধরতে পারি না, তথ্যের ওপর তথ্য সাজিয়ে যাই, ঘটনার মালা গাঁথি, ফলে কোন প্রকার কার্যকরী সিদ্ধান্তে আসা আমাদের অসম্ভব হয়, এবং নিজেদের

দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে নিষ্কাম-চিন্তার গুণ নাই, তার অজুহাতে 'এ ও হয়, ও-ও হয়,' 'কিছু বলা যায় না' বলেই আত্মপ্রসন্ন হই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রকৃত অর্থ ভিন্ন। সেটা কী—এই মহিলার বই-খানিতে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

মিস্ লেভিন ইউরোপের নানা দেশের এবং আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে মস্কোর স্কুলে চাকরি নেন। তিনি নিজে শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রছাত্রীদের 'ডিয়ানাদিদি'। কিন্তু তারও বেশী তিনি—সুশিক্ষিতা। তাই চোখ তাঁর খোলা ও মন তাঁর বিচারে পটু। সংখ্যা ও তত্ত্বের ভীড় না জমিয়ে তিনি সোভিয়েট স্কুলে ঠিক যা যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। এই হিসেবে তাঁর বইখানি সরজমীনে তদন্ত, সামাজিক field study—যেটা সমাজতত্ত্বের একমাত্র ল্যাবরেটারী-ব্যবস্থা ও রীতি।

তাই বলে লেখিকার দৃষ্টি স্কুলঘরেই আবদ্ধ নয়। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের বাইরের কাজকর্ম, খেলাধুলো, তাদের পিতামাতা ও শিক্ষকের জীবন যাত্রা অর্থাৎ ছাত্রজীবনকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক নক্সা, ছক্ গড়ে ওঠে তারও চমৎকার বিবরণ লেখিকা দিয়েছেন। ফলে সোভিয়েট শিক্ষাপদ্ধতির প্রকৃত-রূপটি ফুটে উঠেছে। সোভিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষা সোভিয়েট সামাজিক জীবনের অন্তর্গত ও তারই পরিপোষক। অন্য দেশের শিক্ষার মত সোভিয়েট শিক্ষার মধ্যে শ্রেণীগত কিংবা ধর্মগত বিভেদ নেই। তার মধ্যে তাই একটা মহান সাহস আছে, পরীক্ষা করবার, ভুল মেনে নেবার, নতুন পথে চলবার।

অনিলবাবুর অনুবাদের বহুল প্রচার কামনা করি। বইখানি বাঙালী আবালবৃদ্ধবনিতার পড়া উচিত।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মূল বইয়ের ভূমিকা

এই বইয়ের প্রত্যেকটি বিবরণ সত্যিকার ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও ঘটনায় সংশ্লিষ্ট লোকদের নামগুলি বদলে দেয়া হয়েছে এবং আগাগোড়া বিষয়গুলি কালক্রমানুসারে উল্লিখিত হতে পারে নি।

মনে হতে পারে, আমি যে স্কুলে কাজ করতাম তা ছোট ও বিশেষ ধরনের শিক্ষায়তন হওয়ার ফলে মস্কোর সাধারণ স্কুল থেকে তা অন্য-রকম। এ ধারণা একেবারে ভুল। একথা অবিশ্যি সত্যি যে আমাদের স্কুলকে যে সব সমস্যা সমাধান করতে হত তা অন্যান্য শিক্ষালয়ের কল্পনাতীত। কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠান সাধারণ সোভিয়েট স্কুলচালনা-পদ্ধতি অনুসারেই পরিচালিত হত। একই বই ও সিলেবাস্ তার পাঠ্য-পুস্তক। উঁচু স্তরে ওঠবার জন্যে তারও সেই একই রকম সংগ্রামশীল প্রচেষ্টা এবং একই কর্তৃপক্ষের অধীনে।

সোভিয়েট শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনা বা পরীক্ষা করা কালে কারো পূর্বকল্পিত ধারণার বশবর্তী হয়ে পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া অনুচিত। আমি এমন তর্কেরও সম্মুখীন হয়েছি যেমন "আমরা তো আমাদের স্কুলে এর চেয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছি" বা "এইভাবে স্কুল পরিচালনা করা আমার ইচ্ছাবিরুদ্ধ।" এ বিষয়ে কারো ব্যক্তিগত মতামত সম্পূর্ণ অর্থহীন। একটা প্রধান সত্য আমাদের বুঝতে হবে যে সোভিয়েট ইউনিয়নে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা সবাইকে দেয়া হচ্ছে; সম্মিলিত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ ব্যাপক রূপ নিচ্ছে; শিক্ষা-জগতের কর্মীরা তাদের উন্নতি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সাধারণ স্তর উন্নত করছে ও সামগ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নতুন ভাব ও আঙ্গিকের সৃষ্টি করছে।

আরেকটি জরুরী কথা মনে রাখা দরকার যে সোভিয়েট স্কুল সমাজের একটা অঙ্গ হিসেবে বিরাট সামাজিক চাহিদা পরিপূরণ করছে। যেমন যেমন সমাজ উন্নত হচ্ছে ও তার চাহিদা রূপান্তরলাভ করছে সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও পরিবর্তন হওয়া দরকার। এর কাজই হল সমাজের প্রয়োজন পূরণ করা ও সেই সমাজের নাগরিকদের উপযুক্ত করে তোলা যাতে তারা একে আরও উন্নত করে সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদের পথে অগ্রসর হতে পারে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে আমি স্বাধীনভাবে থাকবার ও কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম সে জন্যে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। যদিও আমার কাজ অন্যান্য সোভিয়েট শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মতই নিয়ন্ত্রিত হত এবং বাঁধা সিলেবাস্ অনুযায়ী আমাকে পড়াতে হত—তা সত্ত্বেও আমি শিক্ষাপদ্ধতিতে নতুন পরীক্ষা করার ও সময় নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলাম। মস্কোয় থাকা কালে আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম যে আমাকে অন্যান্য শিক্ষকদের মতই যোগ্যতা অনুসারে বিচার করা হচ্ছে। ভাল কাজকে সর্বদা প্রশংসা করা হত ও উৎসাহ দেয়া হত এবং খারাপ কাজকে এমন ভাবে সমালোচনা করা হত যাতে তৎক্ষণাৎ তার সংশোধন হতে পারে। ভাল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর নাম শিক্ষাজগতে প্রচারিত ও সম্মানিত করা হত।

পৃথিবীর মধ্যে সোভিয়েট স্কুল হল সব চেয়ে গতিশীল। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বজ্ঞানবিশিষ্ট ও কর্মক্ষম ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসছে যারা তাদের শিক্ষা ও জীবনকে যেদিকে ইচ্ছে পরিচালনা করে নিয়ে যাবার ক্ষমতায় বলীয়ান।

মস্কো—লণ্ডন, ১৯৩৮-১৯৪২

ডিয়ানা লেভিন

আমার কাজের শুরু

১৯৩৩ সালের শেষ দিকে আমি সোভিয়েট রাশিয়ায় এসে পৌছলাম। ইচ্ছে ছিল এখানে কিছুকাল থেকে এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি অনুধাবন করব। প্রথম দিকে মস্কো শহরের অনেক স্কুলে ঘুরে এবং অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলে বহু মনোগ্রাহী তথ্য সংগ্রহ করলাম কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবল মনে হতে লাগল যে, আমি যেন বাইরে থেকে সমস্ত জিনিস দেখছি—ভেতর থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পাচ্ছি না। এমন কি সারাদিন স্কুলে কাটিয়ে দিয়েও নিজের কৌতূহল মেটাতে পারলাম না। সুতরাং কিছুকাল মস্কোতে থেকে এবং নিজে স্কুলে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার ইচ্ছে হল। সঙ্গে সঙ্গে আমি খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করলাম।

আপনি ইঙ্গ-মার্কিন স্কুলে যান না কেন? আমার এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন। সেখানে শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন আছে। এবং আপনিও সেখানে কাজ করে আনন্দ পাবেন।

কিন্তু আমি সত্যিকার সোভিয়েট স্কুলে পড়াতে চাই। আমি বললাম। এটা নিশ্চয়ই বিদেশীদের স্কুল এবং এখানকার শিক্ষাব্যবস্থাও অন্যরকম।

এটাও সত্যিকার সোভিয়েট স্কুল। আপনি নিজে গিয়েই একবার দেখে আসুন। মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে ঠিকানা লিখে দিলেন।

পর দিন আমি সেই স্কুলে গেলাম। ভাবলাম বেশ একটা অভিনব ব্যাপার হবে। স্কুলের বাড়ীটা হুবহু পুরনো ধাঁচের মস্কোর দোতলা

বাড়ীর মত—আগেকার দিনে এই সব বাড়ীতে ধনী ব্যবসায়ীরা থাকত। বড় বড় জানলা আর বাড়ীর সামনে গাছপালা ভর্তি বিরাট উঠোন। উঠোনে জল ভরে স্কেটিং রিঙ্ক করা হয়েছে। দেখলাম কয়েকটি ছেলেমেয়ে গাছপালার মাঝখান দিয়ে স্কেট করছে।

আমি ভেতরে গিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে জানালাম। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা একটি তরুণী আমাকে কোট এবং জুতো খুলে ফেলতে বলল, তারপর এগিয়ে নিয়ে চলল ভেতরে। তার দ্রুত কথা আমি বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু আমার অর্ধোচ্চারিত রুশীয় ভাষা মনে হল সে বুঝতে পারছে।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ছোট ছোট ছেলেদের কলকোলাহল শুনতে পেলাম। আমার ধারণা ছিল এটা ছুটির সময় কিন্তু ছেলেমেয়েদের ক্লাশঘরের ভেতরে ও বাইরে ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করতে দেখে অবাক হলাম। হলঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম একদল কামিজ-পায়জামা পরা ছেলেমেয়ে দোলনায় ঝুলছে আর হাওয়ায় ডিগবাজি খেতে শিখছে। দেখে মনে হল তারা প্রচুর আনন্দ পাচ্ছে। যে ছেলেটি তাদের নির্দেশ দিচ্ছে তার বয়স হল বছর সতের।

হলঘর থেকে বেরিয়েই অধ্যক্ষের আপিস। ঢুকতেই বন্ধুচিত অভ্যর্থনা পেলাম। এবং তিনি আমার স্কুল-পরিদর্শন করবার কৌতূহলের কথা শুনে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বললাম—আমি সাত বছর ধরে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছি। সোভিয়েট শিক্ষাপদ্ধতি বোঝবার জন্যে আমার বিশেষ আগ্রহ। সুতরাং কিছু সময় এখানে থেকে আমি শিক্ষাজগতের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।

অধ্যক্ষ বললেন—আমাদের স্কুল আপনাকে আমি আনন্দের সঙ্গে দেখাব। জানেন বোধহয়, বর্তমানে স্কুলের ছুটি। সুতরাং এখন অন্যান্য

স্কুলের মত এটা একটা ক্লাব। চলুন, ছেলেরা কি করছে দেখে আসা যাক্।

একটা ঘরে গেলাম। দেখলাম সেখানে একদল ছেলে দাবাবড়ে ও আরও অনেক রকম খেলা নিয়ে ব্যস্ত। অধ্যক্ষ বললেন—এই ঘরে এই সব নিরুপদ্রব খেলা খেলতে দেয়া হয়। এখন এদের দাবাবড়ে প্রতিযোগিতা চল্‌ছে। ঐ লম্বা কালো মত ছেলেটি হল সকালের খেলার তত্ত্বাবধানে।

আমরা অন্য ঘরে গেলাম। সেখানে কতকগুলো ছেলে মেক্যানো নিয়ে কি যেন তৈরী করছে। ছোট ছেলেরা খেলা করছে কাঠের জিনিস নিয়ে। দেখলাম সেখানকার তত্ত্বাবধানে কেউ নেই। সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

তুমি কী করছো? আমি একজনকে প্রশ্ন করলাম।

ভল্‌গার ওপর যে নতুন ব্রিজ তৈরী হচ্ছে তারই মডেল খাড়া করছি। খবরের কাগজ থেকে আমরা এ বিষয়ে সমস্ত জেনেছি। আমাদের মডেল আমরা জেলা প্রদর্শনীতে দেব। ছুটির সময়ে অন্য স্কুলের ছেলেরাও যে সব মডেল তৈরী করছে সেগুলোও তারা পাঠাবে। দশ বছরের একটি মেয়ে উত্তর দিল।

তাদের ছেড়ে আমরা গ্রন্থাগার দেখতে গেলাম। তারপর গেলাম পড়ার ঘরে। পড়ার ঘরটি একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। দেয়ালের ওপর নানান্ রকম নক্‌সা আর ছবি টাঙানো, কাছে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

অন্য আরেকটি ঘরে গেলাম। সেখানে একদল ছেলেমেয়ে উত্তেজিত হয়ে কোন একটা নাটকের মহড়া দিচ্ছে। সমস্ত জিনিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছে সতের বছরের একটি মেয়ে।

আপিসে ফিরে এসে নানা বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হবার পর অধ্যক্ষ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি এখানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিতে রাজী আছি কি না! আমি আমার সন্দেহ প্রকাশ করে বললাম—আমি সত্যিকার সোভিয়েট স্কুলের সঙ্গে জড়িত থাকতে চাই। সেজন্যে স্থির করেছি কোন রাশিয়ান স্কুলে ইংরেজী পড়াবো।

অধ্যক্ষ বললেন—আপনি আমাদের স্কুল সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছেন। এটা মস্কোর অন্য সব স্কুলের মতই। সোভিয়েট রাষ্ট্র তার জাতীয় শাসন-ব্যবস্থা অনুযায়ী—যেখানে যেখানে ভিন্ন ভাষাভাষি লোক আছে সেখানে সেখানে সেই ভাষার স্কুলের ব্যবস্থা করে। এমন কি মস্কোতে রাশিয়ান বাদে তাতার, জার্মান, জিপ্সী এই সব ভাষাভাষি লোকদের জন্যেও স্কুলের ব্যবস্থা আছে। আমেরিকা এবং ইংলণ্ড থেকে বহু কারিগর ও বিশেষজ্ঞ এখানে কাজ করবার জন্যে এসেছে। তাদের ছেলেমেয়েরা কেউ রাশিয়ান ভাষা জানে না। তাদের পক্ষে রাশিয়ান ভাষা শেখাও কষ্টকর। এমন কি রাশিয়ার বহুলোক যারা এতদিন বিদেশে কাজ করেছে,—দেশে ফিরে এসে তারা নিজেদের ভাষার বদলে ইংরেজী ভাষাতেই কথা বলে। এই কারণে মস্কো এবং লেনিনগ্রাদে তাদের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। মস্কোর অন্যান্য স্কুলের পদ্ধতি অনুসারেই আমাদের এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে যে বই পড়ানো হয় তা সমস্তই রাশিয়ান ভাষা থেকে অনুবাদ করা। আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে আমাদের এখানে কাজ করলে আপনি সোভিয়েট শিক্ষার সমস্ত কিছুই জানতে পারবেন। এইখানে সুবিধে হল এই যে, শিক্ষা আপনার নিজের মাতৃভাষায় দেয়া হয়।

সমস্ত কথা শুনে আমি বিশেষ আকৃষ্ট হলাম এবং কথা দিলাম যে দু-একদিনে আমার সিদ্ধান্ত জানাব। সিদ্ধান্ত অবিশ্যি আমি তখনই

করে ফেলেছিলাম। জায়গাটির আবহাওয়া আমাকে আরও আকৃষ্ট করল।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ছুটির পর, ১৫ই জানুয়ারি থেকে আমি তৃতীয় শ্রেণীর ভার নেব। সেখানকার শিক্ষয়িত্রী অসুস্থা হওয়ায় চার মাসের ছুটিতে বাইরে যাচ্ছেন। অঙ্কের শিক্ষয়িত্রী ছুটি নেবেন শরৎকালে। সুতরাং এর পর আমাকে তাঁর অনুপস্থিতিতে কাজ করতে হবে। বর্তমানে আমাকে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানানো হল। আগে থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে আমি খুশিই হলাম। তাদের নিয়ে কোন একটা পার্কে যেতে হবে—সমস্ত দিন তারা সেইখানেই কাটাবে।

সকাল দশটায় আমরা স্কুলে এসে জড়ো হলাম। ছেলেমেয়ের সংখ্যা পঁচিশজন—বয়স দশ থেকে চোদ্দ। যে মেয়েটিকে সেদিন নাটক পরিচালনা করতে দেখেছিলাম তাকেই দেখলাম ছেলেমেয়েদের দায়িত্বে। শুনলাম সেই নাকি স্কুল পায়োনিয়রদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়া। দেখলাম মেয়েটি সকলের কাছ থেকে পয়সা সংগ্রহ করছে—নিশ্চয়ই যাওয়া আসার ট্রামভাড়া। মিনিট কুড়ির মধ্যে আমরা পার্কে এসে উপস্থিত হলাম। এবং সকলে পায়ে একজোড়া করে “স্কি” বেঁধে নিয়ে বরফের ওপর স্কিয়িং করবার জন্যে এগোলাম।

এই পার্ক এক কালে ডিউকদের শিকার করবার জঙ্গল ছিল এবং এখনও তার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। গাছপালার মাঝখান দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক স্কিয়িং করবার পর আমরা খাবার জন্যে তৈরী হলাম। আমরা “স্কি”গুলো ফেরৎ দিয়ে পার্কের ঢোকবার মুখে বড় বাড়ীটার মধ্যে এলাম। বাইরে যে কয়েকশো ছেলেমেয়ে অপেক্ষা করছিল তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমরা প্রকাণ্ড খাবারঘরে গিয়ে আহার করলাম।

খাওয়া দাওয়ার পর আমরা কাছাকাছি একটা ক্লাবে গিয়ে ছোটদের ফিল্ম্ দেখলাম। তারপর ছেলেমেয়েরা যে যার বাড়ী চলে গেল।

এর পর জানতে পারলাম যে এইভাবে ছোটদের ছুটির দিনের চিত্ত-বিনোদনের পেছনে রয়েছে স্থানীয় সোভিয়েটের সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষা-কেন্দ্রের সহযোগিতা। ছেলেমেয়েদের ছুটির দিন সমস্ত পার্ক, সিনেমা, যাদুঘর ও রঙ্গমঞ্চ তাদের প্রয়োজনের জন্যে খোলা থাকে যাতে বাপ-মারা বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকা কালে তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় না ঘুরে বেড়ায় বা অপকর্ম না করে। ছুটির দিনে যদিও এই সব ভ্রমণে যোগ দেয়া না দেয়া ছেলেদের ওপর নির্ভর করে তবু এই মনোগ্রাহী উৎসবে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই যোগ দেয়।

ছেলেমেয়েদের প্রথমেই দেখে বুঝলাম যে তারা খুব চঞ্চল ও বুদ্ধিমান। আরও দেখলাম প্রচুর তাদের প্রাণশক্তি। এই সব দেখে শুনে আমার নিজের ক্লাশ সম্বন্ধে চিন্তা না করে পারলাম না। কারণ আমার ক্লাশে ত্রিশজন দশ এগারো বছরের ছেলেমেয়েদের পড়াতে হবে। ডাল্‌টন প্লান অনুযায়ী পড়ানোই আমার অভ্যাস। বিশ্বাস ছিল সেই প্লান অনুযায়ী পড়ালেই শিশুদের সহজে শিক্ষালাভ হয়। আমার আরও ধারণা ছিল যে শ্রেণী হিসেবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়ার মানেই হচ্ছে তাদের যন্ত্রবিশেষ তৈরী করা। অর্থাৎ এখানে যোগ দেয়ার আগে পর্যন্ত আমি তথাকথিত প্রগতিশীল ও স্বাধীন শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলাম। সেই জন্যে ক্লাশ অনুসারে শিশুদের পড়ানো আমার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ ছিল।—পরিদর্শকদের কাছ থেকে আপনি প্রয়োজনমত সমস্ত সাহায্যই পাবেন। অধ্যক্ষ বললেন।—উনি আমার সহকারী এবং এখানকার শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত দায়িত্বের উনি অংশীদার।

স্কুল শুরু হবার কয়েকদিন আগে কমরেড হল্যাণ্ড আমার সঙ্গে বসে

আমাকে সমস্ত কর্মপদ্ধতি বুঝিয়ে দিলেন। সারা বছরের পাঠ্যবিষয়ের একটা চুম্বক ছাপিয়ে রাখা হয়েছিল। আমার কাজ হল প্রত্যেক সপ্তাহে যে পাঠ্যবিষয় আমি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপস্থিত করবো তার একটা বিস্তৃত খসড়া তৈরী করা। বিষয়গুলি উপস্থিত করার আঙ্গিক সম্বন্ধে আমার স্বাধীনতা আছে—কিন্তু শর্ত হল এই যে, আমি প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের পড়া ঠিক সময়ে সম্পূর্ণ করাবো।

কোন অসুবিধে হলে আমার কাছে আসতে দ্বিধা বোধ করবেন না, বুঝলেন। বক্তব্য শেষ করেই কমরেড হল্যাণ্ড বললেন।—শিক্ষা এবং শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারে আমার কাজই হল আপনাদের সাহায্য করা। এমন কি আমাকে আপনার ক্লাশে আসতে দেখে বিশেষ আশ্চর্য হবেন না কারণ ওটাও আমার কাজের একটা অংশ।

তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। স্থির করলাম শৃঙ্খলারক্ষার কোন ব্যাপারে তার কাছে যাব না। ইতিপূর্বে শৃঙ্খলাপালনের ব্যাপারে আমার কোন অসুবিধে হয় নি। কিন্তু এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সত্যিই আশঙ্কা বোধ করলাম কারণ এই রকম সমস্যার সম্মুখীন আমি কখনও হই নি। আমি আশ্চর্য হলাম যে কমরেড হল্যাণ্ড আমাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের ব্যাপারে তাঁর কাছে সমাধানের জন্যে যেতে বলেছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ সব ঘটনা লজ্জাকর এবং তা যত কর্তৃপক্ষের চোখের অন্তরালে রাখা যায় ততই ভাল।

স্কুল খোলবার আগের দিন সমস্ত স্কুলকর্মীদের একটা সভা ছিল। সেখানে সকলের সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম তারা সবাই খুব বন্ধু-ভাবাপন্ন। তাদের মধ্যে কয়েকজন আমেরিকান, একজন ইংরেজ এবং দুজন রাশিয়ান শিক্ষক—তারা দুজনেই ভাল ইংরেজী কথা বলতে পারেন। তাছাড়া একজন অস্ট্রিয়ান—যিনি এতদিন আমেরিকায়

ছিলেন—তার কাজ হল ব্যায়াম শিক্ষা দেয়া। এ ছাড়া আরও একটি জার্মান ও অস্ট্রেলিয়ান আছেন। সংক্ষেপে একটি আন্তর্জাতিক দল বললে চলে।

বাকী ছ-মাসের কর্মপন্থা সম্বন্ধে সভায় আলোচনা হল। দ্বিতীয় বছরে কোন ছাত্র-ছাত্রী যেন ক্লাশে পিছিয়ে না থাকে। আমরা যাতে শিক্ষা বিষয়ে আরও উচ্চতা অর্জন করতে পারি। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে যেন তার পাঠ্যবিষয় অধ্যয়ন করতে উপযুক্ত সাহায্য করা হয়। তার পর অতীতের ভুলত্রুটি নিয়ে আলোচনা চলল। পরিদর্শক কমরেড বণ্টনের তীব্র সমালোচনা করলেন—দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনি নাকি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ঠিকভাবে মেলামেশা করেন না। প্রকৃতপক্ষে তার অকারণ কঠোরতার জন্যে ছেলেমেয়েরা তাকে ভয় করে। স্কুলের পর তারা তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বা কোন অসুবিধে নিয়ে আলোচনা করতে সাহসী হয় না।

আপনি তাদের কাছে অগ্রজ। আপনার কাছে তারা তাদের সুবিধে অসুবিধে সম্বন্ধে আলোচনা করবে, শ্রদ্ধা করবে এবং ভালবাসবে, কিন্তু আপনি তাদের এবং আপনার মাঝখানে একটা দেয়াল তুলে দিয়েছেন যার ফলে তারা আপনাকে সহজভাবে নিতে পাচ্ছে না। তারা আপনাকে শিক্ষক হিসেবে ভয় করে। কলেয়া একজন খুব বুদ্ধিমান ছেলে কিন্তু উপযুক্ত ব্যবহারের অভাবে সে দুরূহ হয়ে পড়েছে। কয়েকটি ছেলেমেয়েকে আপনি ক্লাশ থেকে বের করে দিয়েছেন। এটা সোভিয়েটে নীতিবিরুদ্ধ। যদিও আমরা শ্রেণী হিসেবে ছাত্রদের পড়াই কিন্তু প্রত্যেকটি ছাত্রের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা অটুট থাকবে; আমরা পরস্পরকে ভালবাসবো; বুঝতে চেষ্টা করবো। আমরা যে নিয়মপালনের কথা বলি সে নিয়ম ছাত্র নিজে থেকেই পালন করবে। তাকে বলে দিতে

হবে না। কিন্তু সে নিয়মপালন কেবলমাত্র পারস্পরিক সুবিচার ও বন্ধুভাবের মধ্যেই গড়ে উঠতে পারে।

সকলের সামনে এমনি খোলাখুলি নির্ভীক সমালোচনা শুনে আমি রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভাবলাম, দেখা যাক্ কমরেড বণ্টন কি ভাবে এই সমালোচনাকে গ্রহণ করেন। সবাই তাঁর উত্তর আশা করছিলেন। কিন্তু বণ্টন কোন কথাই বললেন না। পরে জানলাম তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে নতুন এসেছেন এবং শিক্ষার রীতিনীতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছেন না। এতদিন তিনি বিদেশে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছেন যেখানে ছেলেদের বিরাট ক্লাশকে আয়ত্তে রাখবার জন্যে তাঁকে কড়া শাসন করতে হত।

সভার কাজ এগিয়ে চলল। ইংরেজী শিক্ষক কমরেড ইয়ং বললেন—আমি পঞ্চম শ্রেণীকে নিয়ে একটু অসুবিধায় পড়েছি। ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে। বাড়ীর পড়াগুলোও খুব ভালভাবে করে কিন্তু পঞ্চম ক্লাশের ছেলেমেয়েরা বাড়ী থেকে পড়া তৈরী করে আনে না, এখানে এসে গোলযোগ করে। গতবারে তারা ভয়ানক খারাপ ব্যবহার করেছে। আমি এই সভার কাছ থেকে এ বিষয়ে সাহায্য চাইছি।

এই সব কথা শুনে আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। দেখলাম, একজন তার নিজের দুর্বলতা সভার মাঝখানে স্বীকার করছে আর তার প্রতিকারের জন্যে সকলের কাছ থেকে সাহায্য চাইছে।

অনেকের কাছ থেকে উপদেশ ও সাহায্যের জন্যে প্রস্তাব এল। পরিদর্শক বললেন তিনি নিজে মাঝে মাঝে ইংরেজী ক্লাশে যোগ দেবেন এবং এর কারণ অনুসন্ধান করবেন। আরও বললেন—আমার মনে হয় আপনাকে পড়াবার পদ্ধতি বদল করতে হবে। আসলে এই শ্রেণীর

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অন্য ভাবে ব্যবহার করতে হবে। যাই হোক্‌ আমরা আপনাকে সাহায্য করবো এবং পরের সভায় এ সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করবো।

এই সভার কাজকর্ম দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। দেখলাম, এখানকার প্রত্যেকটি কর্মচারী সমস্ত সুবিধে অসুবিধে সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করছে এবং অকপট অথচ বন্ধুচিত সমালোচনা করবার সময়েও তারা এগিয়ে আসছে।

সভার পর একজন বৃদ্ধা আমার সঙ্গে এসে আলাপ করলেন। বললেন তিনি এই স্কুলের একজন দোভাষী। তাছাড়া তিনি স্কুল ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভানেত্রী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমি শিক্ষকদের রাশিয়ান-শিক্ষা ক্লাশে যোগ দিতে চাই কি না। শেষে বললেন, কোন অসুবিধে হলে আমি যেন তাঁর কাছে যাই। বিশেষ করে বললেন—স্কুল চালানোর সময়ে কোন দোষ চোখে পড়লেই আমাকে খবর দেবেন। আপনি নতুন মানুষ। আপনার পক্ষে দোষ খুঁজে বের করা কিছু কষ্টকর হবে না। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির কাজই হল স্কুলের ত্রুটি দূর করা। তাছাড়া আর একটি কাজ হল এখানকার সভ্যেরা যাতে কাজ করার সমস্ত সুবিধে পায় সে দিকে দৃষ্টি দেয়া; তাদের আমোদপ্রমোদের যাতে কোন অসুবিধে না হয়, তার জন্যে রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা, ভ্রমণ, খেলাধুলো—এই সব দিকে লক্ষ্য রাখা।

অনেক কিছু নতুন চিন্তার খোরাক নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে গেলাম। তাহলে সোভিয়েটের শিক্ষকেরা নিজেদের ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা নিঃসংকোচে স্বীকার করে—আচ্ছা এইই কি উন্নতির প্রশস্ত উপায় নয়? এখানকার সমস্ত কর্মপদ্ধতিই দেখলাম পারস্পরিক সহানুভূতি ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। ট্রেড ইউনিয়নকে মনে হল যেন রূপকথার

মায়ের মত। স্থির করলাম আমার ক্লাশ নিয়ে কোন অসুবিধে হলেই আমি এখান থেকে সাহায্য চেয়ে নেব।

প্রথম সপ্তাহের পাঠ্যবিষয়ের একটা বিস্তৃত খসড়া করতে বসে নানান্ রকম সন্দেহ হল। কী করে আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমার ছাত্রদের পুরোপুরি শিক্ষা দিয়ে উঠতে পারবো? আমাদের বলা হয়েছে কোন ছেলে কি মেয়ে ক্লাশে পিছিয়ে থাকতে পারবে না—তাকে তার পাঠ্যবিষয় পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কিন্তু আমি অল্পবুদ্ধিমানদের কী করে শিক্ষা দেব? কী দিয়ে অতি বুদ্ধিমান ছাত্রদের নিযুক্ত করে রাখবো? ঠিক করলাম এ সম্বন্ধে অধ্যক্ষ ও পরিদর্শকের সঙ্গে কথা বলা দরকার। সেদিনকার সভায় সকলের সহানুভূতি ও অন্তরঙ্গতা দেখে আমার সমস্ত ভয় কেটে গিয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোন অসুবিধে হলে তাদের সহযোগিতা পাবো এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আমার ক্লাশ

“যদিও আমরা শ্রেণী হিসেবে ছেলেমেয়েদের পড়াই কিন্তু প্রত্যেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা থাকবে।” শিক্ষকদের সভায় পরিদর্শকের এই কথাগুলি আমাকে আমার ক্লাশ পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করল। মস্কোতে প্রথম বছর শিক্ষয়িত্রীর কাজ করার পর আমার ধারণা হল যে, সে শিক্ষক সত্যিই অপদার্থ যে শিক্ষকের কাজ হল ছেলেদের “কেবলমাত্র শিক্ষা” দেয়া। এই জাতের শিক্ষক কখনও ছাত্রদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না। রাশিয়ানদের মতে একজন শিক্ষককে সত্যিকারের শিক্ষক হতে হবে, যে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলবে, তাদের চরিত্রকে গঠন করবে এবং প্রকৃত স্কুলশিক্ষা দিতে পারবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে এবং তাদের সঙ্গে কমরেড হিসেবে ব্যবহার করে আমি তাদের হৃদয় জয় করতে পারলাম। ছেলেমেয়েদের দেখে বুঝলাম যে তারা বুদ্ধিমান। যদিও তারা হৈ চৈ করতে ভালবাসে, কিন্তু কোন বিষয়ে আগ্রহ দেখাতেও তারা কম উৎসাহী নয়। আমি অঙ্ক দিয়েই প্রথম পাঠ শুরু করলাম এবং দেখলাম অঙ্ক বুঝিয়ে দেবার পর তারা খুব আগ্রহের সঙ্গে সেগুলি করছে। কিন্তু যখন তাদের ভূগোল দিলাম, তাদের শাসনে রাখা একটু কষ্টকর হয়ে পড়ল। এ বিষয়ে তাদের এত আগ্রহ যে কোন রকম শৃঙ্খলা বজায় না রেখে তারা সবাই পর পর প্রশ্ন করে যেতে লাগল। আমি পাঠ থামিয়ে তাদের বললাম যদি আমরা শৃঙ্খলা মাফিক না চলি তাহলে আমাদের কাজ ঠিকমত এগোবে না। একটি মেয়ে হাত উঁচু করে

বলল—আমাদের স্কুলের দোষই হল এই যে আমরা সবাই নিয়মকানুন জানি অথচ ভুলে যাই।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী নিয়মকানুন?

নিয়ম হল এই যে, আমাদের শিক্ষয়িত্রী যখন কথা বলবেন বা পাঠ বোঝাবেন তখন আমরা মন দিয়ে শুনবো। তারপর আমাদের যদি কিছু প্রশ্ন করবার থাকে তাহলে প্রথমে হাত তুলবো কারণ সবাই একসঙ্গে কথা বললে কিছুই শোনা যাবে না। আমার মনে হয় যে গতবারে আমরা যেমন চতুর্থ শ্রেণীর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা করেছিলাম এবারও সেই রকম করা উচিত। মেয়েটি উত্তর দিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সবাই যোগ দিল একসঙ্গে।

এই উক্তিগুলি সকলের স্মারক হয়ে রইল। ছাত্ররাও ভালভাবে বাকী সময়টুকু পড়াশোনা করল।

শেষ পাঠ পড়ানো হয়ে যাবার পর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ঘরের মধ্যে এল। মেয়েটির মাথায় কালো কালো চুল, গভীর কালো চোখ, দেখতেও খুব সুন্দর। বয়স বছর বারো। ক্লাশে সে একটা ঘোষণা করবার জন্যে আমার অনুমিত চাইল। আমার সম্মতি পাওয়া মাত্র মেয়েটি বলল—চতুর্থ শ্রেণী তোমাদের সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে আহ্বান জানাচ্ছে। তার শর্ত হল এই যে—ক্লাশের সময়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, পাঠ প্রস্তুত করা, তোয়ালে এবং সাবান ঠিক জায়গায় রাখা। এই সমস্ত দেখাশোনা করার জন্যে আমাদের ক্লাশ থেকে আমাকে ও সিডনীকে বাছাই করেছে। তোমরা যদি রাজী থাকো তাহলে তোমরাও তোমাদের দুজন প্রতিনিধি বাছাই করে আমাদের সাহায্য করো। তোমরা রাজী আছো কি?

তৃতীয় শ্রেণীর সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে একমত

হল। যাবার সময়ে মেয়েটি বলে গেল ছুটির পর তাদের দুজন প্রতিনিধি যেন উপস্থিত থাকে। প্রতিযোগিতার একটা খসড়া তৈরী করতে হবে। তৃতীয় শ্রেণী দুজনকে বাছাই করল। প্রথমে যে মেয়েটি সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার কথা প্রস্তাব করেছিল সেই মেয়েটি—লুবা এবং আর একটি চটপটে ছেলে যে সকালের দিকে সবচেয়ে বেশী গোলযোগ করেছিল—সেই ছেলেটি—ভোভা।

আমি ক্লাশকে ছুটি দিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে লুবা আর ভোভা আমার কাছে এল। ভোভা বলল—আচ্ছা কমরেড, এরকম করলে কেমন হয়, প্রতিযোগিতার চার্টে আমরা দুটো রেলগাড়ী আঁকলাম—যেমন ধরুন রেলগাড়ীটি তুর্কিস্থান থেকে সাইবেরিয়া যাচ্ছে। নতুন মডেলের দুটো ইঞ্জিন দিয়ে আমাদের দুটো ক্লাশকে চিহ্নিত করা হল—ফেলিক্স জারঝিন্স্কি মডেল হলেই কিন্তু খুব ভাল হয়। যে ক্লাশ প্রতিযোগিতায় এক পয়েণ্ট পাবে সেই ক্লাশের ইঞ্জিনকে এগিয়ে দেয়া হবে।

বললাম—আমার মনে হয় পরিকল্পনাটা সত্যিই খুব চমৎকার।

জুলিয়া আর সিডনীও আমার ঘরে এসে ঢুকল। তাদের হাতে ড্রয়িং কাগজ, পেন্সিল আর রং। তারপর চারজনে মিলে কাজ করতে বসল। দুটো ইঞ্জিন কেটে রং করা হল এবং তারপর লেবেল আঁটা হল—'তৃতীয় শ্রেণী' আর 'চতুর্থ শ্রেণী'। সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হল তুর্কিস্থান থেকে সাইবেরিয়ার রেলপথ। সমস্ত জিনিস হয়ে যাবার পর বড় বোর্ডে নক্সাটা হলের দেয়ালে টেঙিয়ে দেয়া হল। বোর্ডটায় অনেক নক্সা ও আগেকার প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি আঁটা ছিল। আমি যখন অন্য কাগজপত্র দেখছিলাম, চারজনে তখন আলোচনা করে স্থির করল কখন এবং কি ভাবে তাদের প্রতিযোগিতার তিনটি শর্ত পরীক্ষা করা হবে?

জুলিয়া বলল—প্রত্যেক ক্লাশের শৃঙ্খলারক্ষার নোট রাখবার জন্যে

কাল সকালেই যেন একটা খাতা তৈরী থাকে। ভোভা, তোমার কাজ হল ক্লাশ ভেঙে যাবার পর প্রত্যেক মাস্টারের কাছ থেকে তাতে সই করিয়ে নেয়া। যদি কেউ গোলযোগ করে থাকে তো তার নাম খাতায় তুলে নেবে। তাহলে বোঝা যাবে আমাদের জেতবার পথে অন্তরায় কে বা কারা। আমিও তোমার বই দেখাশোনা করবো যাতে প্রথম পয়েণ্ট নোট করার কোন গোলযোগ না হয়। দ্বিতীয় পয়েণ্ট হল ক্লাশের ছেলেরা তাদের পড়া তৈরী করে এনেছে কি না? শিক্ষকদের কাছ থেকে তা জেনে নেবে। আমার মনে হয় ক্লাশ সভাপতিরও এর সমস্ত নোট রাখা উচিত যাতে আমাদের সভা বসলে জানা যাবে কারা কারা শৃঙ্খলা রক্ষা করে নি।

লুবা বলল—আমার মনে হয় স্বাস্থ্য-পরিদর্শক তোয়ালে আর সাবান সম্বন্ধে খবরাখবর রাখবেন। প্রত্যেক সপ্তাহে ইঞ্জিন আগাবার সময়ে তার কাছ থেকে এ বিষয়ে রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

সমস্ত মীমাংসা হয়ে যাবার পর ছেলেরা যে যার বই নিয়ে বাড়ী যাবার জন্যে তৈরী হল। লুবা আমার কাছে এসে সাগ্রহে বলল—আমাদের ক্লাশ নিশ্চয়ই প্রতিযোগিতায় জিতবে, কি বলেন? প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্লাশও এখনি যোগ দিতে চাইছে। খুব মজার ব্যাপার হবে কিন্তু—কে লাল নিশান পাবে দেখা যাক। গতবার চতুর্থ শ্রেণী পেয়েছিল।

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে এবং নিজের ক্ষমতানুযায়ী সমস্ত কিছু করবার সংকল্প নিয়ে উত্তর দিলাম—নিশ্চয়ই আমাদের ক্লাশ জিতবে। কিন্তু জেতবার জন্যে আমাদের কী কী করা উচিত তুমি মনে করো?

আমরা দুষ্টু ছেলেদের ক্লাশের শৃঙ্খলা ভাঙতে দেব না এবং সকলকে নিয়ে আমাদের একটা সভা করে স্থির করতে হবে—কী করে আমরা লাল নিশান পাবার জন্যে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারি। শিগ্‌গিরই

আমাদের ক্লাশ সভাপতি আর পায়োনিয়র নেতাদের একটা নির্বাচন হবে। তখন কাজ করার সুবিধে হবে। লুবার ন্যায়নিষ্ঠা আর আগ্রহ দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। সে যখন বিদায় জানিয়ে বাড়ী চলে গেল, তখন মনে মনে ভাবলাম যত অসুবিধেই হোক না কেন আমি আমার ক্লাশের কাজ প্রচণ্ড উদ্যম নিয়ে করে যাব।

বোর্ডে আঁটা কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক চুক্তিপত্র পড়লাম। দেখলাম দুটি মেয়ে চুক্তিতে সই করেছে যে তারা প্রত্যেক বিষয়ে ভাল মার্ক পাবার জন্যে চেষ্টা করবে আর সামাজিক কাজকর্মের দিকে মন দেবে। সামাজিক কাজ? কথাটা আমার কাছে নতুন মনে হল। স্থির করলাম, পরে এ সম্পর্কে খবর নেব। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা (Socialist Competition) সম্পর্কেই আমার বিশেষ আগ্রহ। কারণ স্কুলের পড়াশোনা ও শৃঙ্খলার ক্রমোন্নতির জন্যে এই প্রতিযোগিতা খুবই কার্যকরী। ভাবলাম—এ নিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে হিংসামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হবে না তো?

শিক্ষকদের কামরায় এসে কমরেড ইয়ংয়ের সঙ্গে দেখা হল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কাজকর্ম কী রকম হচ্ছে?

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় আমার বিশেষ আগ্রহ এবং ছেলেরাও দেখছি এই নিয়ে মেতে উঠেছে। কিন্তু এতে কি সত্যিই কোন ফল হয়?

জবাব দিলেন—নিশ্চয়ই। এরই সাহায্যে সমস্ত দেশ ক্রমশ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। যন্ত্রশিল্প, কৃষিশিল্প, সমস্ত কিছু এই প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে পরিবর্তিত ও উন্নততর হয়ে দেখা দেয়। শুরু হলে আপনি নিজেই দেখতে পাবেন—এর কি রকম ফল হয়। একটা কথা—এখানকার কর্মীদের দেয়ালপত্রিকায় আপনার একটা লেখা চাই।

প্রথমে স্কুল দেখে আপনার কি ধারণা হয়েছিল তার ওপর একটা প্রবন্ধ লিখে দিন। আমিই পত্রিকা সম্পাদনা করি এবং তার পরবর্তী সংখ্যা কয়েকদিনের মধ্যেই বেরুবে।

কার্যত দেখলাম সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা একটা অদ্ভুত জিনিস। ক্লাশের শেষে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ভীড় করে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখে—কে এগিয়ে আছে। পঞ্চম, ষষ্ঠম, সপ্তম, সমস্ত ক্লাশ একে একে যোগ দিল। ফলে নকসা দেখে সঠিক ফলাফল-বিচার করাও কষ্টকর হয়ে উঠল। হিংসামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সম্বন্ধে যা সন্দেহ করেছিলাম তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হল।

প্রথম কয়েকদিন দেখলাম আমাদের ক্লাশ আর চতুর্থ ক্লাশ একই সঙ্গে চলেছে। জুলিয়া আমাকে বলল—আচ্ছা, দু দল জিতলে খুব ভাল হয়, না ?

ভোভা তার কথা শুনতে পেয়ে বলল—আমার ইচ্ছে সমস্ত ক্লাশই লাল নিশান পাক তাহলে আমরা জেলার লাল নিশানটাও পেতে পারি। ভোভার এই উক্তি সারা প্রতিযোগিতাকে একটা নতুন রূপ দিল। সমস্ত ক্লাশ জেতার ফলে যদি আমাদের স্কুল লাল নিশান পায় তাহলে জেলা প্রতিযোগিতায় আমরা যোগ দিতে পারবো। এবং আমাদের জেলা লাল নিশান পেলে পর আমরা শহরের প্রতিযোগিতায় যোগ দেব। একে একে প্রচুর সম্ভাবনা চোখের সামনে এসে উঁকি মারল।

কিছুদিন পরে আমি যখন স্কুলে কাজ করছি, পায়োনিয়রদের পরিচালিকা সনিয়া এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। মেয়েটির বয়স আঠারো। ফর্সা রং। মাথায় কোঁকড়ান চুল। নীল চোখ। ঝলমলে চেহারা। গলায় পায়োনিয়রদের লাল টাই।

সনিয়া বলল—এই মেয়াদের জন্যে আমি আপনার সঙ্গে পরস্পরের

কাজের একটা খসড়া তৈরী করতে চাই। আপনি জানেন বোধহয় আমি এই স্কুল পায়োনিয়রদের পরিচালিকা। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ওপরই আমার বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। সেজন্যে আমাদের দুজনকেই একযোগে কাজ করতে হবে।

মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দর। সারাক্ষণই মুখে হাসি লেগে আছে। তার চলার ভঙ্গী দেখলে তার প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমোদ-প্রমোদের সময়ে তাকে হলঘরে দেখেছি—একদল ছেলেমেয়ে বেষ্টিত হয়ে বসে আছে। যখনই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তখনই তারা এক সঙ্গে ডেকে উঠেছে—'সনিয়া এদিকে শোনো' —'এদিকে সনিয়া'—'সনিয়া আমরা কি—'এমনি কত রকমের ডাক। সনিয়া যে সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচিত তারা অধিকাংশই লাল টাই বাঁধা পায়োনিয়র।

আমি বললাম—আমার কিন্তু পায়োনিয়র সংগঠন সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। তুমি যদি বুঝিয়ে বল তাহলে ভাল হয়। তাছাড়া তোমরা সামাজিক কাজকর্ম বলতে কি বোঝো আর ট্রুপ সোভিয়েট মিটিং বলতেই বা কি বোঝায়—আমার কিছুই জানা নেই।

সংক্ষেপে, পায়োনিয়র সংঘের কাজই হল ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার উন্নতিসাধন করা আর যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেজন্যে তাদের সাহায্য করা। স্কুল বন্ধ হলে আমরা ছেলেমেয়েদের আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করি যেমন গ্রীষ্ম ও শীতকালে তাদের ক্যাম্পে থাকার বন্দোবস্ত করা, খেলাধুলোর জন্যে দল গঠন করা, ইত্যাদি। আমরা শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করি। পায়োনিয়রদের ত্রিশটা ট্রুপে ভাগ করে দেয়া হয়। প্রত্যেকটি ট্রুপের আবার দুটো, তিনটে করে ইউনিট থাকে। প্রত্যেক ইউনিট তার নিজের দলপতি বাছাই

করে। তারপর প্রত্যেক ট্রুপ তার নিজের সোভিয়েট নির্বাচন করে। এই ভাবে আমাদের নিজেদের স্বায়ত্তশাসন গড়ে ওঠে। প্রত্যেক স্কুলেরই আবার একটা করে সোভিয়েট আছে যা স্কুলচালনার দিক থেকে অত্যন্ত জরুরী।

আচ্ছা, যারা পায়োনিয়রের সভ্য নয় তাদের অবস্থাটা কী রকম? তাদের কি স্বায়ত্তশাসনে কোন অধিকার নেই? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

প্রথমত, আমি দশ বছর বয়সের এমন কোন ছেলের সংস্পর্শে এ পর্যন্ত আসিনি যে পায়োনিয়রের সভ্য হতে চায় নি। সুতরাং প্রত্যেক ভাল ছেলে মাত্রই পায়োনিয়রের সভ্য। পায়োনিয়র হবার নিয়ম হল তাকে স্কুলের পড়াশোনা আর শৃঙ্খলার দিক থেকে খুব ভাল ছাত্র হতে হবে। তাছাড়া সে কিছুটা পরিমাণে সমাজের সেবা করবে। যারা পায়োনিয়র নয় তারা অনায়াসে আমাদের সভায় আসতে পারে। এমন কি তারা কোন একটা ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত থাকতেও পারে যতক্ষণ না তাদের সভ্য বলে মেনে নেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু সমাজের সেবা বলতে কী বোঝাতে চাইছো? আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

এ হল স্বেচ্ছাকৃত কাজ যার ফলে সমাজ লাভবান হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট পরিমাণ সামাজিক কর্তব্য করে এবং ছেলেমেয়েরাও তা থেকে পিছিয়ে থাকে না। তারা উপদেশক হতে পারে, গ্রন্থাগার চালাতে সাহায্য করতে পারে, ইউনিটের দলপতি হতে পারে, ক্লাশের বা কোন চক্রের সভাপতিত্ব করতে পারে—অর্থাৎ তাদের খুশি মত যে কোন কাজ নেবার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। অবিশ্যি এই কাজ মোটেই বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু ক্রমশ এ কাজ করা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। ছোটদের মধ্যে এরই সাহায্যে ধীরে ধীরে

সমাজমুখী মন গড়ে ওঠে। তারা কাজ করবার জন্যে এতটা আগ্রহশীল যে মাঝে মাঝে তাদের কাজ দিয়ে সন্তুষ্ট করে উঠতে পারি না।

আমার মনে হয় তোমার সঙ্গে কাজ করে আমি খুব আনন্দ পাবো। সনিয়ার কথার উত্তরে বললাম। তার বন্ধুসুলভ ব্যবহারে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, আমাদের কাজের কী রকম খসড়া তৈরী করতে হবে? তাছাড়া আমি কী কাজ করবো?

তৃতীয় শ্রেণীর জন্যে আমরা সপ্তাহের পঞ্চম দিন পায়োনিয়র সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে আলাদা করে রাখবো। স্কুলের পর ইউনিট কিংবা ট্রুপ সোভিয়েট মিটিং ডাকা হবে। তারপর আমরা সিনেমা বা যাদুঘরে বেড়াতে যাব। আমার মনে হয় আপনি প্রত্যেক মিটিঙেই উপস্থিত থাকতে পারবেন। কোন পায়োনিয়র যদি শৃঙ্খলা ভাঙে বা পড়াশোনায় ঢিলেমি দেখায়, আমাকে বলবেন, আমি সভার মাঝখানে কথাটা তুলব। আমিও মাঝে মাঝে পড়ার সময়ে ক্লাশে এসে দেখে যাবো পায়োনিয়ররা কি রকম ব্যবহার করছে। এই সপ্তাহেই আমাদের ইউনিট আর ট্রুপ সোভিয়েট নির্বাচন হবে; আপনি যোগ দিতে ভুলবেন না। আর সপ্তাহের পঞ্চম দিন নিজেকে নির্ঝঞ্ঝাট রাখতে চেষ্টা করবেন।

প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আমি তাদের নির্বাচনে এবং পায়োনিয়র মিটিঙে যাবো। কৌতূহল হল যে কি করে দুটো কর্তৃপক্ষ এক সঙ্গে কাজ করতে পারে? ভাবলাম—আলাপে সনিয়াকে যা মনে হল সেই ভাবে যদি পাওয়া যায় তাহলে কাজকর্ম খুব সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হবে। অবিশ্যি এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। বুঝলাম যত সহজ মনে হচ্ছে কাজটা কিন্তু ততটা সহজ নয়। যদি কখনও মতানৈক্য দেখা দেয় তখন ছেলেমেয়েদের আস্থা বিভক্ত হয়ে পড়বার আশঙ্কা যথেষ্ট রয়েছে।

সনিয়ার সঙ্গে কথা হবার পর, আমি শৃঙ্খলাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে পেলাম। নতুন সমাজব্যবস্থা গঠন হবার সঙ্গে সঙ্গে এরও একটা নতুন রীতিনীতি স্থির হওয়া দরকার হয়েছিল। শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে একটা অন্য রকমের জিনিস। যে সব ছাত্রেরা বুঝতে পারে তাদের এখন থেকেই বলা উচিত যে তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষালয় হল সমাজেরই অন্যতম প্রধান অংশ এবং তাদের শিক্ষা শেষ হবার পর তাদের কাজ হল সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এখানে বল প্রয়োগ করে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয় না। এখানে শারীরিক পীড়ন করা বে-আইনী যেহেতু কোন একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত পড়াশোনা করা উচিত সেহেতু অনিচ্ছাসত্ত্বেও পড়তে হবে—এমন কোন হাস্যকর বাধ্যবাধকতা এখানে নেই। লুবা, ভোভা, জুলিয়া, সিডনী এবং অন্যান্য মনোযোগী ছাত্রদের কাছ থেকে জানলাম যে তাদের শৃঙ্খলাভঙ্গ তখনই হয় যখন তারা সবাই একসঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে কিংবা শৃঙ্খলার কথা সাময়িকভাবে ভুলে যায়। তারা কখনও শিক্ষয়িত্রীর প্রতি অসম্মান দেখবার জন্যে বা পড়া নষ্ট করবার জন্যে শৃঙ্খলা ভাঙে না। তারা সত্যিকার শিক্ষা পায় বলেই পড়তে তারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। মোটের ওপর তারা নিজেরাই শৃঙ্খলা রক্ষা করতে শেখে কারণ খাঁটি নাগরিক হতে হলে শৃঙ্খলারক্ষার শিক্ষা তাদের কাছে অপরিহার্য।

সপ্তাহের পঞ্চম দিনে ক্লাশ বসবার আগেই সিঁড়িতে এল্‌গার সঙ্গে দেখা হল। এলগা আমার ক্লাশের একজন খুব ভাল কর্মী। সে বলল —মনে রাখবেন কমরেড, আজকে পায়োনিয়র দিবস। স্কুলের পর আপনি নিশ্চয়ই নির্বাচনে যাবেন, না?

তাকে আশ্বাস দিলাম নির্বাচনে যাবার ইচ্ছে আমার ষোল আনাই আছে।

মেয়েটি চলে যেতে যেতে বলল—সবাইকে পায়োনিয়রদের সঙ্গে পাবেন।

পায়োনিয়রের ঘরটি খুব বড় নয় কিন্তু খুব চমৎকার। ঘরের এক কোণে লেনিনের মূর্তির পেছনে লাল নিশান সমস্ত ঘরটিকে একটা নতুন রঙে রঙিন করে তুলেছে। দেয়ালে নানান্ রকম ছবির সমাবেশ। দেয়াল-আলমারির মধ্যে একটা তাকে কতকগুলো সংগীত যন্ত্র। অন্য একটা তাকে টেবিল-ক্রীড়ার সরঞ্জাম। ঘরের মধ্যে টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা আছে—যদি কেউ পড়তে বা বাজাতে চায়।

আমার ক্লাশে ত্রিশজন পায়োনিয়র আছে। তাদের নিয়েই একটা ট্রুপ সৃষ্টি হয়েছে। পায়োনিয়রদের সমাবেশে সমস্ত ঘর ভরে গিয়েছে। বেঞ্চ, চেয়ার, জানলার আল্সে, টেবিলের কোণ—নানান্ জায়গায় ছেলেমেয়েরা তাদের জায়গা করে নিয়েছে। এল্গা নিজের পাশে আমার বসবার জন্যে জায়গা করে দিল। কিছুক্ষণ পরে সনিয়া সমস্ত ট্রুপকে তিনটে ইউনিটে ভাগ করে দিল। একটি কোণে বিভক্ত হয়ে গিয়ে তারা তাদের দলপতি বাছাই করবার জন্যে অগ্রসর হল। নির্বাচন ছোটদের মধ্যে থেকেই হবে। যদিও নির্বাচনের সময়ে বেশ কিছু হৈ চৈয়ের সৃষ্টি হল কিন্তু কোন ঝগড়া বা বিবাদের লক্ষণ দেখা গেল না। সনিয়া প্রত্যেক ইউনিটের কাছে গিয়ে গিয়ে আলোচনা করল। আমি ভোভা আর লুবার পাশে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। মিণ্টন ছেলেটি খুব শান্তশিষ্ট আর খোশমেজাজী। ইলিয়ানর কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। দুষ্টুমি, হৈ চৈ করা তার অভ্যাস কিন্তু পড়াশুনার দিক দিয়ে অত্যন্ত মনোযোগী। স্থির হল মিণ্টন ক্লাশের খুব ভাল ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ইলিয়ানর তার চেয়ে উপযোগী কারণ সে তার চিন্তাধারার সাহায্যে ইউনিট মিটিং ভাল

ভাবে চালাতে পারবে। অধিকাংশ ভোট পেয়ে ইলিয়ানর দলপতি নির্বাচিত হল। মিণ্টন হল তার সহযোগী।

পনের মিনিটের মধ্যে প্রত্যেক ইউনিটের দলপতি নির্বাচন হয়ে গেলে সবাই ট্রুপ সোভিয়েট নির্বাচনের দিকে নজর দিল। সনিয়া বসল সভানেত্রীর আসনে।

সে বলল—আমাদের মোট পাঁচজন দরকার। তিনজন দলপতি বাছাই করা হয়ে গেছে। এখন বাকী দুজন—একজন দেয়ালপত্রিকার সম্পাদক—আরেকজন সাংস্কৃতিক কর্মী। আমি তোমাদের প্রস্তাব জানতে চাইছি। ছেলেমেয়েরা জর্জ আর ফিলিপ্সের নাম প্রস্তাব করল। জর্জ ভাল ড্রয়িং করতে পারে। ফিলিপ্সের লেখার দিকে ভাল হাত আছে। আলোচনা হবার পর জর্জ নিজেই বলল যে ফিলিপ্স্ সম্পাদক হবার উপযুক্ত এবং সে নিজে তার সহযোগী হয়ে কাজ করবে। সভায় তার প্রস্তাব গৃহীত হল সর্বসম্মতিক্রমে। রায়া নামে একটি মেয়ে সাংস্কৃতিক কর্মী নির্বাচিত হল। তারপর সোভিয়েটের সভ্যেরা বাদে সবাই সভাস্থল ছেড়ে চলে গেল।

ট্রুপ সোভিয়েট স্থির করল যে প্রত্যেক মাসে তাদের একটি করে দেয়ালপত্রিকা বেরুবে এবং একটি বিশেষ সংখ্যা বেরুবে ২১শে জানুয়ারী—লেনিন স্মৃতি দিবসে। রায়া বলল সে কিছু দিনের ভেতরেই তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলবে। প্রত্যেক ইউনিট দলপতিদের বলা হল—তারা যেন এই মাসের কর্মতালিকা আসছে সপ্তাহের মধ্যেই তৈরী করে ফেলে।

কমরেড, ছোটদের রঙ্গমঞ্চে একটা নতুন বই দেখানো হচ্ছে, আপনার জন্যে টিকিট কিনবো কি? পায়োনিয়রদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে রায়া জিজ্ঞেস করল।

নিশ্চয়ই, খুব খুশির সঙ্গে। জবাব দিলাম।—কত দিতে হবে টিকিটের জন্যে ?

সব চেয়ে ভাল সিটের দাম এক টাকা চার আনা। মেয়েটি উত্তর দিল। তাকে পয়সা দিতে দিতে ভাবলাম, এখানে টিকিটের দাম কত সস্তা!

ছেলেমেয়েরা বাড়ী চলে যাবার পর শিক্ষকদের ঘরে যেতে যেতে আমি সনিয়াকে বললাম—সনিয়া এদের গাম্ভীর্য দেখে আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেছি। আচ্ছা, এর ফলে এরা অকালপক্ক হয়ে যায় না ?

না, না, মোটেই না। সনিয়া বলল।—দশ বছরের নীচে যারা ক্লাশঘরে তাদের সামান্য কাজ ছাড়া আর কোন কাজ দেয়া হয় না। এই কাজের মধ্যে দিয়েই তারা আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে। এমন কি তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেদের আমরা এমনভাবে কাজ দিই যাতে তাদের ওপর বেশী চাপ না পড়ে। তারা যতটুকু করতে পারে এবং যেটুকু কাজ তাদের নিজেদের গড়বার জন্যে করা দরকার ততটুকু কাজ তাদের দেয়া হয়।

সনিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কোথায় শিক্ষা পেয়েছিলে ?

ওঃ, আমি প্রথম থেকেই এই সংগঠনের মধ্যে আছি। মেয়েটি হাসল যখন আমার বয়স পনের বছর তখন আমি কম্‌সোমলের (ইয়ং কম্যুনিস্ট লীগ) সভ্য। একদল পায়োনিয়র নিয়ে আমি সামাজিক কাজ আরম্ভ করলাম। তার এক বছর পরে যখন আমি বিদেশী ভাষা শিখতে গেলাম তখন এই স্কুলে আমি সপ্তাহে দু বার আসতাম—প্রথমত, পায়োনিয়র নেতারা কি ভাবে কাজ করছে তা দেখাশোনা করতে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজী বলবার অভ্যাস করতে। বিদেশী ভাষা শেখার পর আমি এখানে কাজ নিলাম। আমার জায়গায় যিনি ছিলেন তিনি ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলেন। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করে আমি

পায়োনিয়র নেতাদের কোর্সে যোগ দিই এবং সেখানে এখানকার সুবিধে অসুবিধে আলোচনা করে নির্দেশ নিয়ে আসি। প্রধান কথা হল ছোটদের কাছে আমাদের অগ্রজ কমরেডের মত ব্যবহার করতে হবে যাতে তাদের সময় যতটা সম্ভব উপযুক্ত কাজে ব্যয়িত হতে পারে। ক্রমশ দেখতে পেলাম, পায়োনিয়রদের পরিচালনা করার ক্ষমতা সনিয়ার অসামান্য। ছোট বড় প্রত্যেক ছেলেমেয়ের সঙ্গেই সনিয়া খুব অন্তরঙ্গ। তারা সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। সনিয়া দুর্বলতা বা উচ্ছ্বাস দোষদুষ্ট নয়। দরকার পড়লে সে ছেলেদের কঠোর সমালোচনা করে। কিন্তু তারা কখনও অসুবিধেতে পড়লে সনিয়া মন দিয়ে তাদের কথা শোনে এবং তার প্রতিকার করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে তার বিস্মৃতি বা সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়ে তার সঙ্গে অন্য কর্মচারীদের মতানৈক্য হয়। সময়মত বা নিয়মিত খবর না পাওয়ার দরুণ কেউ কেউ মিটিঙে যোগ দান করতে পারে না। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে জন্যে তারা সনিয়ার সমালোচনা না করে পারে না। কিন্তু তার অকপট ত্রুটি স্বীকারের পর অসন্তোষের মেঘ কেটে যায়। সনিয়া শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে, আলোচনা করে কাজ করতে চেষ্টা করে যাতে অনৈক্য বা অসন্তোষ সৃষ্টি না হয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে পায়োনিয়র সংঘ একটা প্রকাণ্ড শক্তিশালী শিক্ষা-মূলক সংগঠন যা শিক্ষকদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে ছেলেমেয়েদের সন্তোষজনকভাবে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ক্রমশ আমি যতই আমার কাজে অভ্যস্ত এবং সোভিয়েট শিক্ষার রীতিনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিলাম ততই বুঝছিলাম যে শিশুদের জীবনে এবং প্রসঙ্গক্রমে বাবা মার জীবনেও সোভিয়েটের শিক্ষকেরা কী জরুরী ভূমিকায়ই না অবতীর্ণ হচ্ছেন!

সারা শিশুসমাজকে শিক্ষিত করে তোলবার গুরুদায়িত্ব এখানকার শিক্ষকদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে যাতে তারা বড় হয়ে নতুন সমাজের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে জগতে স্থান পেতে পারে। একমাত্র পুঁথিগত বিদ্যেই সমস্ত নয়, একজন শিক্ষককে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও পারদর্শী হতে হবে যাতে ছেলেদের মন্দ-ব্যবস্থাপন বা উন্নতির পথে বাধাবিঘ্ন হলে তার প্রতিকার করা যায়। একজন শিক্ষককে প্রকৃতপক্ষে 'জ্ঞানভাণ্ডার' হতে হবে। তাকে জানতে হবে সমস্ত পৃথিবীতে বিশেষত সোভিয়েট ইউনিয়নে কি কি নতুন কৃতিত্ব অর্জন করা হয়েছে। তাকে জানতে হবে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজনৈতিক কাঠামো কি, কারা সেই ইউনিয়নের শাসনকর্তা, কি তার উৎপাদন পরিকল্পনা—কি ভাবে তার রাজনীতি কার্যকরী হয়। সংক্ষেপে, সোভিয়েটের প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতিদিন কিছুটা করে পড়াশোনা করতে হয় নইলে ছোটদের কাছে, যারা খবরের কাগজ পড়ে, বিশ্বের ঘটনাবলী সম্বন্ধে খবরাখবর রাখে, তাদের কাছে পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা প্রতিনিয়ত লেগে রয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীতে এক বছর কাজ করা কালে আমার শুধু অনেকগুলি মনোগ্রাহী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও শিক্ষালাভই হয়নি, কতকগুলি ছেলেদের নিয়ে অসুবিধেতেও পড়তে হয়েছে। তাদের বাড়ীর অবস্থা ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী জানার পরই আমি সেই সব ছেলেদের ঠিক পথে চালনা করে ভাল ছাত্র করতে কৃতকার্য হয়েছি।

মোটের ওপর আমার ক্লাশের স্তর বেশ উঁচুই ছিল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই খুব বুদ্ধিমান এবং নতুন জিনিস শেখা সম্পর্কে উৎসাহী। পাঠ সম্বন্ধে তাদের প্রশ্নের শেষ ছিল না এবং যখন সে বিষয় নিয়ে আলোচনা হত তখন আর তাদের কাছে কোন জিনিস অস্পষ্ট থাকতো না। পৃথিবী কি ভাবে এগোচ্ছে সে সম্বন্ধেও তাদের ধারণা সুস্পষ্ট।

অবিশ্যি তারা যখন উত্তেজিত হয়ে উঠত তখন পৃথিবীর যে কোন দেশের সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মতই ব্যবহার করতো তারা।

লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক বা অন্য কোন ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে আগত ছেলেমেয়েদের এখানে বিশেষ অসুবিধে হয় কারণ শিক্ষকদের সম্বন্ধে সোভিয়েট ছাত্রেরা কি মনোভাব পোষণ করে তা তারা জানে না। যাকে তারা 'কানভরা' বা শৃঙ্খলাভঙ্গ করা বলে মনে করে সোভিয়েট ছাত্রদের তা করতে দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে যায়। মাস্টারদের সামনে সভায় বসে একজন আর একজনকে নির্মমভাবে সমালোচনা করবে বা মাস্টারদের কাছে গিয়ে কানে তুলবে যে ছুটির সময়ে দু-জন ছাত্র পরস্পরে ঝগড়া করছিল—তা নবাগতরা ভাবতেই পারে না। তারা ক্রমশ বুঝতে পারে যে এখানে ছাত্র এবং শিক্ষক একযোগে সংস্কৃতির স্তর উঁচুতে তোলবার চেষ্টা করছে। শাস্তি দিয়ে এখানে ছেলেদের সংশোধন করতে হয় না—স্বাধীন এবং নির্ভীক সমালোচনার মধ্যে দিয়েই তারা নিজেদের দোষ ত্রুটি কাটিয়ে ওঠে।

প্রকৃত সমালোচনার সঙ্গে 'কানভরা'র কি প্রভেদ তা বুঝে উঠতে তাদের কিছু সময় লাগে। দুটো সমবয়সী ও সমশক্তিমান ছেলের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হলে তারা সমালোচনা করে না কিন্তু একজন বয়স্ক ছেলে কোন ছোট ছেলেকে আক্রমণ করলে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়—হাস্যচ্ছলে যদি কেউ কাউকে উত্যক্ত করে তাহলে কোন আপত্তি করে না কিন্তু বিদ্বেষবশত বিরক্ত করলেই তীব্র সমালোচনা করে—এইখানেই সৃষ্টি হচ্ছে ন্যায়পরতার নতুন সংহিতা।

আমার পথে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হলেই আমি অধ্যক্ষ, কমরেড হল্যাণ্ড ও সোভিয়েট ইউনিয়নের শিশুশিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। যদিও ছোটদের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা

থেকে আমি যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছি, তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে কোন সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে আমাকে নির্দেশ নিতে হয়েছে। যেমন, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করার সময়ে কতটা স্বাধীনতা দেয়া প্রয়োজন কারণ তাদের শাস্তি দেয়া সোভিয়েটে নীতিবিরুদ্ধ।

রেমণ্ডকে নিয়ে প্রথমে আমি অসুবিধেতে পড়লাম কারণ আপাত দৃষ্টিতে তাকে অলস ও শ্রমবিমুখ বলেই মনে হয়। প্রশ্ন করলে সাধারণত সে জবাব দেয়—'আমি জানি না,' যেন জানা বা না জানা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্কুলের পর তার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বললাম এবং কয়েকটা বিষয়ে তাকে পরীক্ষা করলাম। অঙ্কে তার পারদর্শিতা দেখে জিজ্ঞেস করলাম—ক্লাশে অন্যান্য বিষয়েও এমনি মনোযোগ দাও না কেন?

ছেলেটি জবাব দিল—তাতে আমার কী লাভ? বড় হলে আমি উড়োজাহাজের নক্সা আঁকবো। আমার কেবল মাপতে জানলেই হল এবং তা আমি বেশ ভালভাবেই জানি।

রেমণ্ডের মাকে ডেকে পাঠালাম। তিনিও ছেলের উড়োজাহাজ সম্বন্ধে আগ্রহের কথাই বললেন। বাড়ীতেও সে সারাক্ষণ নানারকম মডেল তৈরী করে যার ফলে তাকে দিয়ে বাড়ীর কোন রকম কাজ করানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। যত আগ্রহ তার উড়োজাহাজ সম্বন্ধে।

এই নিয়ে রেমণ্ডের সঙ্গে আমি আরও কথা বললাম। জিজ্ঞেস করলাম সে কেন স্কুলের উড়োজাহাজের মডেলশিক্ষা বিভাগে যোগ দেয় না? সে বলল—ওরা যা শেখায় তা খুব সহজ। ও সমস্ত আমার জানা আছে। বললাম, তুমি জেলা টেকনিক্যাল কেন্দ্রে যোগ দাও। তাতে সে রাজী হল।

আমি বললাম—রেমণ্ড, তুমি যদি উড়োজাহাজের ভাল নক্সা আঁকতে

শিখতে চাও তাহলে তোমাকে ভাল করে অঙ্কও শিখতে হবে। এমন কি ডেসিম্যাল ও ফ্র্যাকশনের সাহায্যে কি ভাবে গুনতে হয় তাও তোমার জানা উচিত। কোন্ কোন্ জায়গা দিয়ে তোমার উড়োজাহাজ যাবে এবং সেখানকার আবহাওয়া কি তা জানতে হলে তোমাকে ভূগোল আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান না শিখেও উপায় নেই। তুমি কি মনে করো না যে তোমার একজন পুরোদস্তুর শিক্ষিত লোক হওয়া উচিত? যাই হোক, কাল স্কুলের পর আমরা জেলা টেকনিক্যাল কেন্দ্রে গিয়ে তোমার নাম লিখিয়ে আসবো। সেজন্যে মাকে বলে দিও তোমার বাড়ী ফিরতে দেরী হবে।

রেমণ্ড চলে যাবার পর আমি টেকনিক্যাল কেন্দ্রে টেলিফোন করে উড়োজাহাজের মডেল বিভাগের অধ্যক্ষকে সংক্ষেপে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বললাম। তিনি শুনে আশ্বাস দিলেন যে ছেলেটির যা দরকার তা তিনি সমস্তই ব্যবস্থা করে দেবেন।

ধীরে ধীরে টেকনিক্যল কেন্দ্রের গ্রুপ লিডারের সহযোগিতায় রেমণ্ড ক্লাশে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগল। তারপর স্কুলের উড়োজাহাজের মডেল-নির্মাণ বিভাগে রেমণ্ডকে সম্পাদকের পদ দেয়া হল। সেখানে সে সপ্তাহে দু দিন করে যায়। ক্লাশের আরও কয়েকটি ছেলেকেও সে সেই বিভাগে নিয়ে গেল। রেমণ্ড গর্ব অনুভব না করে পারলো না যে বিভাগে তার স্থান হল লিডারের নীচেই। যাতে যন্ত্রপাতি ঠিক থাকে এবং গ্রুপ সভ্যেরা সময়মত ক্লাশে আসে সে দিকে সে বিশেষ করে নজর দিত। প্রকৃতপক্ষে আমি দলপতির মুখে শুনলাম যে সে একজন যোগ্য সম্পাদক। আসল কথা অন্যান্য ছাত্রদের মতই সে যত্ন নিয়ে পড়াশোনা করতে লাগল। সে বুঝতে পারলো যে তাকে পারদর্শী ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে একমাত্র মাপতে জানলেই

চলবে না, অন্য শিক্ষণীয় বিষয়েও তাকে জ্ঞানার্জন করতে হবে।

জর্জ আরেকটি দুরূহ ছাত্র। সে দেরী করে স্কুলে আসে, বাড়ীতে পড়াশোনা করে না, সমস্ত কমরেডকে বিরক্ত করে। ক্লাশের কয়েকজন ছাত্র প্রস্তাব করল যে তার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে একটা সভা ডাকা হোক। স্কুলের পর আমরা তার ব্যবস্থা করলাম। এরা কি ভাবে সভার কাজ পরিচালনা করে তা দেখবার কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসল।

চলতি মেয়াদের জন্য এল্‌গা ক্লাশ সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ায়, সে-ই সভা পরিচালনার ভার নিল। প্রথমেই এল্‌গা বলল যে যারা জর্জ সম্বন্ধে উৎসুক নয় তারা অনায়াসে বাড়ী যেতে পারে কারণ এ সভা একটা জরুরী বিষয় আলোচনা করবার জন্যে ডাকা হয়েছে। সুতরাং এখানে গোলযোগকারীর স্থান নেই। সবাই স্থির হয়ে বসে রইল।

জর্জ আমাদের লাল নিশান পাবার সমস্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে। এল্‌গা বলতে আরম্ভ করল। ওর জন্যেই এ সপ্তাহে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর চেয়ে দু পয়েণ্টে পিছিয়ে গেছি। ও বাড়ীতে নিজের পড়া করে না। ওর তোয়ালে সাবান কিছুই নেই। খাওয়ার আগে ও পরের তোয়ালে, সাবান ব্যবহার করে। কমরেডদের সঙ্গেও ও অতি রূঢ়ভাবে কথা বলে। জর্জ সম্বন্ধে এখানে আমরা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো সুতরাং আলোচনা হওয়া দরকার। তোমাদের মধ্যে কে আগে বলতে চাও?

ভোভা উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমার মনে হয় ওকে দোষ সংশোধন করবার জন্যে পাঁচ দিন সময় দেয়া উচিত। যদি তার মধ্যেও সে নিজেকে শোধরাতে না পারে তাহলে ওর বাবা মাকে জানিয়ে ওকে ক্লাশ থেকে এক সপ্তাহের জন্যে বের করে দেয়া উচিত। এবং চাপ দেয়া উচিত যাতে সে বাড়ীতে পড়াশোনা করে।

এ্যালেক নামে একটি শান্তশিষ্ট ছেলে বলল—আমার মনে হয় ক্লাশে জর্জের প্রতি নজর না দিলেই ভাল ফল হবে। ও আবোল তাবোল কথা বললে কেউ কেউ ওর কথায় হাসে এবং তাতে ওর অভ্যাস আরও নষ্ট হয়ে যায়। আমি রোজ স্কুলে আসার আগে ওর বাড়ীতে গিয়ে পড়া শোনা দেখে আসবো—ও কিছু পড়ছে কি না? তাছাড়া ক্লাশেও আমি ওর পাশে বসবো। আমার মনে হয় আমাদের মাস্টার যদি জর্জের বাবা মার কাছে আজকের এই সভা এবং ওর সম্বন্ধে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সে বিষয় উল্লেখ করে একটা চিঠি দেন তাহলে ভাল হয়।

রায়া বলল—ও ইচ্ছে করলে কিন্তু ভালভাবে কাজ করে। আমাদের দেয়ালপত্রিকা বের করা সম্বন্ধে ও কি ভাবে সাহায্য করেছে তা দেখলেই বোঝা যাবে। ও কতকগুলো ভাল ছবি এঁকে দিয়েছে। এ থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে ওকে যতটা খারাপ মনে হয়, ততটা নয়।

ইউজিন বলল—জর্জ একজন খারাপ বন্ধুর সঙ্গে মেশে। আমি একদিন ওর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, সেদিনই ঐ ছেলেটিকে ওর কাছে আসতে দেখলাম। সে জর্জকে পরের দিন স্কুলে না গিয়ে তার সঙ্গে বেরুতে অনুরোধ করছিল। আমি তাকে বললাম আমি নিজে একজন পায়োনিয়র—আমি এমন কাজ কখনও করি না। পরে তাকে আরও বললাম যে এ কথা আমি ইউনিট সভায় তুলবো। কিন্তু জর্জ প্রতিশ্রুতি দিল যে সে আর ঐ ছেলেটির সঙ্গে মিশবে না তাই আমি আর কিছু বলিনি। চিন্তিত হয়ে জর্জ বলবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো—আমি আর ঐ ছেলেটির সঙ্গে মেলামেশা করি না। আমাকে আপনারা সুযোগ দিন। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি নিজের ত্রুটি সংশোধন করব। আমি যখন ঐ ছেলেটির বন্ধু ছিলাম তখন আমি পড়তে চাইতাম না। ছেলেটি আমাকে সিনেমায় যেতে, বেড়াতে যেতে ডাকতো তাই বাড়ীতে আমি

লেখাপড়া করতে পারতাম না। একটা বদ অভ্যাসে পড়ে গিয়েছি তাই তা থেকে মুক্ত হতে পারছি না। আমি কথা দিচ্ছি আমি নিজেকে সংশোধন করব। আমি এবার থেকে ক্লাশে এ্যালেকের পাশে বসবো যাতে খারাপ ব্যবহার করতে না পারি।

আরো কিছু আলোচনা হবার পর এ্যালেকের প্রস্তাব গ্রহণ করা হল এবং আমাকে বলা হল আমি যেন জর্জের বাবা মার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের কাছে এ সম্বন্ধে সবিস্তারে উল্লেখ করি। সভা ভাঙল। আমি জর্জের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে থামলাম। দেখলাম, এক টুকরো কাগজের ওপর সে কি আঁকছে। আঁকার ব্যাপারে তার ক্ষমতা আছে। বললাম—আমি জানি, তুমি আঁকতে খুব ভালবাসো।

নিশ্চয়ই, সমস্ত কিছুর চেয়ে আঁকতে আমার ভাল লাগে। জর্জ উত্তর দিল।

তুমি শিল্পী-চক্রে যোগ দিলেই পারো ?

আমি বহু দিন থেকেই জেলা আর্ট স্কুলে যোগ দিতে চাইছি কিন্তু আমি খারাপ মার্ক পাবার দরুণ সনিয়া আমাকে সুপারিশ করে চিঠি দিতে চায় না।

আচ্ছা আমরা এক কাজ করি। আমি বললাম।—তুমি এই সপ্তাহে ভাল ব্যবহার করো এবং পড়ালেখায় ভাল ফল দেখাও তাহলে আমি সনিয়াকে এ বিষয়ে বলবো। তুমি রাজী আছো এতে ?

জর্জের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল—আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে নিজেকে উন্নত করে আমি আর্ট স্কুলে যোগ দেব। স্থির সংকল্প নিয়ে জর্জ বাড়ী ফিরে গেল।

সেই দিন থেকে জর্জ শুধরে গেল। অবিশ্যি তার উত্থান পতন হয়নি তা নয়। এ্যালেকের বন্ধুচিত সাহায্যে ও আমার চেষ্টায় তার শিক্ষার

ওর উঁচুতে ওঠবার সুযোগ পেল। সমস্ত ক্লাশের ছাত্ররা তার সঙ্গে খুব ভালভাবে ব্যবহার করলো। পরের সভায় এল্‌গা বল্‌ল—জর্জ তার কথা পালন করেছে। আর্ট স্কুলে সে যোগ দিল—স্কুলের পর সপ্তাহে তিন দিন করে। ক্লাশে সে ভাল ছাত্র বলে পরিচিত হল এবং বছরের শেষে ছোটদের শিল্প প্রদর্শনীতে তার ছবিও স্থান পেল। পায়োনিয়রের ঘরে জর্জের চারকোল দিয়ে আঁকা স্টালিনের একটা সুন্দর ছবি টাঙানো হল। ছবিটা জর্জেরই নিজের উপহার দেয়া।

জর্জের মাকে ডেকে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। দেখলাম তিনি জর্জ বা তার বন্ধুদের নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি একটু খামখেয়ালী স্বভাবের। তিনি কথা দিলেন এবার থেকে তিনি বাড়ীতে জর্জের পড়াশোনা দেখবেন এবং সে কোন্ কোন্ ছেলের সঙ্গে খেলা করে তার প্রতিও নজর রাখবেন। তাছাড়া তাঁকে ঐ খারাপ ছেলেটির স্কুলের নম্বর সংগ্রহ করতে বললাম। তাহলে সেখানকার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে আমি সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলতে পারি যাতে ক্লাশে ছেলেটিকে উচিত শাসনের মধ্যে রাখা হয়।

জর্জের প্রতি ক্লাশের ছাত্রদের মনোভাব দেখে আমি সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। সাধারণত ছোটরা বড়দের চেয়ে পরস্পরকে রূঢ়ভাবে বিচার করে কিন্তু এখানে দেখলাম কোন কমরেড খারাপ কাজ করলে অন্য কমরেডরা তার ভাল গুণের প্রশংসা করে; তাকে অব্যাহতি দিতে চায়। তারা কাউকে তাদের একতার খ্যাতি নষ্ট করতে দিতে রাজী নয়। আমাদের 'সমস্যা' জিমির ঘটনা থেকেই তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

বহুদিন থেকে আমি জিমিকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। অন্য ছেলেদের বেলায় আমার তেমন কোন অসুবিধে হয় নি কারণ আমি

তাদের বাবা মার সহযোগিতা পেয়েছিলাম। এমন কি জর্জের বেলাতেও যদিও তার মা বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন না, তবু তাঁর সঙ্গে কথা বলে ছেলের পড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি করে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম যে তিনি তাঁর কথা রাখবেন। কিন্তু জিমির ব্যাপারে আমরা তার বাড়ীর সমস্যার সম্মুখীন হলাম যার ফলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়ে যাচ্ছিল। যখন আমরা তার বাড়ীর সমস্যার সমাধান করতে পারলাম তখনই দেখলাম আমরা সত্যিকার প্রতিকার করতে পেরেছি।

জিমির এমন কতকগুলি দোষ ছিল যা শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারতো না। বাড়ীতে সে তার পড়া পরের খাতা থেকে নকল করে আনতো, ক্লাশে বসে গোলযোগ করে শান্তিভঙ্গ করতো—যাকে ইংলণ্ডে 'প্রবলেম চাইল্ড' বলা হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তার মুখে এমন একটা বিদ্রোহী ভাব ছিল যার জন্যে আমি তাকে প্রথম থেকেই ভালবাসতাম। হতে পারে এর আংশিক কারণ হল যে আমি তার সঙ্গে খুব সহজে বন্ধুতা স্থাপন করতে পেরেছিলাম।

জিমির মাকে ডেকে পাঠালাম। দেখলাম তিনি অর্ধশিক্ষিতা। তিনি বললেন—বিপ্লবের সময়ে তিনি সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা ছিলেন এবং তারপর স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁর লেখাপড়া হয়ে ওঠে নি। তাঁর স্বামী কয়েক বছর আমেরিকায় ছিলেন সোভিয়েট সরকারের যন্ত্র কেনবার কাজে। তিনিও ছিলেন তার সঙ্গে। ফিরে এসে তিনি নিরক্ষরতা-নিবারণী স্কুলে যোগ দেন। এখন চতুর্থ ক্লাশ শেষ করেছেন অর্থাৎ ছেলের চেয়ে এক ক্লাশ এগিয়ে আছেন। জিমি তাঁর নাগালের বাইরে। তাকে শাসনে রাখাই দায়। জিমি তাঁর কথা শোনে না আর তাছাড়া ইংরেজী ভালভাবে না জানায় তাঁর পক্ষে তার পড়া তদারক করাও সম্ভব নয়। জিমির বাবা খুব ব্যস্ত মানুষ। প্রত্যেক দিন দেরী করে বাড়ী ফেরেন।

আমি জিমিকে ডেকে তার সামনে মাকে বললাম যে তিনি সপ্তাহে একদিন স্কুলে এসে ছেলে বাড়ীতে কি ভাবে ব্যবহার করছে তার একটা রিপোর্ট দিয়ে যাবেন। আরও বললাম, জিমির বাবা পরের সপ্তাহে এসে আমার সঙ্গে যেন দেখা করেন কিংবা অন্তত টেলিফোন যোগে কথা বলেন।

অধ্যক্ষকে বললাম তিনি যেন জিমির বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কালে উপস্থিত থাকেন। তিনি বললেন তিনি নিজেই তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন। জিমির বাবা দেখা করতে এলে পর আমি মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনলাম ও মাঝে মাঝে আলোচনা করলাম। সোভিয়েট কর্মীদের পারস্পরিক সরলতা আমার মনে গভীর দাগ কেটে গেল।

অধ্যক্ষ তাঁকে ছেলের প্রতি অবহেলা করার দরুণ দোষী করলেন এবং বললেন যে বাবা হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করছেন না।

তিনি জোর করে বললেন যে সপ্তাহে কয়েকদিন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে ছেলের পড়ালেখার দিকে তাঁর দৃষ্টি দেয়া উচিত এবং তার সঙ্গে কথা বলা উচিত। অধ্যক্ষ মনে করিয়ে দিলেন যে তিনি যেন সপ্তাহে একবার ফোন করে এখান থেকে জিমির রিপোর্ট জেনে নেন।

আপনি যদি ছেলে সম্বন্ধে বেশী আগ্রহ না দেখান তাহলে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে খবর দেব যাতে আপনাকে জরুরী কাজ থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি দেয়া হয়।

জিমির বাবা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি কথামত কাজ করবেন। অবিশ্যি এ অবস্থায় তাছাড়া আর কীই বা বলতে পারেন? তাঁর সঙ্গে ঠিক করলাম যে পরের সপ্তাহে আমি তাঁদের বাড়ী যাবো কারণ জিমি বাড়ীতে কি করে না করে তা দেখতে চাই।

এই সাক্ষাৎকারের পরই যে সমস্ত গোলযোগ মিটে গেল তা নয়।

সফল হতে আমাদের কয়েক মাস লাগল। জিমিকে নিয়ে আমার আরও নতুন অসুবিধে ও তার সঙ্গে আমার ব্যবহারের কথা আমি পরবর্তী পরিচ্ছেদে লিখেছি। কিন্তু তার বাবার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার অন্য এক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে আমার খুব ভাল লাগল। কারণ এ থেকে জানা গেল সোভিয়েটের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে আর জড়িয়ে রয়েছে বাবা মার সঙ্গে শিশুর সঙ্গে, এমন কি তার পরিবেশের সঙ্গেও। কারণ সোভিয়েট স্কুল হল সমাজের একটা পূর্ণ অংশ। তাই সমাজের কাজ হল শিশুর লালনপালন ও ভবিষ্যৎগঠনের মধ্যে অংশ গ্রহণ করা। এ বিষয়ে যতটা দায়িত্ব স্কুলের ততটা দায়িত্ব বাপ-মার।

জিমির কেস্ সত্যিই দুরূহ রকমের। বাড়িতে তার ওপর যত্ন না নেয়ার ফলে সে বদ অভ্যাসে পড়ে গিয়েছে—যেমন মিথ্যে কথা বলা, ফাঁকি দেয়া। বাড়ীতে এবং স্কুলে (বাড়ীর ওপরও স্কুল কড়া নজর রেখেছে) কড়া শাসনে রাখার ফলে এবং অবসর সময়ে তাকে নানান্ বিষয়ে নিযুক্ত করে রাখার ফলে তার পরিবর্তন দেখা গেল। তাকে বোঝান হল যে অলসভাবে সময় কাটানো ও উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে খেলাধুলো করা বা ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল তৈরী করা অনেক কাজের।

রেমণ্ড, জর্জ আর জিমির দৃষ্টান্ত থেকেই প্রতীয়মান হবে যে সোভিয়েট স্কুল ছোটদের অসুবিধে বা বদ অভ্যাস সংশোধন করার জন্যে কতদূর আগ্রহ নেয়। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থাপকরা কাউকে 'প্রবলেম চাইল্ড' বলে মনে করেন না। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক শিশুকেই তার পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে সহানুভূতিমূলক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে শোধরানো যায়। যদি যে পরিবেশের মধ্যে সে বাস করে তার পরিবর্তন দরকার

হয় তাহলে তা অবশ্য করণীয়—এবং তা একমাত্র সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভব। কারণ এখানে প্রতিদিন পুরোনো ঘুণধরা ইটের পাঁজরগুলোকে টেনে নীচে নামানো হচ্ছে আর উঁচুতে তুলে ধরা হচ্ছে সংস্কৃতির স্তর। এখানে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যৌথ সংঘের সভ্য হওয়া সত্ত্বেও, তার প্রতি শিক্ষকদের ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি দিতে হয়।

ক্রমে ক্রমে আমি অনুভব করলাম যে আমাদের ক্লাশের আবহাওয়া শান্ত হয়ে এসেছে। সবাই যে যার কাজে মন দিয়েছে। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধন গাঁথা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক করলাম এবার থেকে প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ীতে গিয়ে তার ঘরের এবং বাইরের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখবো। প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে তার নোটবুক দেখার সময়ে মাসে দু বার করে আলোচনা করা শুরু করলাম —কী করে আরও উন্নতি হতে পারে। আলোচনা প্রসঙ্গে নানান্ বিষয় ওঠে। আমাদের ক্লাশ যদি অন্যান্য ক্লাশের চেয়েও ভাল হয়? কী করে হতে পারে? এমনিভাবে নানা রকমের সমস্যার কথা তারা খুলে বলে। সাধারণ বিষয় হলেও আমি মন দিয়ে তাদের কথা শুনি। এতে তাদের বিশ্বাস বাড়ে।

মেয়াদের শেষে আমরা ও চতুর্থ শ্রেণী—লাল নিশান পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। দুই শ্রেণীই লেখাপড়া ও শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারে রেকর্ড রেখেছে। ছাত্রদের উজ্জ্বল মুখেই আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল রেখায়িত হয়ে উঠল।

ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য

স্কুল কর্মচারীদের মধ্যে ডাক্তার এবং নার্স এই দুজন হল সমস্ত সময়ের কর্মী। তাদের অস্ত্র-চিকিৎসালয় নানান্ রকম নতুন নতুন যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো। সেখানে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যের ইতিহাস অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লিখে রাখা হয়।

ডাক্তারের কাজ হল প্রত্যেক দিন সকালে স্কুল পরিদর্শন করা—নিজের হাতে পরীক্ষা করে দেখা কোথায় কোন্ আলমারীর ওপর, কোন্ ছবির ফ্রেমের ওপর ধুলো জমে আছে। তার আরেকটা কাজ হল স্যানিটারি ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা। ছেলে-মেয়েদের খাবার সময়ে তিনি আহার্য চেখে দেখেন যে সেগুলি সুস্বাদু হয়েছে কিনা, তাকে প্রতিদিনকার নোট খাতায় লিখতে হয় এবং অধ্যক্ষ তা পড়ে দেখার পর সই করে দেন।

ডাক্তার এবং নার্স ছোটদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। সমস্তক্ষণ তারা দলে দলে হাসপাতালে এসে হাজির হয়—কারো আঙুল কেটে গেছে—কারো চোখে কি হয়েছে, কারো বা কোথাও সামান্য ব্যথা করছে। কারো সত্যি; কারো কাল্পনিক। সমস্ত রোগীকে এখানে রীতিমত যত্ন নিয়ে দেখা হয়। তাদের মনে করিয়ে দেয়া হয় যে এখানে এসে তারা উচিত কাজই করেছে। আমি দেখেছি সামান্য কিছু হলেই ছেলেমেয়েরা ক্লাশে যোগ দেবার আগে হাসপাতালে যাবার ফলে অনেক সময়ে তারা ভয়ানক রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আবার অলস ছাত্রেরাও পড়া থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে মাথাধরার

অজুহাতে হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অধিকাংশ সময়ই তারা পরীক্ষায় ধরা পড়ে গিয়েছে। ফলে বহুচিত উপদেশ নিয়ে তাদের ফিরে যেতে হয়েছে ক্লাশে।

আমি স্কুলের কাজে যোগ দেবার কিছু পরে আমার ক্লাশের দুটি মেয়ে স্টেলা আর ইভা আমাকে একদিন বলল, নার্স তাদের ক্লাশের স্যানিটার করবে বলে সম্মতি জানিয়েছে। তাদের কাজ হল ঘরে দরকারমত হাওয়া চলাচল হচ্ছে কি না তা দেখাশোনা করা কারণ জানুয়ারী মাসে বাইরেকার তাপ ত্রিশ ডিগ্রী হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায় এবং সে সময়ে ঘরের জানলা খোলা অসম্ভব। তাছাড়া তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি তদারক করা—যাতে প্রত্যেকে খাওয়ার আগে নিজের নিজের জিনিস পায়—প্রত্যেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে ক্লাশে আসে এবং মেঝে পরিষ্কার করে রাখা হয়। এ ছাড়া তারা প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করে নার্সদের প্রাথমিক চিকিৎসা-চক্রের মিটিঙে অন্যান্য স্যানিটারদের সঙ্গে যোগ দেয়। এক একদিন এক একজন স্যানিটার ছুটির সময়ে অস্ত্র চিকিৎসালয়ে নার্সদের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়েদের ঘা, কাটা ইত্যাদির চিকিৎসা করে।

এই প্রাথমিক চিকিৎসা-চক্র থেকে প্রতি মাসে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের ওপর একটা করে কাগজ বেরোয়। তাতে কলেয়া, জর্জ এবং অন্যান্য ছাত্রশিল্পীদের ভাল ভাল কার্টুন থাকে। কোন কোন সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে কমিসেরিয়ট অব হেল্‌থ থেকে সংগৃহীত মনোগ্রাহী চিত্রও ছাপা হয়। কোন কোন সংখ্যা ছোটদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আবার মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক ছবির মধ্যে দিয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হয় যা যে কোন বক্তৃতার চেয়ে বেশী কার্যকরী।

অস্ত্র চিকিৎসালয়ের দেয়াল নানা রকম চিত্র দিয়ে ছেয়ে রাখা হয়েছে— কী করে সর্দি কাশি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সকালে কী কী কসরৎ করা উচিত, হাড় ভেঙে গেলে কী উপায়ে তার প্রতিকার করা যায়— ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উপদেশ।

নার্স এবং ডাক্তার আরও দুটো চক্র পরিচালনা করেন—একটা বড়দের, অন্যটা ছোটদের। সেখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা পরীক্ষার জন্যে শিক্ষা দেয়া হয়। পরীক্ষা শেষে উত্তীর্ণ হলে তারা ব্যাজ পায়। অধিকাংশই সে ব্যাজ কোটে বা জ্যাকেটে পরে।

ইঙ্গ-মার্কিন স্কুলে চার বছর কাজ করা কালে আমি কাউকে রোগগ্রস্ত হতে দেখি নি। অন্য যে কোন দেশের চেয়ে এখানকার ক্লাশে ছাত্রদের উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এর প্রথম কারণ হল এখানে বিশেষ যত্ন নিয়ে ডাক্তারেরা রোগকে অঙ্কুরে বিনাশ করার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় কারণ হল কেউ রোগাক্রান্ত হলে সময় মত তার বিধিব্যবস্থা করা হয়।

আমার ক্লাশের একটি ছেলের ঘটনার কথা মনে আছে। স্কুলে এসে ক্লাশ বসার আগেই ছেলেটি মাথাধরার দরুণ ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার দেখলেন, তার জ্বর হয়েছে—মুখ চোখ করমচার মতন লাল। ছেলেটিকে অস্ত্র চিকিৎসালয়ে আটক রাখা হল। সকলের সঙ্গে তার দেখাশোনা বন্ধ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল তার হাম হয়েছে। তাড়াতাড়ি ফিভার হাসপাতালে টেলিফোন যোগে খবর দেয়া হল। এ্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে গেল এলিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা-মার কাছেও খবর পাঠান হল। হাসপাতাল থেকে সংক্রামক রোগমুক্ত বলে ছুটি দেয়ার পর এলি আবার ফিরে এল স্কুলে।

এলি হাসপাতালে চলে যাবার পর সন্ধ্যেবেলা জেলা স্বাস্থ্য বোর্ড থেকে

লোক এসে সমস্ত স্কুলঘরটা ওষুধ দিয়ে শুদ্ধ করে দিয়ে গেল এবং পরের দিন থেকে ক্লাশের কাজ আগের মতই চলল। সেই মেয়াদে আর কারো হামজ্বর হয়নি। যখনই কারো মধ্যে সংক্রামক রোগ দেখা দিয়েছে—তখনই তা এইভাবে রোধ করার ফলে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

কোন ছাত্রের দুর্বলতা ধরা পড়লে বা তার বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হলে স্কুলের ছুটির পর তাকে জেলা শিশু পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরীক্ষার পর সে বিশেষ চিকিৎসার সুবিধে পেয়ে থাকে। ছুটির সময়ে দুর্বল-স্বাস্থ্য শিশুদের পাঠিয়ে দেয়া হয় ছোটদের স্যানাটোরিয়াম (আরোগ্যগৃহ)। স্বাস্থ্যলাভ করে এসে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে স্কুলের পড়ায় যোগ দেয়। শুধু তাই নয়—ফিরে আসার পর তাদের চিকিৎসা পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। যারা আরোগ্যলাভ করেছে তাদেরও পরীক্ষা করে দেখা হয় মাঝে মাঝে।

হাসপাতালে সমস্ত রকম চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হয়। তাও যে কোন দেশের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের। ছোটদের ক্লিনিক, হাসপাতাল, দাঁতের ক্লিনিক, আরোগ্যগৃহ—শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে প্রত্যেকে সমান-ভাবে তার কর্তব্য করে যাচ্ছে। সোভিয়েট চিকিৎসার মূলকথা হল—আরোগ্যের চেয়ে প্রতিষেধন বাঞ্ছনীয় কিন্তু যখন চিকিৎসার প্রশ্ন ওঠে তখন তা সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়াই উচিত।

স্কুলে এই সম্বন্ধে প্রবল প্রচারকার্য চালানোর ফলে বাপ মায়েরা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জীবনযাপন করতে শেখেন। এখনও অনেক বাপ মার চালচলনের মধ্যে প্রাক-বিপ্লব যুগের কুসংস্কার ও বদ্অভ্যাস রয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের সাহায্যে সেগুলি সংশোধনপ্রাপ্ত হয়। ছেলে-মেয়েরা শীতকালে শোবার সময়ে একটা ছোট জানলা খোলা রেখে

ঘুমোয়, নিয়মিতভাবে দাঁত মাজে, আলাদা তোয়ালে ব্যবহার করে, ঠিকমত কাপড় বদলায়। ছেলেমেয়েদের জেদের ফলে বাপ-মায়েরা স্কুল-ডাক্তার ডাকা মাত্র আসতে বাধ্য হন এবং ডাক্তারের কথা অনুসারে চলতে যত্নবান হন। একদিন স্টেলা এসে বলল—ঠাকুমা, আমাকে খেলা-ধুলোর পর কাপড় বদলাতে দিতে রাজী নন। তাঁর ধারণা আমার ঠাণ্ডা লাগবে। আমি তাঁকে বোঝালাম যে গরম কাপড়জামা পরে ঘেমে আমি যদি পড়তে বসি তাহলে আমার আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগবে। তিনি বিশ্বাস করলেন না। তাই বললাম আমাদের স্কুল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে। অবিশ্যি আমার ঠাকুমার এ সব কথা জানবার নয়। তিনি তো কোন দিন স্কুলে যান নি। কাজে কাজেই তিনি এ সব বোঝেন না। চতুর্থ শ্রেণীর একজন ছাত্র একদিন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা কমরেড বলতে পারেন বাবার সিগারেট খাওয়া কী করে বন্ধ করতে পারি? প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পড়েছি যে ধূমপান করা খুব অস্বাস্থ্যকর। অবিশ্যি আমিও জানতাম যে ধূমপান করা খারাপ এবং পায়োনিয়ররা কখনও ধূমপান করে না কিন্তু এখন জানতে পেরেছি এর কারণ কি? আমি আজ বাবাকে এ বিষয়ে বলবো। কিন্তু কি বললে তিনি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেবেন বলতে পারেন?

তাঁকে তোমার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বইখানি দেখিও এবং বোলো তোমার শিক্ষয়িত্রী কি বলেছেন। তাছাড়া এই ছবিগুলো দেখিও—যে সিগারেট খেলে ফুসফুসের অবস্থা কি হয়। ছবিগুলো তোমাকে আমি একদিনের জন্যে ধার দেব।

নিশ্চয়ই সিডনীকে বাবার সঙ্গে এ নিয়ে অনেক কথা বলাবলি করতে হয়েছে। কিন্তু সে যে বড় হয়ে ধূমপান করবে না—তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। স্কুলে খেলাধুলো ও শরীরচর্চার দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়।

সপ্তাহে একবার করে শরীরচর্চা সম্বন্ধে পাঠ নেয়ার পর ছাত্রেরা নানান্ রকম খেলাধুলোয় যোগ দিতে পারে। আমাদের স্কুলের ক্রীড়া-চক্রের অনেক রকম বিভাগ আছে যেমন—সাঁতার, মল্লক্রীড়া, স্কীয়িং, স্কেটিং, ব্যায়ামচর্চা এবং আরেকটি বিভাগ যেখানে একদল ছাত্র "পরিশ্রম ও আত্মরক্ষা" ("Be Ready for Labour and Defence" Badge) ব্যাজ পাবার পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়। তাদের খেলাধুলো সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছু শিখতে হয়।

সাঁতারুরা শীতকালে স্কুলের ভেতরকার পুকুরে এবং গ্রীষ্মকালে মস্কোর বিভিন্ন নদীতে স্নান করে। স্কেটারদের জন্যে উঠোনে জল ভর্তি করে চমৎকার রিঙ্কের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এবং স্কীয়র (ski-er) যারা তারা অনায়াসে যে কোন পার্কে বা স্কীয়িং কেন্দ্রে গিয়ে অবসর সময় যাপন করতে পারে।

গ্রীষ্মকালে ছেলেরা স্কুলের খেলার মাঠে কিংবা পার্ক অব কাল্চারে ভলিবল খেলে এবং দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, সাঁতার, মল্লক্রীড়া প্রভৃতি খেলাধুলোয় সময় কাটায়।

উঁচু ক্লাশের প্রত্যেকটি ছাত্র তার জ্যাকেটে গৌরবের সঙ্গে স্পোর্টস্ ব্যাজ পরে। অবিশ্যি এই ব্যাজ পরীক্ষায় ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে কিছুটা তারতম্য থাকে। কিন্তু খেলার সময়ে দু দলই একসঙ্গে অংশ নেয়। গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প ও স্যানাটোরিয়া প্রভৃতি সমস্তই কমিসেরিয়ট অব হেলথের এলাকার মধ্যে পড়ে। এই সব জায়গায় প্রধান কর্তা হল ডাক্তার যার কথা মেনে চলতে সবাই বাধ্য। গ্রীষ্মকালীন অবসর বিনোদনের পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয় যাতে ছাত্রেরা পূর্ণ বিশ্রাম পায় এবং আসছে বছরে দ্বিগুণ শক্তি ও স্বাস্থ্য নিয়ে লেখাপড়ায় যোগ দিতে পারে।

১৯৩৭ সালে ছুটির সময়ে কৃষ্ণোপসাগরের কাছাকাছি আনাপা শহরে আমার একবার স্যানাটোরিয়া পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছিল। এই সব আরোগ্যগৃহ কেবলমাত্র রোগগ্রস্ত শিশুদের জন্যেই নয়—দুর্বলস্বাস্থ্য শিশুদেরও এখানে চিকিৎসা করা হয়—প্রধানত সেই সব শিশুদের যাদের বিশেষ চিকিৎসার দরকার। আনাপা হল ছোটদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জায়গা। সারাক্ষণ পাহাড়ের চুড়োয় আর সমুদ্রের তীরে শাদা কামিজ আর প্যাণ্ট পরা ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়। তাদের মাথায় কাপড়ের টুপি, পায়ে হাল্‌কা স্যাণ্ডেল।

সমুদ্রতীরে বেশীর ভাগ জায়গা ছোটদের জন্যে দেয়া হয়েছে। সেখানে তারা স্নান করে রোদ পোয়ায়, বালির ইমারৎ তৈরী করে। তাদের প্রত্যেকের চেহারা উজ্জ্বল আর বাদামি। তাদের চোখে মুখে খুশির প্রাচুর্য। যখনই দেখেছি ও কথা বলেছি তখনই মনে হয়েছে তারা আনন্দে আছে। যদিও তাদের অবসর যাপনের পরিকল্পনা আগে থেকে তৈরী করা হয়, তবু তারা নিজেদের ইচ্ছেমত সময় কাটানোর স্বাধীনতা পেয়ে থাকে।

তিন এবং চার বছর বয়সের শিশুদের জন্যে বিশেষ বিশ্রামগৃহের ব্যবস্থা আছে। হাতে হাত দিয়ে তাদের সমুদ্রতীরে বেড়াতে দেখতে পাওয়া যায়, তাদের শিশুকণ্ঠে গানের গুন্‌গুনানি। কয়েকজন তরুণীর নেতৃত্বে তারা এই ভাবে নিজেদের অফুরন্ত অবসর কাটাবার সুযোগ পায়।

সোভিয়েটের বাপ-মায়েদের কাজ হল ছেলেমেয়েদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা। কিন্তু রাষ্ট্র শিশুদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তাদের ওপর মোটেই নির্ভর করে না। শিশুপালনাগারে, কিন্‌ডারগার্টেনে ও স্কুলে কর্মক্ষম ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে। এমন কি পার্ক অব কালচার এ্যাণ্ড রেস্ট-এর প্যালেস্‌ অফ পায়োনিয়রস্‌ ও চিলড্রেন সিটিতেও স্থায়ী

ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে। শিশুদের ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক বা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ডাক্তার ও নার্সের একযোগে কাজ করার ফলে এখানে এমন কি ক্লাশঘরে পর্যন্ত লেখাপড়ার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষাও হয়ে থাকে।

সোভিয়েটের শিক্ষক

১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি উঁচু ক্লাশগুলিতে গণিত শেখাবার ভার নিলাম। আমি যে ক্লাশে ছিলাম তা সাধারণ নিয়ম অনুসারে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে গেল, যদিও তাদের উপদেষ্টা হিসেবে আমিই ভারপ্রাপ্ত রইলাম।

চতুর্থ শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর ফলে আমি স্কুলে সমস্ত বিভাগের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশবার অপ্রতিহত সুযোগ পেলাম এবং আবার নিজের পুরোনো পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষা দেবার সুবিধা পেয়ে খুশিই হলাম যদিও গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি কম শিক্ষা লাভ করিনি।

মেয়াদ শুরু হবার গোড়ার দিকে একদিন আমার জ্যামিতির ক্লাশে কমরেড হল্যাণ্ড ও পরিদর্শক এসে আমার পেছনে বসে নোট নিতে লাগলেন। অধ্যক্ষ, কমরেড হল্যাণ্ড, ছাত্রদের বাপ-মা ও পরিদর্শক—ক্লাশে এঁদের আসা-যাওয়ায় অভ্যস্ত থাকায় আমরা কেউই দর্শকদের প্রতি নজর দিলাম না। পাঠ শেষ হবার পর পরিদর্শক আমার কাছে এসে আলোচনা শুরু করলেন। ইতিমধ্যে রাশিয়ান ভাষা শিখে নেয়ার ফলে আমি তাঁর সঙ্গে অনায়াসে সেই ভাষায় কথা বললাম।

তিনি বললেন—আপনার পড়ানো দেখে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। দেখলাম, নিজের বক্তব্য আপনি অপরকে খুব সহজে বোঝাতে পারেন যদিও আমাদের পদ্ধতি থেকে তা কিছুটা অন্য ধরনের। আমার মনে হয় আপনি শিক্ষকদের গণিতশাস্ত্রের কোর্স বোঝবার মত রাশিয়ান

নিশ্চয়ই জানেন। আপনি ইচ্ছে করলে সে কোর্স নিতে পারেন। কমরেড হল্যাণ্ডের কাছে সমস্ত বিবরণ জানতে পারবেন। তাছাড়া আমি জেলা শিক্ষা কেন্দ্রেও টেলিফোন করে আপনার অঙ্ক শেখাবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলবো। সেখানকার পরিদর্শক নিশ্চয়ই শুনে খুব উৎসাহিত হবেন। আমি আবার দেখা করবো। এখন চলি। বলেই মহিলাটি চলে গেলেন।

এইবার মস্কোর শিক্ষাজগতের সঙ্গে আমার সত্যিকার সংস্পর্শ ঘটল। গত বছর রাশিয়ান ভাষা না জানার ফলে আমার পক্ষে লেকচারে ও সভায় যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠতো না। যদিও আমার সঙ্গে প্রায়ই দোভাষী থাকত বা আমার পাশে বসে কেউ না কেউ সভার মর্ম বুঝিয়ে দিত—তা সত্ত্বেও আমি কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা না বলতে পারার কারণে নিজেকে সভার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারতাম না।

আমাদের পরিদর্শক শিক্ষা-কেন্দ্রে সেই দিনই খবর দেয়ার অল্প সময়ের মধ্যে আমার ক্লাশে জেলা গণিত পরিদর্শক (রাশিয়ানরা inspector এর বদলে instructor শব্দ ব্যবহার করে কারণ পূর্বোক্ত শব্দে প্রাক্-বিপ্লব যুগের অত্যাচারের কথা মনে পড়ে) এলেন। অঙ্কপাঠ শেষ হয়ে যাবার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমি গণিত শিক্ষকদের কাছে আমার ইংলণ্ডের গণিতশাস্ত্র শিক্ষাপদ্ধতি এবং আমার ব্যক্তিগত পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলতে প্রস্তুত আছি কি না? আমি বললাম যে শ্রোতারা যদি আমার দুর্বল রাশিয়ান ভাষায় বিরক্ত না হন, তাহলে আমি বলতে পারি। শেষকালে স্থির হল যে আমাদের রাশিয়ান শিক্ষকদের মধ্যে যিনি ইংরেজী জানেন তিনি আমার কথা রুশীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেবেন পাছে আমি আমার বক্তব্য স্পষ্টভাবে

বোঝাতে না পারি। অবিশ্যি আমি সকলের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেব।

পরিদর্শকের সঙ্গে আরও আলোচনা হওয়ায় জানলাম তিনিই জেলা শিক্ষকদের গণিত কোর্সের শিক্ষকতা করেন। জেলা শিক্ষাকেন্দ্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা অল্প অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তাছাড়া আলোচনার ফলে সিলেবাস্ সম্বন্ধীয় নানান জটিল সমস্যার সমাধান করা হয়।

পরিদর্শক বললেন—আমাদের লক্ষ্য হল ছাত্রদের পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে সর্বোচ্চ শিক্ষা দেয়া। অন্যান্য দেশের মতন আমরা ছাত্রদের কোন মতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাতে পারলেই খুশি হই না। প্রত্যেক ছেলে মেয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা পাওয়া উচিত যাতে সে বড় হয়ে শিক্ষিত নাগরিক হতে পারে। সুতরাং আমরা প্রত্যেক শিক্ষককে সর্বশ্রেষ্ঠ আঙ্গিক ও পদ্ধতি শেখাবার চেষ্টা করি। আমি প্রায়ই বিভিন্ন স্কুলে যাই, তাদের পাঠ দেখি যাতে এই জেলার ত্রিশটি স্কুলে গণিত শিক্ষার কি অবস্থা সে সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হয়। এখানে শিক্ষকেরা পরস্পরে মেলামেশা করে এবং মাঝে মাঝে কোন কোন শিক্ষক 'সাধারণ পাঠের' আয়োজন করে অন্য সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদের নিমন্ত্রণ করে। এই কারণে অধ্যক্ষেরা বছরে কয়েকবার শিক্ষকদের অবসর দেন। আপনি যদি কিছু না মনে করেন তাহলে আমি কয়েকজন শিক্ষককে আপনার পড়ানো দেখতে আসতে বলবো। যদিও তারা ইংরেজী জানে না, তা সত্ত্বেও আমাদের পাঠ্যবিষয় বুঝতে তাদের নিশ্চয় কোন অসুবিধা হবে না।

শিক্ষকদের সভা আমি খুব উপভোগ করলাম। যে রকম গভীর আগ্রহের সঙ্গে সবাই আমার কথা শুনলো এবং আলোচনা করল তাতে মনে হল তারা নিজেদের কাজ সম্বন্ধে কী গভীরভাবে মনোযোগী!

আমরা প্রধানত অঙ্ক শিক্ষার পদ্ধতি, কোন্ বয়সে কোন্ রকম অঙ্ক ছাত্রদের শিক্ষা দেয়ার পক্ষে সুবিধেজনক এবং কোন্ সমস্যার ওপর কতটা সময় দেয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করলাম।
সভার বিস্তৃত আলোচনা নোট করে টাইপ করার জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হল যাতে তা জেলা শিক্ষা-কেন্দ্রের অন্যান্য শিক্ষকদের সাহায্যেও আসতে পারে। এখানে গণিতশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র একটা ঘর আছে।
গণিতশাস্ত্রের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে আমি অনেক কিছু নতুন শিক্ষাপদ্ধতি শিখলাম। এই ভাবে আমাদের স্কুলের অন্য শিক্ষকেরাও বিভিন্ন শিক্ষকদের সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ আছেন। প্রাণীতত্ত্বের শিক্ষয়িত্রী কমরেড এডমণ্ডসের সঙ্গেই আমি প্রথমবার জেলা শিক্ষা-কেন্দ্রে গেলাম। তিনি আমার আসার কিছু পরেই আমাদের স্কুলে যোগ দিয়েছেন। সুতরাং অধ্যাপনা ক্ষেত্রে তিনি নতুন। জেলা শিক্ষা-কেন্দ্র আমাদের স্কুল থেকে মাত্র পনের মিনিটের রাস্তা এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অব এডুকেশনের বাড়ীর ওপর তলায় অবস্থিত। ওপর তলায় কয়েকটি বড় বড় আলোহাওয়াযুক্ত ঘর এবং এক একটি ঘর এক কিংবা দুই পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ। প্রত্যেকটি ঘরে শিক্ষক বা ছাত্রদের তৈরী নানান্ রকম চিত্তাকর্ষক কাজের নমুনা, সমস্ত রকম পাঠ্যপুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা, আদর্শ পাঠের বিস্তৃত টাইপ-করা রিপোর্ট নতুন কাজের মালমসলা সমস্তই রয়েছে—সংক্ষেপে বলা চলে যে প্রত্যেকটি পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে যতটা সম্ভব তথ্য সংগৃহীত করে উপস্থিত করা হয়েছে। ঘরের এক কোণে শিক্ষা বিশেষজ্ঞেরা শিক্ষক বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। ঘরের মাঝখানে অন্যান্য শিক্ষকেরা টাইপ-করা কাগজ থেকে নোট নিচ্ছেন বা পড়ছেন।

কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ ও আমি প্রথমে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ঘরে গেলাম এড্‌মণ্ডসের উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যাপনা সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান আছে। ঘরের এক জায়গায় কোন এক রাশিয়ান স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের তৈরী ফুলের মডেল দেখলাম। এই মডেলগুলি থেকে ফুলের গঠন (structure) সম্বন্ধে সম্যক্‌ ধারণা জন্মায়। কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ স্থির করলেন তিনিও পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের এমনি মডেল তৈরী করতে দেবেন।

তিনি বললেন—আসল ফুল দেখার পর এটা দেখলে ছেলেদের মনে ফুলের গঠন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হবে।

ঘরের মধ্যে প্রদর্শিত জিনিসগুলি ঘুরে ঘুরে দেখার সময়ে আমরা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি কয়েকবার আমাদের স্কুলে এসে গেছেন। তাঁকে বললাম, এখানকার জিনিসগুলি দেখতে আমাদের উৎসাহের শেষ নেই।

তিনি তাড়াতাড়ি আমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন—নিশ্চয়ই, আমরা কাগজের মডেল বা ড্রয়িং দিয়ে সত্যিকারের জীবন্ত জিনিসকে চাপা দিতে চাই না। বোটানিক্যাল গার্ডেনে সে সমস্ত জিনিস প্রচুর পাওয়া যাবে। আসল কথা হল ছাত্রেরা যে বিষয়ে পড়ছে সে সম্বন্ধে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা উচিত নইলে পাঠ্যবিষয় সম্পূর্ণ প্রাণহীন ও আনুমানিক হয়ে পড়ে। উদ্ভিদবিদ্যার সঙ্গে যদি প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ না থাকে তাহলে তা একেবারে নীরস মনে হবে।

আমরা গণিতশাস্ত্রের ঘরে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। দেখলাম আমার পরিদর্শক বন্ধুটি এক দল শিক্ষক বেষ্টিত হয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত আছেন।

আমরা যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম—শিক্ষকদের মধ্যে একতা গড়ে তোলার ও ভাব আদানপ্রদানের এই অত্যাশ্চর্য

প্রচেষ্টার বিষয়ে এবং কি করে এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতিসাধন হচ্ছে। আমাদের ব্যাগের মধ্যে জেলা কেন্দ্রের সাধারণ সভা এবং আলোচনা সভার তালিকা ছিল। আমরা স্থির করলাম, সেগুলিতে আমরা সময়মত যোগ দেব।

স্কুলের প্রত্যেক মেয়াদের শেষে শিক্ষক, অধ্যক্ষ এবং বোর্ড অব এডুকেশনের সমস্ত কর্মীদের নিয়ে প্রত্যেক জেলায় একটা করে সম্মেলন ডাকা হয়। সে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হল—সেই মেয়াদের কাজ-কর্মের ফলাফল।

সম্মেলন সাধারণত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অব এডুকেশনের অধ্যক্ষের রিপোর্ট পাঠ দিয়ে শুরু হয়। রিপোর্টে তিনি সমস্ত ফলাফল একত্র করে তার সংক্ষিপ্তসার বলেন—জেলায় শতকরা ক-জন উত্তীর্ণ হল এবং ক-জন অকৃতকার্য হল—কোন্ কোন্ স্কুল ভাল ফল দেখিয়েছে এবং কোন্ কোন্ শিক্ষালয় থেকে বিপরীত ফল পাওয়া গেছে—কোন্ কোন্ শিক্ষক শতকরা একশো ভাগ ছাত্রকে উত্তীর্ণ করাতে পেরেছে এবং কারা কারা স্কুলের ফলাফলের স্তরকে নীচে নামিয়েছে।

এর পর কোন ভাল স্কুলের অধ্যক্ষ বা শিক্ষক বর্ণনা করেন—কি করে তাঁর স্কুল উঁচু স্তরে উঠতে পেরেছে এবং নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেন—সে সমস্ত বাধা বিপত্তি তাঁরা কি করে জয় করতে পারলেন।

অতঃপর যখন আলোচনা শুরু হয় তখন বহু শিক্ষক ও অধ্যক্ষ তাতে যোগদান করেন। তাঁরা বোর্ড অব এডুকেশনের সমালোচনা করেন, পরিদর্শকদের দোষ দেখান। প্রকৃত পক্ষে তাঁরা জেলার সমস্ত দোষ ত্রুটি খুজে বের করে তা নগ্ন ও নির্দয় সমালোচনার আলোতে তুলে ধরেন।

এই রকম সম্মেলনে প্রথম যোগদান করার পর আমি বিরামকালে লাঞ্চ খেতে খেতে অধ্যক্ষকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে এখানকার

সমালোচনা করার পদ্ধতি দেখে আমি সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আরও বললাম—বোর্ড অব এডুকেশনের কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এই সমালোচনার ধাক্কায় অভিভূত হয়ে পড়বে। অবিশ্যি আমি ইতি মধ্যে জেনেছি যে উন্নতিসাধনের প্রধান উপায় হল সমালোচনা কিন্তু এই রকম—

সমালোচনায় আপনার নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে, না? হাসতে হাসতে অধ্যক্ষ যোগ দিলেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি স্বীকার করলাম।

ভয় নেই। উন্নতি করবার এইই হল প্রকৃষ্ট পন্থা এবং এতে বিরক্ত বা মর্মাহত হবারও কোন কারণ নেই। এই সমালোচনা কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে করা হচ্ছে না। আপনার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা যদি ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটা হয়েছে আপনার সামাজিক শিক্ষার দোষে যা আপনার মধ্যে মিথ্যে অহংকারের সৃষ্টি করেছে। আসলে, সমালোচনা শুনে বিচলিত হবার কি আছে যদি তা বন্ধুচিতভাবে করা হয়? আর যদি আপনি মর্মাহতই হন তাহলে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্যে আপনি সাবধান হবেন। আপনি দেখবেন, আলোচনার শেষে বোর্ড অব এডুকেশনের কর্তৃপক্ষ এই সব সমালোচনাগুলিকে ঠিক তাদের উচিত মূল্যেই গ্রহণ করবেন।

অধ্যক্ষ ঠিক কথাই বলেছিলেন। আলোচনার শেষে বিবেচনা করে কতকগুলি সমালোচনা গ্রহণ করা হল। তার পর আগামী মেয়াদের কাজ সম্বন্ধে নিখুঁত কর্মসূচী হাজির করা হল। আমরা এই ধারণা নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম যে আমাদের সময় অকারণে নষ্ট হয় নি।

সন্ধ্যের সময়ে শিক্ষকদের ক্লাবে যাবার জন্যে আমাদের টিকিট দেয়া

হয়েছিল। ব্যাপক পরিবর্তনের পর ক্লাবের নতুন করে দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে। প্রত্যেক জেলাতেই শিক্ষকদের জন্যে একটা করে ক্লাব আছে। কিন্তু এটা হল অল-মস্কো ক্লাব। একখানি প্রকাণ্ড ও সুদৃশ্য বাড়ী। বড় হলঘরে ছয়শো লোকের বসবার ব্যবস্থা আছে। ছোট হলঘরের দেয়ালের কারুকার্য ও জানলার ঝকঝকে পরদা ঘরটিকে বল-নাচের উপযোগী করে তুলেছে। এই ক্লাবে গ্রন্থাগার, পাঠ-গৃহ, চা-পানাগার এবং গ্রামোফোন, রেডিও ও আর্মচেয়ার দেয়া কতকগুলি বিশ্রামঘর—সমস্তই আছে। ওপর তলায় রেস্তোরাঁর ব্যবস্থা আছে। সেখানে লোকেরা মাঝরাত পর্যন্ত রাতের খাওয়া খেতে পারে।

অল-মস্কো ক্লাবে উপভোগ্য সংগীত শুনিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করা হল। গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসের গায়কেরা গান করলেন এবং অভিনেতারা শেকভের গল্পগুলি রাশিয়ান আঙ্গিকে অভিনয় করলেন। গায়কদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের সেরা সংগীতজ্ঞ। 'শিক্ষকদের ক্লাব' কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদের জায়গাই নয়। মস্কোর সমস্ত শিক্ষকদের এইটাই হল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। যে কেউ ইচ্ছে করলে নাটক, খেলাধুলো, নাচগানে যোগ দিতে পারে—অন্য ভাষা শিখতে পারে বা শিক্ষাজগতের ইতিহাস বিষয়ক বক্তৃতায় যোগ দিতে পারে। এ সবের জন্য টিকিটের দাম দিতে হয় না। প্রত্যেক স্কুলের স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নের কাছ থেকেই এর টিকিট পাওয়া যায়। উপস্থিতির দিক থেকে বিচার করতে গেলে এটাকে সবচেয়ে জনপ্রিয় জায়গা বলে মনে হয়। এখানকার কর্মসূচী নিয়মিতভাবে সভায় আলোচিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমস্ত প্রস্তাব ও সমালোচনা বিবেচিত হয়। আমাদের স্কুল-কর্মীদের মাসিক বৈঠকে সাধারণত সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর হয়ে যায় এবং কাজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। অধ্যক্ষ

বা পরিদর্শকের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠ দিয়েই সভা আরম্ভ হয় এবং সেই রিপোর্টে আমাদের দুর্বলতা ও কৃতিত্ব বড় করে দেখানো হয়। তার পর কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিজেদের উন্নতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলেন যার পর সাধারণ আলোচনা শুরু হয়।

শিক্ষকদের পরস্পরের ক্লাশে গিয়ে পড়াশোনা দেখবার সুযোগ থাকার ফলে প্রত্যেকেরই স্কুলের শিক্ষা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। তারা কেবল নিজেদের পাঠ্যবিষয় ও সাফল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—সমস্ত স্কুলের সামগ্রিক উন্নতির দিকে তারা পুরোমাত্রায় সজাগ। যারা ক্লাশ পরিদর্শক তাঁদের ওপর সমস্ত ছাত্রের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকায় ক্লাশের পড়াশোনা দেখার ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ অসীম। সে কারণে প্রত্যেকেই আলোচনায় যোগদান করেন। আমরা জেলার মধ্যে আমাদের স্কুলকে যদি পুরোভাগে নিয়ে যেতে পারি তাহলে লাল নিশান পাবোই—এর জন্যে আমাদের উৎসাহের শেষ নেই।

১৯৩৬ সালের শরৎকালের মেয়াদের গোড়ার দিকে কতকগুলি স্কুল-কর্মীদের পরিবর্তন হওয়ায়, তখনকার একটি সভাকে এখানে আদর্শস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্বোক্ত পরিবর্তন হওয়ায়, তখন আবার নতুন করে শৃঙ্খলারক্ষার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল।

ইংরেজী শিক্ষক কমরেড ইয়ংই প্রশ্ন তুললেন। তিনি বললেন—আবার আমরা নিজেদের স্ট্যাণ্ডার্ড হারিয়ে ফেলেছি। এর আংশিক কারণ হল কতকগুলি কর্মী পরিবর্তন। প্রত্যেক শিক্ষকই ছাত্রদের কাছে অস্বাভাবিক দাবী করেন। তার ফলে সমস্ত উঁচু ক্লাশের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় থাকছে না। কমরেড এডমণ্ডস্ আবার আল্‌গা হয়ে পড়েছেন। গত বছর তাঁর ক্লাশের শৃঙ্খলা অনেক উন্নতিলাভ করেছিল যার ফল দেখতে পাওয়া যায় জুন মাসের পরীক্ষায়। কমরেড আইভেনোভার

অন্য ক্লাশগুলিতে গিয়ে দেখা উচিত তাঁর ক্লাশের শৃঙ্খলার তুলনায় সেখানকার ছাত্রেরা কি ভাবে ব্যবহার করছে। আসুন, আবার আমরা সমস্ত কাজকর্ম গুছিয়ে ফেলি। প্রথম কথা, শিক্ষক যখন পাঠ বোঝাবেন তখন কেউ কথা বলতে পারবে না। দ্বিতীয়, কথা বলতে হলে আগে হাত তুলতে হবে। এই সব নিয়ম ছেলেরা তাদের সাধারণ বুদ্ধি থেকেই বুঝতে পারে এবং এ না হলে আমরা শান্তি রক্ষা করতে পারবো না।

কমরেড আইভেনোভা আমাদের স্কুলের নতুন রাশিয়ান শিক্ষয়িত্রী। তিনি ভালভাবে ইংরেজী বলতে পারেন। তাঁর বক্তব্য—তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারছেন কিন্তু আসলে ছেলেরা তাদের পড়া সম্বন্ধে এতটা আগ্রহশীল যে তারা সকলে এক সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করে এবং তাদের থামাতে তাঁর মন ওঠে না।

কমরেড রজার্স মাঝ পথে বাধা দিয়ে বললেন—ভূগোল সম্বন্ধেও তাদের আগ্রহ কম নয়। তাদের কাউকে প্রশ্ন করুন—দেখবেন তারা কখনও আমার পড়ানোর সময়ে হৈ চৈ করে একসঙ্গে জবাব দিতে চেষ্টা করবে না। তারা ছেলেমানুষ। আমার শিক্ষকতার গোড়ার দিকে তারা এই রকম করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি পরিষ্কার করে বললাম আমাদের সিলেবাস্ শেষ করতে হলে অনেক কাজ করতে হবে সুতরাং আমি মোটেই সময় নষ্ট হতে দেব না। এখন দেখছি, তারা খুব শৃঙ্খলা মেনে চলে। শুধু তাই নয় তারা কাজকর্মও ঠিকভাবে করে।

শান্তভাবে অধ্যক্ষ বললেন—নিশ্চয়ই, ছাত্রদের আমরা ক্ষুদে সন্ত্রাসবাদী করতে চাই না। আমরা তাদের প্রাণহীন পাঠ্যবিষয়ই শেখাচ্ছি না,—শেখাচ্ছি নতুন জীবনযাত্রার পাঠ। এইখানেই কমরেড আইভেনোভা ভুল করছেন। ছেলেমেয়েরা তাদের পড়ায় খুব উৎসাহী—একথা কেউ সন্দেহ করছে না কিন্তু সেইটাই আসল কথা নয়। তাদের পরস্পরকে

এবং শিক্ষককে উপযুক্ত সম্মান দেয়া উচিত এবং ভদ্রভাবে ব্যবহার করা উচিত। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে যদিও আমাদের ছেলেমেয়েরা বোঝে যে তারা কেন শিক্ষিত হবে এবং শিক্ষালাভের ব্যাপারেও তাদের বিপুল আগ্রহ কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শিশু। সুতরাং তাদের স্কুল-জীবনে আমাদের পরিচালনা ও শিক্ষকতা অপরিহার্য। প্রধানত একজন শিক্ষকের কাজ হল একজন শিক্ষাদাতার কাজ।

নির্ভীক সমালোচনার ফলে আমরা এই সব সভা থেকে সত্যিকারের শিক্ষালাভ করতে পারি। এখানকার সমালোচনা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে করা হয় না—করা হয় বন্ধুভাবে। যদি কখনও কারো আত্মাভিমানে আঘাত লাগে বা সাধারণের সামনে তার দোষ উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় সে দুঃখিত হয়—তাতে কোন ক্ষতি হয় না। বরং এর পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্যে সে নিজেকে উন্নত করতে এবং কৃতিত্ব অর্জন করতে প্রয়াস পায়। অবিশ্যি একথা বলছি না যে আমি নিজের সমালোচনা শুনতে কখনও ভালবাসতাম কিন্তু নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করার পর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে এর সাহায্যে আমি উন্নতিলাভ করতে পেরেছি। দুর্বলতা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, আমার কাছে তা অজানাই থেকে যেত যদি তা এইভাবে উদ্‌ঘাটিত না করা হত।

ছোট ব্যাপারগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই সমাধান করা হয়। কিন্তু যখন তাতে কোন ফল হয় না বা কোন সাধারণ প্রশ্ন উপস্থিত হয় তখনই তা খোলা সভায় আলোচনার জন্যে উত্থাপিত হয়ে থাকে।

প্রত্যেক স্কুল-বছরের শেষে আমাদের কর্মীদের সাধারণ সভা ডাকা হয়। সেখানে ফলাফল আলোচনা করা হয় এবং সেই বছরের সেরা শিক্ষক ও কর্মীদের বাছাই করে 'অটলিকনীকি' (শ্রেষ্ঠ মানুষ) পদবী উপহার

দেয়া হয়। এই 'শ্রেষ্ঠ মানুষ' পদবী পাবার যোগ্য হতে হলে সেই শিক্ষকের সমস্ত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। সেই বছরের মত তার পাঠ্যবিষয়ে কোন 'পুয়োর' মার্ক থাকা চাই না। শেষ পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্রকেই "শ্রেষ্ঠ" মার্ক পেতে হবে। অল্প সংখ্যক ছাত্রের 'ফেয়ার' মার্ক পেলে কিছু এসে যায় না। এ ছাড়া সমস্ত মার্ক-বই, রেকর্ড, প্ল্যান ভাল অবস্থায় রাখা চাই এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে ছাত্র-সমাজে খুব জনপ্রিয় ও অন্তরঙ্গ হওয়া চাই।

দ্বিতীয় বছরের শেষে দেখা গেল, আমাদের ফলাফল খুব ভাল হয়েছে। খুব সামান্য সংখ্যক ছাত্রই অকৃতকার্য হয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস তারা আগস্ট মাসের নতুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। আমাদের সেরা শিক্ষকদের মধ্যে হলেন—ভূগোলের শিক্ষক কমরেড রজাস, তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক ও আমি। আমার ফলাফল সব চেয়ে ভাল হওয়ায় পুরস্কারের জন্যে আমার নাম মস্কো বোর্ড অব এডুকেশনে পাঠানো হয়। এবং বাকী দুজন স্কুল থেকেই পুরস্কৃত হন।

কয়েকদিন পরে অধ্যক্ষ, ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও আমি অপেরা হাউসের এক মহতী সভায় যাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। লাল কাপড়ের ওপর শ্লোগান লিখে প্রেক্ষাগৃহ সাজানো হয়েছে—'আমাদের সেরা শিক্ষকদের অভিনন্দন'—'আমাদের স্টালিন দীর্ঘজীবী হউন' ইত্যাদি। একদল বাজিয়ে সুশ্রাব্য গৎ বাজাচ্ছিল। আমরা বেশ উত্তেজনার সঙ্গে নিজেদের সিটে এসে বসলাম।

সভার উদ্বোধন করলেন মস্কো বোর্ড অব এডুকেশনের সভাপতি। সংক্ষেপে তিনি সারা বছরের কাজকর্ম উল্লেখ করলেন এবং তার পর বললেন যে তাঁদের বোর্ড শহরের ষাটজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে বাছাই করেছে। ভাল কাজের জন্যে তাদের পুরস্কার দিয়ে অলংকৃত করা

হবে। তিনি শিক্ষক ও স্কুলের নাম পড়তে আরম্ভ করলেন। আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম—এক একজন করে শিক্ষক মঞ্চের ওপর গিয়ে চামড়ার আবরণে মোড়া প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার নিয়ে আসছেন। পুরস্কার দেয়া হচ্ছে নানাভাবে—যেমন, সোনার ঘড়ি, ফার্নিচার, বই বা পাঁচ শো রুবল।

হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠলাম। শুনলাম আমার নাম ডাকা হয়েছে। শুধু নামই নয়—স্কুলের নাম ও নম্বর দুইই। আমার বন্ধুরা আমাকে ধাক্কা মেরে সিট থেকে তুলে দিলেন। আমি স্বপ্নবিহ্বল হয়ে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হলাম। সমস্তটা আমার কাছে আকস্মিক বলে মনে হল। করমর্দন করে আমার হাতে দেয়া হল একটা বড় প্রশংসাপত্র, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ শো রুবল পুরস্কারও পেলাম।

আমার সিটে ফিরে যেতেই বন্ধুরা আমাকে হেসে অভিনন্দিত করলেন। ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি আমাকে ফিসফিস্ করে বললেন—আমরা আপনাকে চমক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আপনার নাম আমাদের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অব এডুকেশন থেকেই সুপারিশ করা হয়েছিল। আমার সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে কারণ আপনি সত্যিই এ সম্মান পাবার যোগ্য।

সোভিয়েট ইউনিয়নে থাকা কালে এই ঘটনার কয়েকটি মুহূর্ত আমার জীবনে রোমাঞ্চিত হয়ে আছে।

সভার শেষে শাইকভ্স্কির 'ম্যাজেপ্পা' নামে গীতিনাট্যের অভিনয় দেখানো হল। আমি বাড়ী ফিরলাম মাঝরাতের শেষে। আমার হাতের নীচে তখন প্রশংসাপত্রের চামড়ার বাক্স।

স্কুল পরিচালনা

১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমরেড হল্যাণ্ড আমেরিকা চলে যাওয়ায় শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছাড়াও আমার ওপর পরিদর্শকের দায়িত্ব দেয়া হল। মনে হল এই নতুন কাজে আমি আরও অভিজ্ঞতা লাভ করব এবং স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে আরও ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ পাবো। এখন পাঠ্যবিষয় পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ওপর। আমার কাজ হল ক্লাশ পরিদর্শন করা, দুর্বল বা অল্পঅভিজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য করা, শিক্ষকতা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া এবং সমস্ত স্কুলের শিক্ষা-স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা। সুতরাং প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষককে আমার জানা দরকার। আমি দিনের বেলা ক্লাশে তিনটে পাঠ পড়াতাম এবং বাকী সময়টুকু পরিদর্শকের কাজে ব্যয় করতাম।

যখন আমাকে এই পদে নিযুক্ত করা হল তখন আমি অনিচ্ছা জানালাম। বললাম পরিচালনার কাজে আমার আগেকার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া এ সম্বন্ধে কোন শিক্ষাও আমি পাইনি। অধ্যক্ষ ও স্কুল পরিদর্শক আমাকে বললেন যে তাঁদের বিবেচনায় আমি নাকি এ কাজের যোগ্য এবং জেলা শিক্ষা-কেন্দ্র থেকে আমি যখন ইচ্ছে এ বিষয়ে সাহায্য পেতে পারি। এখনও সোভিয়েট ইউনিয়নে ক্ষিপ্র শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে তাল রাখবার মত প্রচুর শিক্ষক ও অধ্যক্ষ নেই। সেই কারণে শিক্ষকদের পদোন্নতি করা হয়—তাদের তা গ্রহণ করার ইচ্ছে না থাকলেও। ভাল শিক্ষকদের সর্বদাই পদোন্নতি হচ্ছে। দেখা গেছে তারা নতুন পদে উন্নীত হয়ে আরও উন্নতিলাভ করেছে।

আমার পদোন্নতি হওয়ার পরই আমি জেলা শিক্ষা-কেন্দ্রে পরামর্শ নিতে গেলাম। সেখানে পরিদর্শকদের জন্যে স্বতন্ত্র ভারপ্রাপ্ত লোক আছে এবং তাঁকে অত্যন্ত কাজের মানুষ বলেই মনে হল। তিনি আমাকে কতকগুলো টাইপকরা কাগজ-পত্র দেখালেন—যাতে পরিদর্শকের কাজকর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া আছে। তাছাড়া কাজের আদর্শ পরিকল্পনা দেখালেন—ফলাফল পরীক্ষার কতকগুলো ভাল উপায়—তাদের অধিকাংশই রেখাঙ্কন ও নক্শার সাহায্যে। শুনলাম পরিদর্শকদের জন্যে একটা সাপ্তাহিক কোর্সও আছে। স্থির করলাম তাতে যোগ দেব। প্রথম মিটিঙের মূল প্রসঙ্গ মস্কোর একজন পুরোনো ও অভিজ্ঞ পরিদর্শক বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বললেন। এক একটা মেয়াদের শিক্ষার পরিকল্পনা কি ভাবে হওয়া উচিত তা দেখালেন। তারপর তিনি নিজের পরিকল্পনা পড়ে শোনালেন—কি করে তিনি পরিকল্পনা খাড়া করলেন ইত্যাদি। এর পর একটা সাধারণ আলোচনা হল যাতে অনেকই যোগ দিলেন। এ সভায় আমি অনেক কিছু নতুন জানতে পারলাম। স্থির করলাম এর পরের মিটিংগুলিতেও যোগ দেব। আমি এর ভেতর দিয়ে মস্কোর অনেক পরিদর্শকদের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন হলাম এবং তাদের স্কুল পরিদর্শন করে তাদের কাজের পদ্ধতি লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলাম।

মার্ক দেয়ার ব্যাপারে আমি কিন্তু সত্যিকার অসুবিধে বোধ করলাম। সোভিয়েট স্কুলগুলিতে মার্ক দেয়ার পদ্ধতি হল—'সব চেয়ে ভাল' 'ভাল', 'চলনসই', 'খারাপ' ও 'খুব খারাপ' (অর্থাৎ excellent, good, fair, poor and very poor)। খারাপ এবং খুব খারাপ মার্ক দেয়ার অর্থে ছাত্রদের সম্পূর্ণ অকৃতকার্যতাই বোঝায়। ছেলেমেয়েরা এই মার্কগুলিকে রীতিমত গুরুত্ব দেয় এবং এরই ওপর থেকে তাদের কৃতিত্ব বিচার করে। এই মার্ক অনুসারেই ছাত্রদের মধ্যে বা ক্লাশের মধ্যে

সমাজতান্ত্রিক চুক্তি করা হয়। শিক্ষকেরা এই মার্কগুলি ছাত্রদের ডাইরিতে এবং ক্লাশ পত্রিকায় লিখে দেন। এই ডাইরিতেই ছাত্রেরা তাদের বাড়ীর পড়া লেখে এবং তাদের ক্রমোন্নতির হিসেব লিপিবদ্ধ করে।

আমাদের স্কুল কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন মার্ক দেয়া পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বিদেশের যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসছিলেন সেখানে মার্ক দেয়া হয় না। সুতরাং তাঁদের মতে সোভিয়েট ইউনিয়নের মত অগ্রগামী দেশে এ পদ্ধতি থাকা উচিত নয়। তাঁরা প্রত্যেক ছাত্রের নিজ নিজ উন্নতি পৃথকভাবে বিবেচিত হওয়ার এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। কিন্তু এই মার্কের সাহায্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের ওপর একটা আটক থাকে।

অবশেষে আমরা তাঁদের বোঝাতে পারলাম যে সোভিয়েট দেশে শিক্ষার এই অবস্থায় মার্ক দেয়ার পদ্ধতি অপরিহার্য। কিন্তু ক্লাশ পরিদর্শনে ফলাফল পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম—সবার মার্ক দেয়া সমান হচ্ছে না—কতক জায়গায় ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্য মার্কের চেয়ে অল্প মার্ক দেয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষয়িত্রী কমরেড এডমণ্ডস্‌কে দেখলাম এ ব্যাপারে খুব অনুগ্রহশীল। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম তাঁর ক্লাশে শৃঙ্খলা অত্যন্ত খারাপ এবং ছাত্রদের জবাব দেয়ার মধ্যে তেমন কোন বুদ্ধির পরিচয় নেই।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে তখনও উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পাঠে ছাত্রেরা প্রস্তুত না থাকায় আমি ক্লাশকে ছুটি না দিয়ে কম্‌রেড এড্‌মণ্ডস্‌ ও ক্লাশ পরিদর্শককে সেখানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানালাম।

সোজা প্রশ্ন করলাম—উদ্ভিদবিদ্যার ক্লাশের সময়ে তোমাদের শৃঙ্খলা মোটেই আশানুরূপ ছিল না এবং তাছাড়া তোমরা বাড়ী থেকে পড়া করে আনো নি। তানিয়া, তুমিই এই ক্লাশের সভানেত্রী, আগে

তোমার কাছ থেকেই শুনি এ ব্যাপারে তোমার কী বক্তব্য আছে ?

তানিয়া উঠে দাঁড়ালো। তারপর এক মিনিট ভেবে নিয়ে বলল—কমরেড, আমার মনে হয় কমরেড এড্‌মণ্ডস্ ঠিকভাবে শাসন করেন না। তাঁর এত সহজে মার্ক দেয়া উচিত নয়। যাদের 'চলনসই' মার্ক দেয়া উচিত তাদের তিনি 'ভাল মার্ক' দেন এবং সে কারণে ক্লাশের অধিকাংশ ছাত্র বাড়ীতে যত্ন নিয়ে পড়ে না। তারা জানে—কোন ক্রমে মার্ক তারা পাবেই।

তানিয়া বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা হাত ওপরে উঠল।

বললাম—আচ্ছা জোসেফ, তুমি কী মনে করো ?

আমাদের শৃঙ্খলা খারাপ হওয়ার কারণ হল আমাদের যথেষ্ট পড়বার বিষয় থাকে না। এ পাঠ্যবিষয় এত চিত্তাকর্ষক যে আমি অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করতে চাই। আমাদের যখন সিনেমা সম্বন্ধে পড়ানো হয় তখনও আমার ভাল লাগে। কিন্তু আমাদের শিক্ষয়িত্রীর আরও শক্ত বিষয় পড়ানো উচিত। আজকের পড়া এত সহজ ছিল যে কেউ বাড়ী থেকে পড়ে আসে নি।

এডওয়ার্ড বলল—আমার মনে হয় ইউনিট নেতারা ঢিলেমি দেখাচ্ছেন। এ বিষয়ে ইউনিট মিটিঙে আলোচনা হওয়া উচিত। আমরা যখন বুঝিই যে কমরেড এড্‌মণ্ডস্ খুব ভাল শিক্ষয়িত্রী তখন তাঁর অনুগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও আমাদের তাঁর কথা শোনা উচিত।

সাধারণ ছাত্রদের মত একই রকম—"অত্যন্ত অনুগ্রহশীল"। তারা বিষয়ের মূলেই ঘা দিয়েছে। তারা উঁচু স্তরে উঠতে চায় কিন্তু শিক্ষয়িত্রী ঢিলেমি দেখিয়েছেন—তাদের পড়ায় নিযুক্ত রাখতে পারেন নি এবং তাছাড়া তিনি মার্ক দেয়ার ব্যাপারেও শিক্ষা-স্তরের উচ্চতা প্রমাণ করতে পারেন নি।

ছাত্রেরা চলে যাবার পর আমি আর কমরেড এড মণ্ডস্ তাদের শৃঙ্খলা ও পড়ার উন্নতি কি ভাবে করা যেতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে রয়ে গেলাম। দেখলাম, ছাত্রদের মতামত শুনে তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। আমরা আগামী তিন চারটে পাঠের পরিকল্পনা করলাম যাতে ছাত্রদের পড়ায় নিযুক্ত রাখা যায়। আসছে দু-এক সপ্তাহ তাঁর ক্লাশে নিয়মিত আসবো এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পৃথকভাবে মার্ক দিয়ে অবশেষে—তাঁর ফলাফল পরীক্ষা করবো ব্যবস্থা করলাম। আমি কি ভাবে মৌখিক প্রশ্নোত্তরের মার্ক দিই তা দেখার জন্যে তিনিও আমার ক্লাশপরিদর্শনে আসতে সম্মত হলেন।

এর পর ষষ্ঠ ক্লাশের পড়া ও শৃঙ্খলা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করতে লাগলো। ছাত্রদের নিজেদের চেষ্টায় এবং শিক্ষয়িত্রী তার পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি স্মরণ রেখে মার্ক দেয়া ও বাড়ীর পড়া পরীক্ষার ব্যাপারে যত্নপর হলেন। বিশেষ করে ছাত্রদের পডায় নিযুক্ত রাখার ফলে তাদের শৃঙ্খলা উন্নত হতে লাগলো।

গণিত ও ভাষাবিদ্যা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মৌখিক প্রশ্নোত্তরের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। চতুর্থ শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রদের ক্লাশে দাঁড়িয়ে আলোচনাধীন প্রশ্নের বিস্তৃত জবাব দিতে হয় এবং উত্তরের কৃতিত্বের ওপরেই তারা মার্ক পেয়ে থাকে। সোভিয়েট শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কোন ফাঁকির অবকাশ নেই। ছাত্রদের যে বিষয়ে পড়ানো ও বোঝানো হয়েছে শিক্ষকেরা তাদের সে বিষয়েই প্রশ্ন করেন। অবিশ্যি সে বিষয়ে বাড়ীতেও তারা অতিরিক্ত পড়াশোনা ও গবেষণা করে ক্লাশে উত্তর দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়।

কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষককে নিয়ে নতুন অসুবিধে দেখা দিল। সপ্তম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র এসে আমাকে

অভিযোগ জানালো যে এ পর্যন্ত তাদের রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হয়নি, যার ফলে তারা কোন ওয়্যাল মার্ক পায়নি। মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় এগিয়ে আসায় তারা রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠেছে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল এ বিষয়ে তারা সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফলাফল উপস্থিত করবে। সচরাচর শিক্ষকেরা ছাত্রদের সমাজতান্ত্রিক চুক্তিতে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে থাকেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে দুই প্রতিযোগীকেই তারা প্রশ্নের জবাব দেয়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন কিন্তু কমরেড গ্র্যাণ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নে দীর্ঘ দিন না থাকার ফলে এখানকার শিক্ষাজীবনের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হতে পারেন নি।

আমি তার সঙ্গে কথা বলাতে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি বাকী পাঠগুলির অর্ধেক ছাত্রদের জ্ঞান পরীক্ষায় নিয়োজিত করবেন। তাঁকে বললাম—প্রত্যেক মেয়াদে ছাত্রদের অন্তত দুটো করে ওয়্যাল মার্ক পাওয়া উচিত। তাছাড়া লিখিত পরীক্ষার জন্যে আরও একটা বা দুটো মার্ক তাদের প্রাপ্য এবং সন্দেহস্থলে আরও একটা অতিরিক্ত ওয়্যাল মার্ক। দুর্ভাগ্যবশত কমরেড গ্র্যাণ্ট আমার নির্দেশ মত না চলায়, স্কুল-কর্মীদের দেয়ালপত্রিকায় আমি তাঁর সমালোচনা করতে বাধ্য হলাম। এর পরে কর্মীদের পরবর্তী সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হল এবং কমরেড গ্র্যাণ্ট স্বীকার করলেন যে ছাত্রদের প্রতি তিনি উচিত ব্যবহার করছেন না এবং তাঁর বর্তমান পদ্ধতি বদল করতে হবে। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন হল কিন্তু তা প্রধানত আমার ও অধ্যক্ষের নিয়মিত কড়া পরিদর্শনের ফলে।

বোর্ড অব এডুকেশনের কাছে আমাদের স্কুল-রিপোর্টে আমরা কমরেড গ্র্যাণ্টকে নিয়ে আমাদের অসুবিধের কথা উল্লেখ করলাম এবং গ্রীষ্মের শেষে তাঁকে পরিবর্তন করার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানালাম। উত্তরে

আমাদের বলা হল যে যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা যেন তাঁকে কাজের উপযুক্ত করে নিই কারণ গুরুতর কারণ ছাড়া কাউকে ছাড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এবং যদি তা করা সম্ভব না হয় তাহলে আমরা যেন তাঁকে অন্য উপযোগী কাজ গ্রহণ করতে বলি।

বছরের শেষে কমরেড গ্র্যাণ্ট নিজের ইচ্ছেতেই রিসার্চ করার জন্যে তাঁর কাজ থেকে বিদায় নিলেন। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞান থাকায় আমি তাঁকে রিসার্চ করতে উপদেশ দিলাম কারণ ছেলেদের শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে তাঁর তেমন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে কমরেড ব্রাউনকে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হল। এ সময়ে আমাদের শিক্ষকের একান্ত অভাব। তিনি আমেরিকায় প্রগতিশীল স্কুলে পড়িয়েছিলেন সুতরাং তিনি বললেন, তিনি যে কোন ক্লাশে পড়াতে পারবেন। তাঁকে সাধারণ এক মাসের পরীক্ষায় রাখা হল।

তিনি দশ দিন শিক্ষকতা করা কালে চতুর্থ শ্রেণী থেকে দুজন ছাত্র আমার কাছে এসে বলল—কমরেড, আপনি কি আমাদের ক্লাশ সভায় আসবেন ? সভাটা জরুরী এবং গোপনীয়।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ক্লাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার ?

সভাপতি বলল—আপনাকে এই কথা বলবার জন্যে ডেকেছি যে পদার্থবিজ্ঞানের আমরা কিছুই শিখছি না। যখন আমাদের মাছ সম্বন্ধে জানা উচিত তখন আমরা বসে বসে কেবল মাছের নক্‌সা আঁকছি। আমরা অনায়াসে বাড়ীতে বসে নক্‌সা আঁকতে পারি। এবং ক্লাশে এসে তার গঠন-প্রণালী ও আকৃতি সম্বন্ধে শিখতে পারি। আমরা পাঠ্য-পুস্তক থেকেই এ সব বিষয়ে জেনেছি কিন্তু কমরেড ব্রাউন বলেন— আমাদের বই নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের মনে হয়

আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি এবং বছরের শেষে হয়ত দেখবো যে আমরা কিছুই শিখতে পারিনি।

মন দিয়ে সমস্ত কথাগুলি শুনলাম। দেখলাম, ছাত্রেরা এ বিষয়ে খুব উৎসুক এবং এর আগে তারা নিশ্চয়ই এ কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে কারণ তাদের কথাগুলি খুব প্রসঙ্গানুকূল বলে মনে হল। শুধু তাই নয়, শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেও তারা এর কোন সন্তোষজনক জবাব পায় নি। তাদের এ ব্যাপারে প্রতিকার করার আশ্বাস দিয়ে সমস্ত ক্লাশকে ছুটি দিলাম। বললাম—আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তারা যেন এ নিয়ে আর কোন আলোচনা না করে।

এর আগে আমরা কমরেড ব্রাউনের ক্লাশ পরিদর্শনে না গিয়ে তাঁকে ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলাম। অবিশ্যি কর্মপন্থা সম্বন্ধে সমস্ত নির্দেশ ও দুই শ্রেণীর পাঠ্যবিষয় সংগ্রহের একটা অনুলিপি তাঁকে দিয়েছিলাম। এই সভার পর স্থির করলাম যে অবিলম্বে তাঁর ক্লাশ পরিদর্শনে যাওয়া উচিত। গিয়ে দেখলাম, ছাত্রদের সমালোচনা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

স্কুলের ছুটির পর আমি কমরেড ব্রাউনের সঙ্গে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কেন সিলেবাস্ ও আমার নির্দেশ অনুযায়ী পড়াচ্ছেন না? ছাত্রদের সঙ্গে আমার আলোচনার কথাও তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তাঁর পড়াবার পদ্ধতিতে কোন দোষ নেই এবং তা থেকে ছাত্রেরা যথেষ্ট শিক্ষালাভ করছে। আমি তাঁকে বোঝালাম যে সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের নির্দিষ্ট সিলেবাস্‌কে অগ্রাহ্য করার কোন স্বাধীনতা নেই এবং তাছাড়া ছাত্রেরাও তাঁর পদ্ধতির ওপর সন্তুষ্ট নয়। বুঝতে পারলাম, যে দেশে শিক্ষকদের শিক্ষকতার ব্যাপারে এমন কি সিলেবাস্ নির্বাচনের

ব্যাপারেও অখণ্ড স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, সেই দেশের শিক্ষকেরা সোভিয়েট রাষ্ট্র তাদের ওপর কি দাবী করে তা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না। তবুও কমরেড ব্রাউনকে তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হতে এবং সেই মত অগ্রসর হতে অনুরোধ জানালাম।

কমরেড ব্রাউন কিন্তু সেইভাবে চলতে পারলেন না। তাঁর পদার্থ-বিজ্ঞানের পাঠে নকসা আঁকা, ইতিহাস, যখন যা তাঁর খেয়ালে আসে তা পড়াবার লোভ সম্বরণ করতে তিনি পারেন না। সুতরাং এক মাসের পরীক্ষার শেষে তাঁকে বিদায় দিতে হল। তাঁর চলে যাবার পর ছাত্রেরা যা জানতে চাইছিল তাই জানতে পারলো—মাছের আকৃতি ও তার ভেতরকার গঠনপ্রণালী। এবং বাড়ী থেকে ভাল ভাল নক্‌সা করে আনতে লাগলো।

আমি সাধারণত প্রত্যেক স্কুল-সোভিয়েট ও কাউন্সিলের সভায় যেতাম কিন্তু একদিন কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় পৌছতে দেরী হল। দেখলাম, অধ্যক্ষ ও পাঁচজন কাউন্সিল সভ্য ভূগোল ও ইতিহাসের শিক্ষকের বিরুদ্ধে সপ্তম শ্রেণীর অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করছেন। অভিযোগ হল, শিক্ষক নাকি অনেক বেশী বাড়ীর পড়া দেন এবং তাছাড়া কতকগুলি পাঠ তাদের বুদ্ধির অগম্য। আমি অভিযোগ গ্রহণ করতে পারলাম না। প্রস্তাব করলাম, অভিযোগকারীদের ও অভিযুক্ত শিক্ষককে ডাকা হোক। কমরেড রজার্সের সঙ্গে সপ্তম শ্রেণীর চারজন দুর্বল ছাত্র এসে উপস্থিত হল।

আমি তাদের বললাম যে আমি অনেকবার কমরেড রজার্সের পড়ানো দেখেছি। তা কখনও ক্লাশের অধিকাংশ ছাত্রের কাছে দুর্বোধ্য হওয়া উচিত নয়। অবিশ্যি ভূগোল একটু দুরূহ বিষয় এবং সে জন্যে ক্লাশে ও বাড়ীতে সে বিষয়ে বেশী মনোযোগ দেয়া উচিত। এটা খুব সুখের

বিষয় যে, যে চারজন অল্প মনোযোগী ছাত্র অভিযোগ জানিয়েছে তারাই ক্লাশের মধ্যে সব চেয়ে অলস।

কমরেড রজার্স এ ঘটনায় অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন—তারা আগে তাঁর কাছে যায় নি কেন? তাদের যদি কোন জিনিস বুঝতে অসুবিধে হয় তিনি তাদের সাহায্য করবেন। তারা সবাই জানে যে স্কুলের ছুটির পর তাঁর সঙ্গে যে কেউ ইচ্ছে করলে নিজের অসুবিধে সম্বন্ধে কথা বলতে পারে। এই ভাবে অভিযোগ জানানোর যে কি অর্থ থাকতে পারে তা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য।

কাউন্সিলের সভাপতি ও সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্র বলল যে ক্লাশের পড়া বিশেষ কিছু শক্ত নয় এবং এখানে অভিযোগ জানানোর আগে চারজন ছাত্রবন্ধুর শিক্ষকের কাছে যাওয়া উচিত ছিল। অবিশ্যি কখনো কখনো কমরেড রজার্স একটু তাড়াতাড়ি কথা বলেন যার ফলে তা অনুধাবন করা যায় না।

কমরেড রজার্সের কথামত প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হল। কারো মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হল না যে তার স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছে বা এই জাতীয় প্রসঙ্গ কাউন্সিলে আলোচনা করা অন্যায়। শিক্ষকদের কর্তব্য হল পরিস্থিতি বিচার করা এবং তা ঠিক পথে চালিত করা, যেমন ভাবে এ ক্ষেত্রে করা হল। কমরেড রজার্স বললেন তিনি স্কুলের ছুটির পর উপরোক্ত চারজনকে সাহায্য করবেন। সমালোচনার ফলে তিনি পরিচালনায় ব্যাপারে আরও বেশী অবহিত হলেন। তাঁর কোন মিথ্যে অহংকার না থাকার ফলেই তিনি এই ঘটনা থেকে লাভবান হতে পারলেন।

উল্লিখিত উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে এখানে একমাত্র গণতান্ত্রিক

উপায়েই ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। শিক্ষকেরা হল ছাত্রদের গতিশক্তি। তাদের কাজ হল যতটা সম্ভব বাইরে থেকে ছাত্রদের সভা ও কর্মপন্থা পরিচালিত করা। সকলের সমালোচনা করার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গে স্কুল কর্মীদের সম্বন্ধ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও বন্ধুভাবাপন্ন। ছাত্রদের সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত হলে তা গ্রহণ করা হয়। এবং প্রয়োজন হলে তাদের নির্ভীকভাবে নিন্দা করা হয়। তাতে তারা মর্মাহত হয় না।

স্কুল পরিচালনাও খুব গণতান্ত্রিক উপায়ে হয়ে থাকে। যদিও অধ্যক্ষ স্কুল সম্বন্ধে স্থানীয় শিক্ষা-বোর্ডের কাছে দায়ী, কিন্তু তিনি কর্মীদের সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য। প্রয়োজন হলে কর্মীরা অধ্যক্ষকে অকপটে সমালোচনা করে থাকে। তেমনি অন্যদিকে সোভিয়েট শিক্ষকদের তাদের নিজেদের কাজে অসীম উদ্দীপনা থাকায় ও তাদের ওপর ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ায়, সুস্থ ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়েছে। এরই জন্যে স্কুল-কর্মীদের পরস্পারের মধ্যে ও ব্যাপক শিক্ষা জগতের বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে সহানুভূতির আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে যার ফলেই একমাত্র সত্যিকার কোন ভাল কাজ করা সম্ভব হতে পারে।

পরীক্ষা

অধিকাংশ দেশে ছাত্রজীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সমস্যা হল তার পরীক্ষার সময়। আমার মনে হয়, শিক্ষা জগতে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে কিন্তু সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছনো সম্ভব হয় নি। সোভিয়েট ইউনিয়নে চতুর্থ শ্রেণী থেকে টেস্ট আরম্ভ হয়। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের জ্ঞান-নিয়ন্ত্রণ করা এবং শিক্ষকেরা ঠিক ভাবে পাঠ্যবিষয় তাদের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছেন কি না তা যাচাই করা। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজন বোধে আগামী বছরের শিক্ষাপদ্ধতি সংশোধন করা হয়।

ছাত্রদের কোন অসঙ্গত প্রশ্ন করা হয় না। ক্লাশের পাঠ্যবিষয়ের ওপরই সমস্ত প্রশ্নাবলী গঠন করা হয়। বছরের শেষে প্রত্যেক শিক্ষক বারো মাসের শিক্ষকতার বিস্তৃত পর্যালোচনা করেন এবং যদি দেখা যায় যে কোন সিলেবাস্ ঠিকমত পড়ানো হয় নি, পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে তা বাদ দেয়া হয়। পরীক্ষার প্রশ্নগুলি মৌখিক কিন্তু গণিত ও ভাষাবিদ্যার বেলায় প্রশ্নের জবাব লিখিতভাবেও দেয়া চলে।

বছরের সমস্ত বিষয়ের সিলেবাস্ পরীক্ষার সময়ে নানা ভাগে ভাগ করে ফেলা হয় এবং তারপর টাইপ করে ক্লাশঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া হয় যাতে ছাত্রেরা তাদের কি কি জবাব দিতে হতে পারে তা অনুমান করতে পারে। টেস্টের দিন সিলেবাসের এক একটি প্রসঙ্গ আলাদা আলাদাভাবে কাগজের টুকরোতে ছাপানো হয় এবং ছাত্রেরা পরীক্ষা দেয়ার সময়ে কাগজের টুকরোটি হাতে নিয়ে উত্তর দিতে অগ্রসর হয়।

যে শিক্ষকের যে বিষয় তিনি সেই বিষয়েই পরীক্ষা পরিচালনা করেন কিন্তু সাধারণত দুজন সহযোগী তাঁকে সাহায্য করে—একজন অনুরূপ ক্লাশের শিক্ষক, আরএকজন স্কুলপরিচালনা বিভাগের সভ্য যেমন অধ্যক্ষ বা পরিদর্শক বা স্থানীয় শিক্ষা-বোর্ডের কোন সভ্য। এক একদিন এক একটি বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া হয় এবং মৌখিক পরীক্ষাগুলি এমন ভাবে ব্যবস্থাপিত হয় যাতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর বিশ্রামের সময় পাওয়া যায়।

ক্লাশ-পরামর্শদাত্রী হিসেবে আমি ছাত্রদের বাৎসরিক পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়ে বিশেষ আগ্রহ নিতাম। আমি তাদের সময় থাকতে পরামর্শ দিতাম যাতে তারা ক্লাশে অনুপস্থিত থাকা কালে যে সব পাঠ অপঠিত থেকে গেছে এবং যে সমস্ত বিষয়ে তারা কাঁচা আছে সেগুলি স্কুলের পর শিক্ষকদের সাহায্যে প্রস্তুত করে নিতে পারে। ক্লাশঘরে নোটিশ বোর্ডে সিলেবাস্ টাঙানো হলে পর আমি ছাত্রদের সামনে সেগুলি পড়তাম এবং তাদের দুর্বলতা কোথায় তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করতাম এবং দরকার হলে শিক্ষকদের নিয়ে তাদের সাহায্য করতাম। ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা টেস্টের জন্যে কি ভাবে প্রস্তুতি করেছে তা তারা ক্লাশ-সভায় বিবৃত করে এবং দুর্বল ছাত্র ছাত্রীরাও কি ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে তারও রিপোর্ট তারা সেখানে দেয়। এই ভাবে সমস্ত ক্লাশ ধীর ও স্থিরভাবে পরীক্ষার জন্যে অগ্রসর হয়। আমি পরে বলবো—কি ভাবে এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শুধু তাদের জ্ঞানার্জনের ক্ষমতাই পরিস্ফুট হয় না—সারা বছর ধরে তারা কি ভাবে কাজ করেছে তাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা জানে পরীক্ষার ফলাফলের ওপরই তাদের প্রোমোশন নির্ভর করছে না—প্রোমোশন নির্ভর করছে সমস্ত বছরের রেকর্ডের ওপর।

শিক্ষয়িত্রী হিসেবে আমি পাঠের দশ মিনিট সময় আলোচনায় ব্যয় করতাম—প্রয়োজনীয়তা ও অসুবিধের নানান্ দিক নিয়ে। দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের অক্ষমতা প্রকাশ পেলেই তাদের প্রস্তুত করাতে চেষ্টা করতাম যাতে তারা ক্লাশে অন্যেদের সঙ্গে তাল রাখতে পারে এবং পিছিয়ে না পড়ে।

সিলেবাসের প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় দেয়া থাকে—যে সময়ের মধ্যে সমালোচনা করা যেতে পারে এবং তা এমন ভাবে ব্যবস্থাপিত করা হয় যাতে অতি সাধারণ ছাত্রের পক্ষেও তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয় না।

ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মার সভা ডাকা হয় এবং সেই সভায় পরীক্ষা উপলক্ষে তাদের কি দায়িত্ব রয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। ছেলে-মেয়েদের তারা যেন উত্যক্ত বা ভয় প্রদর্শন না করেন তার জন্যে সাবধান করে দেয়া হয়। তাঁদের কাজ হল ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিতভাবে পড়ছে কিনা এবং প্রচুর খোলা হাওয়া পাচ্ছে কিনা তা তদারক করা। পরীক্ষার্থীদের বাড়ীর পড়া যাতে ঠিকভাবে হয় তা দেখতেও তাদের অনুরোধ জানানো হয়। সেভিয়েট শিক্ষাবিদেরা বাড়ীর পড়ার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন কারণ তা থেকেই স্বাধীনভাবে কাজ করা ও গবেষণা করার স্পৃহা উন্নত হয়।

মোটের ওপর ছেলেমেয়েরা পরীক্ষাকে অতি সাধারণভাবেই গ্রহণ করে এবং কোন রকম কাঠিন্যের পরিচয় দেয় না। কয়েকজন ছাত্রকে যাদের দুর্বল বলে মনে হয় তাদের মূর্চ্ছিত হবার সুযোগ না দিয়ে পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং তাদের পড়াশোনা বিচার করে পরবর্তী শ্রেণীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মৌখিক পরীক্ষার উত্তর থেকে দৃঢ় প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরীক্ষার্থীরা যখন তাদের প্রশ্নাবলী দেখে নিয়ে ডেস্কের সামনে বসে উত্তর দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয় তখন তাদের মুখে সন্তোষের প্রশান্ত হাসি দেখে মন খুশিতে ভরে ওঠে।

সপ্তম শ্রেণীর (এখানকার ছাত্রদের বয়স গড়ে পনের বছর) প্রাণিতত্ত্বের পরীক্ষা হল আদর্শস্থানীয়। পরীক্ষার শ্রান্তিকর দীর্ঘতা কমাবার জন্যে সমস্ত শ্রেণীকে দু ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়। প্রথম দল সকাল নয়টায় এবং দ্বিতীয় দল দুপুর দুটোয় পরীক্ষা দিতে আসে। সমস্ত ঘরটাকে নানান্ রকম নতুন ও পুরনো চিত্র ও সিলেবাসের মূল বিষয় দিয়ে সাজিয়ে ফেলা হয়। পাশের লম্বা টেবিলগুলিতে মাছ, পাখী ও স্তন্যপায়ী জন্তু প্রভৃতির কাঠামোর নমুনা সাজানো থাকে।

সকাল নয়টায় এসে প্রথম দলের সতেরজন পরীক্ষার্থী শান্তভাবে যে যার জায়গায় গিয়ে বসল—খালি পড়ে রইল সামনের ডেস্কগুলি। কমরেড এণ্ড্মণ্ডস্ কয়েকটা কথা বলে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন—গোড়াতে আমি তিনজন পরীক্ষার্থীকে এগিয়ে আসতে বলব—তারা এগিয়ে এসে প্রশ্নাবলীর কাগজ নিয়ে ডেস্কে গিয়ে বসবে। প্রস্তুতির জন্যে তাদের চার পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হবে। তাদের জন্যে কাগজ পেন্সিল ডেস্কেই রাখা আছে। প্রস্তুতির সময় তোমরা যে কোন চার্ট বা মডেল তোমাদের ডেস্কে এনে ব্যবহার করতে পারবে।—তোমাদের পরীক্ষা হয়ে গেলে পর, তোমরা ইচ্ছে করলে ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারো কিংবা পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসতে পারো। প্রত্যেক পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর বিরাম দেয়া হবে। যখন সকলের পরীক্ষা দেয়া হয়ে যাবে তোমরা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করবে। আমাদের আলোচনা করে মার্ক দেয়া হয়ে গেলে পর তোমাদের ডেকে ফলাফল জানাবো। তোমাদের কোন প্রশ্ন আছে কি?

তারপর তিনি তিনজন পরীক্ষার্থীকে ডাকলেন। তারা প্রশ্নাবলীর কাগজ নিয়ে ডেস্কের সামনে বসে যে যার নোট লিখতে লাগল। তারা মডেলগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ ইচ্ছে করেই গোড়ায় তিনজন ভাল ছাত্রকে ডাকলেন যাতে সমস্ত ক্লাশের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

প্রথম দল যেমনি উত্তর দিতে এগিয়ে এল, দ্বিতীয় দল এসে প্রস্তুতির দিকে মন দিল।

আমার মূল বিষয় হল মাছের বাহ্যিক আকৃতি ও আভ্যন্তরিক গঠন। প্রথমে আমি বাহ্যিক আকৃতি সম্বন্ধে বলবো যেমন তার ডানা আঁশ ও পাশের গঠন বৈচিত্র্য। বলেই রদরিক মডেলের সাহায্যে উক্ত বিষয়ের ওপর হৃদয়গ্রাহী উত্তর দিয়ে গেল।

বিনা দ্বিধায় আমি তাকে 'শ্রেষ্ঠ' মার্ক দিলাম। রদরিক ঘরের পিছনে গিয়ে বসলো। তার উত্তর দেয়ার ভঙ্গী থেকে বুঝতে পারলাম যে বিষয়ের ওপর তার পুরো দখল রয়েছে যার ফলে সে নিজেকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে।

এইভাবে অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই সন্তোষজনক উত্তর দিল। একটি মেয়ে উত্তর দিতে এসে ভীত হয়ে পড়ায় কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ তাকে বসতে বললেন—তুমি আরও দু-একবার ভেবেচিন্তে নাও—আমি শিগগিরই তোমাকে ডাকবো। পরে যখন মেয়েটি উঠলো তখন সে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রশ্নের জবাব দিল। আরেকটি ছেলে—পরীক্ষার মূল বিষয় সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। মেয়েটির মতন সুযোগ পাওয়ায় সেও ভাল ভাবে পরীক্ষা দিল। কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া তাকে আরও কয়েকটা অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। জানা গেল, ছেলেটি কেবল মাত্র একটি জায়গায় একটু দুর্বল। এই কারণে আমি তাকে 'ভাল' মার্ক

দিলাম। পরে অন্যদের তুলনায় দেখলাম সে 'ভাল' মার্ক পাবার যোগ্য। সবাই যখন পরীক্ষা দিয়ে চলে গেল, তখন আমি ও কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ পরস্পরের মার্ক শীট পরীক্ষা করতে বসলাম। দেখা গেল প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দুজন সমান সিদ্ধান্তে এসেছি। যে সব ক্ষেত্রে একমত হতে পারি নি সে বিষয়ে আলোচনা করে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এলাম। ফলাফল খুব সন্তোষজনক হল—এগারোজন 'শ্রেষ্ঠ', চারজন 'ভাল' এবং বাকী দুজন 'চলনসই' মার্ক পেল। ছাত্র-ছাত্রীদের ঘরের মধ্যে ডাকা হল। ফলাফল জেনে তারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরে গেল। পরীক্ষার ফলাফল জানার দেরী হলে তাদের মনে যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয় তা থেকে ত্রাণ পেল তারা।

সমস্ত পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর আমরা কর্মীদের সাধারণ সভায় এ নিয়ে আলোচনা করলাম। অধিকাংশ ছাত্রদের ভাল ফলাফল হওয়ায় তারা যথাক্রমে পরবর্তী ক্লাশে উঠে গেল। যে সব পরীক্ষার্থী ভাল মার্ক পায় নি তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ও কারণ অনুসন্ধান করা হল। যারা এক বা একাধিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়েছে তারা অবিশ্যি শরৎকালীন মেয়াদ শুরু হবার আগে আর একবার পরীক্ষা দেবে।

বাপ-মার দায়িত্ব

লণ্ডন শহরে এসেক্স শিক্ষা কমিটির অন্তর্ভুক্ত কোন এক প্রাথমিক শিক্ষালয়ের বাইরে নোটিশ দেয়া আছে—'প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়া বাপ-মাদের স্কুল-বাড়ীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ।' সোভিয়েটের কয়েকজন শিক্ষককে এ কথা বলাতে তারা তা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারল না।

সোভিয়েট ইউনিয়নে স্কুলের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখা হল বাপ-মাদের অন্যতম কর্তব্য। এ কর্তব্যপালনে শৈথিল্য দেখা দিলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দেন। তাদের মাঝে মাঝে স্কুলে আসতে নিমন্ত্রণ জানানো হয় এবং যাতে তারা ছেলেমেয়েদের ক্লাশের পড়া দেখতে বা তাদের খাবার সময়ে খাবারঘরে কোন ভার গ্রহণ করতে আগ্রহশীল হয় সে জন্যে উৎসাহিত করা হয়। ক্লাশ, স্কুল এবং পায়োনিয়রদের সভায় তাদের নানান্ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানানো হয়।

প্রত্যেক স্কুলের একটা করে নিজস্ব 'বাপ-মাদের কমিটি' আছে যে কমিটি প্রত্যেক বছর তাদের সাধারণ সভায় নির্বাচিত হয়। স্কুল জীবনে তাদের দান সামান্য নয়। এই কমিটি ছেলেমেয়েদের উৎসব অনুষ্ঠান ও আমাদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে; খেলাধুলোর সময়ে ও খাবার-ঘরে নিজেদের মধ্যে থেকে লোক পাঠিয়ে কাজে সাহায্য করে এবং সাধারণ ভাবে স্কুলের পড়াশোনা তদারক করে। প্রত্যেক মেয়াদের শেষে বাপ মাদের সভায় অধ্যক্ষ স্কুলের কাজকর্মের একটা রিপোর্ট পেশ করেন। আগ্রহশীল মনোভাব ও সজীব আলোচনা হল এই সভার বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ সভা ছাড়া প্রতি মাসে বাপ-মাদের ক্লাশ-সভা হয় যখন সেই ক্লাশের নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাঝে মাঝে দেখা গেছে যে ছাত্রদের বাপ-মায়া কোন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর পড়ানোর পদ্ধতি বা ক্লাশ-পরিচালনা রীতির সমালোচনা করেছেন যার ফলে তাদের সঙ্গে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। আমরা দেখেছি বাপ-মায়া নিজেদের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধেই বেশী আগ্রহশীল এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদের উন্নতির কথা চিন্তা করেই ক্লাশের প্রতি তাদের মনোভাব নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও আমরা এই সব সমালোচনা থেকে লাভবান হয়েছি এবং প্রত্যেক জিনিস বিশদ-ভাবে বোঝাতে পেরে বাপ মাদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছি।

বাপ-মাদের সভায় একবার সপ্তম শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞানের শিক্ষকের কথা তোলা হল। কয়েকজন ক্লাশের প্রতি শিক্ষকের মনোভাবকে নিন্দা করলেন এবং আমাদের কর্মীদের সভায় যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সে সব কথা একে একে তোলা হল। এ প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বললেন যে আমরা সকলে তাঁর ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন আছি এবং তা সংশোধন করতে চেষ্টা করছি। শিক্ষক তরুণ হওয়ায় আমরা আশা করছি তাঁকে আমরা শোধরাতে পারবো। শিক্ষক নিজে এই সভায় উপস্থিত না থাকায় আলোচনা আগামী সভার জন্যে স্থগিত রাখা হল যাতে তিনি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর একটা করে স্কুল ডাইরি আছে যাতে তারা বাড়ীর পড়া টুকে রাখে এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে নিজেদের মার্ক লিখিয়ে নেয়। প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে এই ডাইরিতে স্কুল-পরামর্শদাত্রী সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লিখে দেন এবং বাপ-মাকে তা সই করতে বলেন যার ফলে তারা নিজেদের ছেলেমেয়ের উন্নতি সম্পর্কে অবগত থাকতে

পারেন। তারা যদি অতিরিক্ত মন্তব্য করতে চান বা শিক্ষকদের কাছ থেকে কোন খবর জানতে চান সেইজন্যে ডাইরিতে একটা নির্দিষ্ট জায়গা খালি রাখা থাকে। এর ফলে বাপ মা জানতে পারেন যে বাড়ীতে তাঁদের ছেলেমেয়ের কি পড়া উচিত এবং কি রকম মার্ক সে পেয়েছে। যদি কোন বাপ-মা ডাইরিতে সই না করেন তাহলে শিক্ষক টেলিফোন যোগে বা চিঠি লিখে তাদের কর্তব্যপালনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সোভিয়েটের শিক্ষকেরা ক্লাশঘরে বাপ-মাদের দেখতে মোটেই অনভ্যস্ত নন। প্রায়ই তারা ক্লাশ চলার সময়ে ঘরের পেছনে এসে সমস্ত জিনিস লক্ষ্য করেন এবং স্কুলের পরে শিক্ষকেরা তাদের সঙ্গে পাঠ নিয়ে আলোচনা করেন। বাপ-মারা বলেন—বাড়ীতে তাঁদের ছেলে বা মেয়ের পড়তে কি সুবিধে অসুবিধে হয়, এবং তাছাড়া পড়ানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে নিজেদের পরামর্শ দেন। ফলে শিক্ষকেরাও যথেষ্ট লাভবান হন। ক্লাশের প্রত্যেকটি ছাত্রের বাড়ীর পরিবেশ সম্বন্ধে ক্লাশ পরামর্শদাত্রীর অবগত হওয়া কর্তব্য। এবং সে কর্তব্যপালনের জন্যে মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যাওয়া দরকার। সময়ে সময়ে বিরক্তিকর হলেও, দেখলাম আমার কাজের এই অংশ কিন্তু সত্যিই খুব চিত্তাকর্ষক। কারণ এর মধ্যে দিয়ে সোভিয়েট শ্রমিকদের পরিবার-জীবন সম্বন্ধে সত্যিকার পরিচয় পাবার সুযোগ পেলাম।

আমি যেখানেই যেতাম সেখানেই আদর অভ্যর্থনা পেতাম এবং ছেলেমেয়েরাও চাইতো আমি তাদের বাড়ী যাই যদিও তাদের অজানা ছিল না যে আমি বাপ-মাদের কাছে তাদের বা বাপ-মাদের সমালোচনা করবো। অনেকগুলি বাড়ী যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম যে বাপ-মাদের সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকা কালে ছেলেমেয়ে মানুষ করা নেহাৎ সহজ ব্যাপার নয়। একমাত্র সযত্ন শৃঙ্খলার ফলেই তাদের দেখাশোনা করা

এবং অবসর সময়ে তাদের পড়াশোনা তদারক করা বাপ-মার পক্ষে সম্ভব। সুতরাং ছাত্র ছাত্রীদের নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় বাদে স্কুলে, জেলা টেকনিক্যাল বা শিল্প-কেন্দ্রে বা তাদের নিজেদের বাড়ীর রেড্ কর্ণারএ (ক্লাব-ঘর) অন্যান্য কাজকর্মে নিযুক্ত রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমাদের শিক্ষার্থীদের বাপ-মারা মস্কো শহরের বিভিন্ন অংশে বাস করার ফলে (এর কারণ আমাদের স্কুলই ইংরেজী ভাষার একমাত্র স্কুল) তাদের সকলের সঙ্গে দেখা করা আমার মতন ব্যস্ত লোকের পক্ষে রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সে কারণে ক্লাশের সব চেয়ে দুরূহ ছেলে-মেয়েদের বাপ-মার সঙ্গে সর্বপ্রথমে দেখা করবো স্থির করলাম। জিমি আমাকে ভীষণ বিরক্ত করেছিল, সুতরাং তার ওখানে প্রথমে যাওয়া দরকার। তার বাপ-মার সঙ্গে কোন্ দিন দেখা করার সুবিধে হবে জিজ্ঞেস করে চিঠি দিলাম। তারিখ জানিয়ে তাঁদের কাছ থেকে জবাব এল। বিশেষ করে জিমির বাবা আমাকে সন্ধ্যের সময়ে যেতে লিখলেন কারণ তিনি তার আগে বাড়ী ফেরেন না।

জিমির কাছে তাদের বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিয়ে আমি আটটার সময়ে গিয়ে সমস্ত পরিবারকে বাড়ীতেই পেলাম। টেবিলের ওপর চায়ের জল গরম হচ্ছিল—মনে হল যেন আমার যাওয়া উপলক্ষে। আমি বসা মাত্র আমাকে চা, রুটি, মাখন, জ্যাম, মিষ্টি, বিস্কুট প্রভৃতি খেতে দেয়া হল। এই যত্নের আতিশয্যে নিজেকে লজ্জিত মনে করলাম।

জিমিদের বাড়ী হল পুরোনো কাঠের তৈরী বাড়ী—প্রাক্-বিপ্লব যুগের অবশিষ্টাংশ। দুটো ছোট ছোট কাঠের ঘর। রান্নাঘর একটা—তাও অন্য একটা পরিবারের সঙ্গে ভাগে ব্যবহার করতে হয়।

এই গ্রীষ্মকালেই নতুন বাড়ীতে আমাদের একটা ফ্ল্যাট দেয়া হচ্ছে, জিমির বাবা বললেন।—তখন কিন্তু আমাদের ওখানে আসতে ভুলবেন

না। সেখানে আপনার কোন কষ্ট হবে না। বাড়ীর সামনে সমস্ত রাস্তা নতুন করে তৈরী করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি নতুন ফ্ল্যাট বাড়ীও তৈরী হবে। আগেকার দিনে মস্কোয় সমস্তই কাঠের বাড়ী ছিল কিন্তু দশ বছরের মধ্যে আর একটাও থাকবে না। হয়ত মিউজিয়মের জন্যে দু-একটাকে অক্ষত অবস্থায় রাখা হবে।

চা খাওয়ার পর আমরা কাজের কথা শুরু করলাম। আমি বললাম জিমি ক্রমশ উন্নতিলাভ করছে কিন্তু বাড়ীর পড়া সে নিয়মিতভাবে করে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম জিমি তার অবসর সময়ে কী করে—এবং বাড়ীতেই বা সে কী করে। শুনলাম, সে স্কুল থেকে সোজা বাড়ী আসে না, বাড়ীতে খুব অল্পক্ষণই পড়ে এবং সন্ধ্যে অবধি উঠোনে খেলা করে।

যখন আমরা কথা বলছিলাম, জিমি কাছে বসে সমস্ত শুনছিল।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম—জিমি, তোমার মা যা বলছেন তা কি সমস্ত সত্যি কথা?

হ্যাঁ। জিমি জবাব দিল।

তুমি পড়তে ভালবাসো?

খুব বেশী নয়।

জিমি আমাকে তার বইগুলো দেখালো। তার রাশিয়ান ও ইংরেজী বইয়ের ভাল সংগ্রহ আছে।

সে বই দেখাতে দেখাতে নিজে থেকেই বলল—আমি সব চেয়ে স্কেটিং করতে ভালবাসি। আর গ্রীষ্মকালে ভালবাসি মাছ ধরতে। আমি সন্ধ্যেবেলা স্কেটিং করি সেইজন্যে বাড়ী ফিরতে দেরী হয়।

আমরা সকলে একসঙ্গে বসে জিমির জন্যে স্কুলের ছুটির পর তার অবসর সময় যাপনের একটা মোটামুটি রুটিন তৈরী করলাম। তাছাড়া

সে বাড়ীতে কতক্ষণ পড়বে এবং রাতে কখন শোবে তার সময়ও ঠিক করে দিলাম। জিমিকে বললাম সে যেন প্রত্যেক দিন অন্তত আধ ঘণ্টা করে রাশিয়ান বা ইংরেজী বই পড়ে। সে দু সপ্তাহের জন্যে এই রুটিন মত চলতে রাজী হল—কি ভাবে কার্যকরী হয় তা পরীক্ষা করবার জন্যে। জিমির মা কাজে যান না। সুতরাং তিনি প্রতি সপ্তাহে স্কুলে এসে ছেলের উন্নতির রিপোর্ট দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর জিমি শুতে গেল। আমরা বসে বসে পড়াশোনার প্রতি তার আগ্রহ কি করে বাড়ানো যায় তাই আলোচনা করতে লাগলাম। আমি বললাম তার বাবা যদি জিমিকে খেলাধুলো ও ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে কিছু বই কিনে দেন তাহলে তার পড়ার আগ্রহ বাড়বে। এবং চিলড্রেন পাবলিশিং হাউসের কতকগুলো মনোগ্রাহী বইও কিনে দিলে ভাল হয়।

জিমির বাবা তাঁর নিজের মোটরে আমাকে মস্কোর নতুন বড় রাস্তা ঘুরিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন। এই গাড়ী তিনি আমেরিকা থেকে এনেছেন। তিনি বললেন—শিগগিরই আমি এটা নতুন "এম ওয়ান" গাড়ীর সঙ্গে বদল করে নেব। এবং মস্কোর রাস্তায়ও পৃথিবীর সেরা মোটরগাড়ী শিগ্‌গির চলতে শুরু করবে। অপেক্ষা করুন, কিছু দিনেই স্টালিন অটো ওয়াকর্সের তৈরী "ZIS 101" মডেলের নতুন মোটর রাস্তায় দেখা দেবে। তিনি আমাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

তাঁর আতিথ্য ও বাড়ীতে পৌঁছে দেবার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে আমি তাঁকে বললাম—ভুলবেন না বর্তমানে জিমিকে দেখা শোনা করা হল আপনার একটা জরুরী কাজ।

আচ্ছা। আমরা সাধ্যমত করবো। আপনি কিন্তু আবার আসবেন। বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন।

আচ্ছা কমরেড, রাঁধুনী আর বিমানচালক, কার কাজ বেশী সম্মান-জনক? ইউজিন আমাকে একদিন প্রশ্ন করল।

বললাম—এ প্রশ্নের জবাব দেয়া একটু শক্ত। হঠাৎ এমনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কী কারণ?

আমার মা রান্না করেন আর ইনার মা উড়োজাহাজ চালান। তাই আমরা আলোচনা করছিলাম, কার কাজ বেশী ভাল।

আমি প্রস্তাব করলাম—এই প্রশ্ন যদি ক্লাশ-সভায় তোলা যায় তাহলে আমরা সাধারণ মতামত জানতে পারবো। কী বলো?

ইউজিন আমার প্রস্তাব গ্রহণ করল।

বাপ-মা সম্পর্কে আলোচনা হওয়ার ফলেই এই ধরনের প্রশ্নের সৃষ্টি। ইউজিন যখন আমাকে প্রশ্ন করল তখনই আমি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলাম। কিন্তু বারো বছর বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের সভায় যে এ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না।

ইউজিন কথাটা তোলামাত্র কয়েকজন উত্তর দেবার জন্যে এগিয়ে এল।

একজন ছাত্র বলল—আমার মনে হয় রাঁধুনীর কাজ বিমানচালকের চেয়েও জরুরী কারণ আমাদের না খেলে চলে না।

আর একজন বলল—না, যুদ্ধের সময়ে বিমানচালকের কাজ হল সব চেয়ে বেশী জরুরী।

আমার মা পোষাক তৈরী করেন এবং আমি মনে করি তাঁর কাজও অন্য যে কোন লোকের মতই জরুরী। একজন মেয়ে বলল।

এ্যানের বক্তব্য হল—কিন্তু আমাদের দেখতে হবে ইউজিনের মা ভাল রাঁধুনী কি না? তিনি যদি ভাল রাধতে পারেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই একজন অপরিহার্য ব্যক্তি। তেমন ইনার মা যদি ভাল বিমানচালিকা

হন তিনিও কম অপরিহার্য নন। সব রকম মারই প্রয়োজন আছে। আমার মা হলেন শিক্ষয়িত্রী এবং আমার বিশ্বাস তিনিও খুব জরুরী মানুষ। এক সঙ্গে কয়েকজন বলে উঠল—ঠিক, ঠিক।

ইউজিন গর্বের সঙ্গে বলল—নিশ্চয়ই, আমার মা খুব ভাল রান্না করেন। তিনি যে পাকশালায় কাজ করেন সেখানে রোজ পাঁচশো লোক খায় এবং ভাল কাজের জন্যে তিনি পুরস্কারও পেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গ মায়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো। বাবাদের গুরুত্ব বোধ হয় সর্বজনস্বীকৃত। আলোচনার ফলে সকলে এই সিদ্ধান্তে এল যে কাজ হিসেবে প্রত্যেকটিই জরুরী তবে মায়েদের বিচার করতে হলে তাদের কাজের কর্মনিপুণতা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। আমরা সকলে স্থির করলাম যে এবার থেকে মায়েদের ওপর একটা দেয়ালপত্রিকা বের করা হবে কারণ আমাদের স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মায়েদের মধ্যে মিল-অধ্যক্ষ থেকে সাধারণ মিল-কর্মী পর্যন্ত সকলেই আছেন।

উপরোক্ত দেয়ালপত্রিকা খুব সাফল্য অর্জন করল। তাঁদের ছেলে-মেয়েদের কাছে কয়েকজন মা নিজেদের রোমাঞ্চকর জীবনেতিহাসের ধারা প্রকাশ করলেন। আমরা দেয়ালপত্রিকায় ঐ সব জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে যে সব মা শক্ওয়ার্কার (যারা অন্যান্য কর্মীদের পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখেন বা কর্মপদ্ধতির উন্নতিসাধন করতে সক্ষম হয়েছেন) বা নিজেদের কাজে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন তাঁদের ছবি লাগিয়ে দিলাম। এর ফলে তাঁদের ছেলেমেয়েরা ভাল পড়াশোনা করতে উৎসাহিত হল। কারণ স্কুলে খারাপ ফল দেখানো মানে বাপ-মাদের ভাল নামের অসম্মান করা। যে সব ছাত্র-ছাত্রীদের বাপ-মার ছবি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি তারা লজ্জিত হয়ে বাপ মার কাছে এ বিষয়ে উল্লেখ করল।

একজন ছেলে তার মাকে প্রতিদিন কাজ থেকে ফেরবার পর উত্যক্ত করতে লাগলো। প্রতিদিন সেই একই প্রশ্ন—তুমি কি শক্ওয়ার্কার হয়েছো ? হতাশ হয়ে তিনি টেলিফোন যোগে আমার কাছে সাহায্য চাইলেন। ছেলেটিকে আমার বুঝিয়ে শান্ত করতে কিছুদিন সময় লাগলো—যে তার মা আপ্রাণ পরিশ্রম করছেন এবং পুরস্কারের জন্যে তাঁকে আগামী পয়লা মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অবশেষে ছেলেটির মা পুরস্কৃত হলেন। কিন্তু এ কথা কেউই জানলো না—যে তিনি স্বেচ্ছায় ভাল কর্মী হয়েছেন না তাঁর ছেলে তাকে আগ্রহশীল করে তুলেছে।

কস্টেয়ার বয়স দশ বছর। তার বাপ ভয়ানক রাগী লোক। একে সে নিজে একজন দুরন্ত ছেলে তার ওপর তার বাবার স্নায়বিক দুর্বলতা। কাজেই গোলযোগ তিনি সহ্য করতে পারেন না।

একদিন স্কুলে এসে কস্টেয়া বলল যে তার বাবা গতকাল সন্ধ্যেবেলা তাকে মেরেছেন। সুতরাং সে পুলিশে খবর দিতে যাচ্ছে। এবং সত্যি সত্যিই স্কুলের ছুটির পর সে আরও দুজন ছেলেকে নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে তার বাবার নামে অভিযোগ জানালো এবং অনুসন্ধানের জন্যে অনুরোধ করল।

পরের দিন কস্টেয়ার বাবা বাড়ীতে পুলিশকে আসতে দেখে রীতিমত বিস্মিত হলেন। পুলিশ তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বলল। কস্টেয়ার বাবাকে একজন শিক্ষিত লোক দেখে সে আশ্চর্য হল। সে মনে করেছিল—যে বাবা ছেলেকে মারে সে নিশ্চয়ই অশিক্ষিত বা মাতাল। কস্টেয়ার বাবা বললেন যে ছেলেকে মারা তার অভ্যাস নয়। সেদিন তাঁর ভয়ানক মাথা ধরেছিল সেজন্যে তিনি চেঁচামেচি সহ্য করতে পারছিলেন না। ছেলেকে অনেকবার চুপ করতে বা বাইরে গিয়ে খেলা করতে বলেছিলেন। কস্টেয়া কথা না শোনায় তিনি তাকে চড় মারেন।

জীবনে এই প্রথম তিনি কস্টেয়ার গায়ে হাত দিয়েছেন। সুতরাং তার রাগ করা অন্যায় নয়।

পুলিশ কর্মচারী বললেন যে তিনি সাধারণ নিয়ম অনুসারে এক মাসের মধ্যে আবার খোঁজ নিতে আসবেন তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে এর পুনরাবৃত্তি হবে না। কস্টেয়াকে ডাকা হল। সে স্বীকার করল যে জীবনে এই প্রথমবার তার বাবা তাকে মেরেছেন।

কিন্তু, কস্টেয়া বলল—আইন অনুসারে বাবা-মা ছেলের গায়ে হাত দিতে পারেন না। সোভিয়েটের ব্যবহারজীবী হিসেবে এ আইন আমার বাবার জানা উচিত!

স্কুলের বাইরের কাজকর্ম

সোভিয়েটের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত রুচি বা ইচ্ছে যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর থাক না কেন, সাধারণ স্কুল পাঠ্য-বিষয়গুলি তাদের অবশ্য পাঠ্য। এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা সাধারণ পাঠ্যবিষয় ছাড়াও কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে চায় এবং তাদের জন্যে প্রত্যেক স্কুলেই বিভিন্ন বিষয়ের ওপর স্বতন্ত্র গ্রুপ আছে যেখানে ছাত্রেরা স্কুলের ছুটির পর যোগ দিতে পারে। যারা নাটক ও সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহশীল তাদের জন্যে সাহিত্য-চক্র রয়েছে। যারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসুক তারা পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন-চক্রে শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। উদীয়মান শিল্পী যারা তাদের জন্যে শিল্পী-চক্রের ব্যবস্থা আছে। অর্কেস্ট্রা-চক্রের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যারা সংগীতজ্ঞ হতে ইচ্ছুক তাদের জন্যে। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্মাণকার্য বা অন্য কোন টেকনিক্যাল বিষয় শিক্ষার জন্যেও সমস্ত ব্যবস্থা আছে। যদি কারো কোন বিশেষ বিষয় শেখবার আগ্রহ থাকে তার জন্যে তৎক্ষণাৎ স্বতন্ত্র চক্র গঠন করা হয়। এই সব চক্রে যোগদান করার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ছেলেমেয়েরা তাদের খুশিমত যোগ দিতে পারে তবে সেখানে শ্রেণীভুক্ত হবার পর একটা নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পড়া তাদের কর্তব্য। প্রত্যেক চক্রে একজন যোগ্য পরিচালক আছে যাকে স্কুল বা পায়োনিয়র সংঘ থেকে মাইনে দেয়া হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে একজনকে সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। সে হাজিরা রাখা ও চক্রের পরিচালনা ব্যাপারে সাহায্য করে।

এই সব বিভিন্ন চক্র বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময়ে যেমন ১লা মে,

৭ই নভেম্বর (বিপ্লব বার্ষিকী দিবস) বা নতুন বছর বা স্কুল বছরের শেষে একত্রিত হয়। এবং নাট্য-চক্র ছোট ছোট অভিনয়ের আয়োজন করে ; পোষাক ও দৃশ্য-পরিকল্পনার ভার নেয় শিল্পীরা এবং আলোর তত্ত্বাবধানে থাকে বিজ্ঞানীরা যারা ব্যবহারিক জ্ঞানে পারদর্শী। স্কুল অর্কেস্ট্রা-চক্র থেকে সংগীতের আয়োজনও করা হয়। তাছাড়া এই সব উৎসবে বিভিন্ন চক্রের তৈরী জিনিসপত্রের প্রদর্শনী খোলা হয় ; তাতে উড়োজাহাজের মডেল, ছবি, নক্‌সা, রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যাদি প্রভৃতি সমস্তই থাকে।

আমাদের স্কুলে দশজন শিল্পীর জঙ্গী দল ছিল। তারাই অভিনয়ের সময়ে রঙ্গমঞ্চ এবং বিশেষ ছুটির সময়ে স্কুল-বাড়ী সাজানোর ভার নিত। এই চক্রের দলপতি ছিল আর্থার। সে সপ্তম শ্রেণীর একজন বুদ্ধিমান ছাত্র। তার আঁকবার পদ্ধতিও অভিনব এবং মৌলিক। তার হাতের আঁকা "মৎস ও মৎসজীবী" নাটকের (পুশকিনের অনুকরণে লেখা) দৃশ্য পরিকল্পনা পুশকিনের শততম মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে নিখিল মস্কো শিশু প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল।

আরেকটি অভিনব দল হল তরুণ "জীববিদ্যা" শিক্ষার্থীর চক্র। তার সভ্য সংখ্যা প্রায় বিশজন। বিভিন্ন একোয়েরিয়ম (জীবজন্তু রাখবার জলাশয়) ইঁদুর, শুয়োর প্রতিপালন ও তাদের ক্রমোন্নতি সযত্নে লিপিবদ্ধ করা ছাড়াও, এই চক্রের কয়েকজন সভ্য চিড়িয়াখানা ও বোটানিকাল গার্ডেনের সঙ্গে যুক্ত আছে। তারা চিড়িয়াখানার জন্তু প্রতিপালনে সাহায্য করে ; বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে ; বাঁদর, বনমানুষ, ভাল্লুক ও অন্যান্য বিচিত্র জীবজন্তুর অভ্যাস লক্ষ্য করে। যারা প্রাণিতত্ত্বে আগ্রহশীল তারাও এই ভাবে বোটানিকাল গার্ডেনে জঙ্গী সহকারী হিসেবে কাজ করে।

একবার একদল ইংরেজ শিক্ষকদের মস্কো বেড়াবার সময়ে আমার

বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যাবার সুযোগ হয়েছিল। ঢোকামাত্র সীমুরের দেখা পেলাম। সে আমাদের স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। সে আমাদের গাইড হতে রাজী হল। বিচি ও গাছপালা সম্বন্ধে তার প্রভূত জ্ঞান দেখে দর্শকেরা রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সে আমাদের বিশেষ বিশেষ গাছপালা দেখাতে লাগলো এবং তার পর বাগানের যেখানে মিচুরিন (বিখ্যাত প্রাকৃত-তত্ত্বজ্ঞ; তিনি সাইবেরিয়ায় আঙুর এবং উদীচ্যবৃত্তে বাঁধাকপি জন্মাতে সফল হন) পদ্ধতিতে কলম তৈরী ও দুটো ভিন্ন রকম ডালের সংযোগে নতুন গাছ সৃষ্টি করা হচ্ছে সেখানে নিয়ে গেল।

আমরা যখন বাগান থেকে বের হচ্ছি তখন দেখলাম সীমুর দৌড়ে গিয়ে একদল ছেলের সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। আমরা কাছে গিয়ে শুনলাম সীমুর তাদের ফুল তোলার জন্যে অভিযোগ জানাচ্ছে। সে বোঝাচ্ছে কেন তাদের গাছ থেকে ফুল পাড়া উচিত নয়। শেষে সীমুর তাদের উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দিল যে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির ওপরে তাদের দরদ থাকা উচিত।

তারপর আমরা সব্জী-ঘরে গেলাম যেখানে মিচুরিনের ফলগাছের কলমকরণ ও সংযোগকরণ পরীক্ষার অত্যাশ্চর্য নমুনা দেখানো হয়েছে। এখানেও সীমুর আমাদের বিভিন্ন নমুনা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল।

আমি আমাদের গাইডের ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলাম বিশেষ করে (সে চলে যাবার পর আমি দর্শকদের কাছে বললাম) অতীতে সে নিজে একজন খারাপ ছেলে ছিল এই ভেবে। সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির ওপর তার কিছুমাত্র দরদ ছিল না। প্রাকৃতিক ব্যাপারে তার বিশেষ আগ্রহ থাকায় এবং বোটানিকাল গার্ডেনে তরুণ প্রাকৃত-তত্ত্বজ্ঞদের দক্ষ পরিচালনায় সে ক্রমশ বুঝতে শিখেছে যে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির ওপর

তার দরদ থাকা কেন দরকার। এবং সেই জন্যে সে কর্মনিষ্ঠ রক্ষী হতে পেরেছে।

যে সব ছাত্রেরা ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্মাণকার্যের ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী এবং যাদের স্কুল-চক্র পর্যাপ্ত শিক্ষা দিতে পারে না তাদের জন্যে জেলা টেকনিক্যাল কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে সমস্ত সাজসরঞ্জামযুক্ত ঘরের ব্যবস্থা আছে, সেখানে তরুণ শিল্পীরা মনের আনন্দে কাজকর্ম করতে পারে। সেখানে ছাত্ররা বেতার সেট, নৌকো, উড়োজাহাজ, বাষ্পযান তৈরী করে, যা অনায়াসে কাজে লাগানো যেতে পারে। শালৃতি ও অন্যান্য হাল্‌কা জাতের নৌকো তৈরী করে গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে তারা মস্কোর কাছাকাছি নদীতে চালায়।

স্কুল কর্তৃপক্ষের সাহায্যেই ছাত্রেরা টেকনিক্যাল কেন্দ্রের চক্রগুলিতে তালিকাভুক্ত হয়। তার জন্যে কেবলমাত্র শিক্ষক এবং পায়োনিয়র দলপতির প্রশংসাপত্র দরকার। এর ফলে স্কুলকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ কর্মের ওপর নজর রাখতে হয় এবং দেখতে হয় যাতে তাদের ওপর বেশী কাজের বোঝা না চাপানো হয়। এবং এই প্রশংসাপত্র পাবার প্রয়োজনীয়তা তাদের ভালভাবে পড়াশোনা করতে আগ্রহশীল করে তোলে।

প্রত্যেক জেলারই তার নিজের নিজের শিল্প ও সংগীত শিক্ষালয় আছে, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্কুল কর্তৃপক্ষের চিঠি নিয়ে যোগদান করতে পারে। তবে তার আগে তাদের পরীক্ষা করে দেখে নেয়া হয় যে তাদের শিল্প বা সংগীত সম্বন্ধে কোন সাধারণ ব্যুৎপত্তি আছে কিনা। তাছাড়া যারা কুস্তি, ব্যায়াম ও খেলাধুলো ভালবাসে তাদের জন্যে বিভিন্ন ক্রীড়া-চক্র আছে। অর্থাৎ অবসরকালে ছেলেমেয়েদের সমস্ত রকম প্রিয় উদ্দেশ্য ও আগ্রহ পূরণের পথই উন্মুক্ত।

মস্কোর প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের লক্ষ্য হল সেন্ট্রাল হাউস অব পায়োনিয়ার্স এর (একে প্যালেস অব পায়োনিয়ার্স'ও বলা হয়) কোন চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকা। যারা এর সঙ্গে যুক্ত থাকে তারা রঙ্গমঞ্চ, গ্রন্থাগার ও পাঠ-গৃহে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার পায়। হলটির স্থান সীমাবদ্ধ হওয়ায় মস্কোর হাজার হাজার কিশোরদের মধ্যে নির্দিষ্টসংখ্যক মাত্র প্রবেশের সুযোগ পায়। সেকারণে এখানকার প্রবেশাধিকার পাওয়া অনেকটা প্রতিযোগিতামূলক। যে সব পায়োনিয়ররা খুব উচ্চতা অর্জন করতে পেরেছে এবং যারা ভাল সামাজিক কর্মী তারাই প্যালেস অব পায়োনিয়র্সে প্রবেশপত্র পায়।

আসলে ছেলেমেয়েদের কাছে প্যালেস অব পায়োনিয়ার্স হল স্বপ্নপুরী। বাইরে থেকে বাড়ীর দেয়াল আর চুড়োগুলি ধূসর রঙের দেখতে—ঠিক যেন মধ্যকালের রাজপ্রাসাদের মত। কিন্তু ভেতর থেকে আধুনিকতার চূড়ান্ত। শিল্প, নাটক, সাহিত্য, আলোকচিত্র, ফিল্ম্ তোলা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈজ্ঞানিক রিসার্চ,—ছেলেমেয়েদের সমস্ত ইচ্ছে ও স্বপ্ন পূরণের সুবিধেই এখানে রয়েছে। এখানে একটি নাট্যশালাও আছে যেখানে নিয়মিতভাবে অভিনয় হয় এবং যেখানে ছেলেমেয়েরা নিজেরাও অভিনয় করে। তাছাড়া এখানে সোভিয়েট ইউনিয়নের সেরা নায়কেরাও আসেন—যেমন বিমানচালক, আবিষ্কারক, লেখক, কবি, শিল্পী ও গায়ক। তাঁরা এসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন, পড়াশোনা করেন, খেলা করেন। এবং প্রত্যেক জিনিসের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি তাদের অগাধ ভালবাসা জাগাতে চেষ্টা করেন।

আন্তর্জাতিক সান্ধ্য উৎসব উপলক্ষে প্যালেস অব পায়োনিয়ার্সের নাট্যশালায় আমাদের স্কুলের গায়কদের একবার ডাকা হয়। তাদের বলা হয় ইংরেজী ও আমেরিকান লোকসংগীত শোনাবার জন্যে।

আমাদের সংগীত-শিক্ষয়িত্রী যত্ন নিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করেন।

বিশেষ বাসে করে আমাদের গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাওয়া হল। গিয়ে দেখলাম কিশোর কিশোরীদের সমাবেশে সমস্ত জায়গা ভরে গিয়েছে। নানান্ রকম জাতীয় পোষাক পরে তারা ওঠা নামা করছে সিঁড়ি দিয়ে। অন্য একদল ছেলেমেয়ে রেস্তোরাঁয় বসে আইসক্রীম আর দুধ খাচ্ছে। হলের মধ্যে ছেলেমেয়েরা পাশাপাশি বসে মনের আনন্দে গল্প করছে। তাদের মাঝখানে এখানে সেখানে বেখাপ্পাভাবে মুষ্টিমেয় বয়স্কেরা ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহের পেছন থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীরা বাজনা বাজিয়ে এগিয়ে এসে রঙ্গমঞ্চে বসলো। তাদের মধ্যে ইউক্রেনিয়ান, ইহুদী, জার্মান, পোলিশ, জীপসী, এসিরিয়ান ও নানান্ জাতের লোক। অনুষ্ঠানের পরিচালিকা হল নয় কি দশ বছরের একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়ে—তার পিঠের ওপর দুটি কালো বিনুনি নেমে গিয়েছে। গলায় লাল রেশমের টাই। অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিষয় সে ক্রমে ক্রমে ঘোষণা করল এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত ও দলগত পরিচয় করিয়ে দিল। তার মধ্যে আত্মজ্ঞান-বিশিষ্টতার লেশ মাত্র চিহ্ন ছিল না।

উপরোক্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে গান, নাচ, আবৃত্তি ও বাজনা সমস্তই ছিল। কয়েকটি জাতীয় দল, বিশেষ করে ইউক্রেনিয়ান ও জীপসীদের নাচ দেখে আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। দশ বছরের এক যন্ত্র-বাজিয়ে অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে বেহালা বাজালো এবং একটি ইহুদি কিশোরী এমন নাটকীয় ভঙ্গীতে কবিতা আবৃত্তি করলো যে অধিকাংশ শ্রোতার কাছে তার ভাষা বোধগম্য না হলেও তারা ভূয়সী প্রশংসা না করে পারলো না। কাউকে দেখে আত্মজ্ঞান বিশিষ্ট বা রঙ্গমঞ্চভীত বলে মনে হল না। সোভিয়েটের ছেলেমেয়েদের প্রধান গুণ হল যে তারা দর্শক দেখে বা

অচেনা মুখ দেখে বা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কিছুমাত্র ভীত বা লজ্জিত হয় না। তারা দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অভিনয় করে এবং সে কারণে তাদের অভিনয়পটুতা পুরোমাত্রায় প্রকাশ পায়। তারা যখন যা ইচ্ছে এবং যেভাবে ইচ্ছে জানাতে ও শিখতে পারে—এই স্বাধীন নিশ্চিতির মধ্যেই তাদের আত্মবিশ্বাসের জন্ম। তাদের সিনেমাগুলি সব সময়ে ছেলেমেয়েদের ভীড়ে ভর্তি থাকে। সেখানে ট্রেজার আইল্যাণ্ড, ক্যাপটেন গ্রাণ্টস্ চিলড্রেন, টম সয়ার এবং এ ওয়াইট সেইল লুমস্‌এর মত রোমাঞ্চকর ছবিও দেখানো হয়। সাধারণ সিনেমায় ও সান্ধ্য অনুষ্ঠানে চোদ্দ বছরের নীচের ছেলেমেয়েদের প্রবেশাধিকার দেয়া হয় না। সুতরাং তারা সিনেমার প্রত্যেকটি ছবিই দেখতে যায়। সেখানে ছোট ছেলে কি মেয়ে সঙ্গে না থাকলে বড়দের ঢোকা আইনবিরুদ্ধ। ছোটদের সিনেমার শো সাড়ে সাতটায় শেষ হয়ে যায়। তাদের দেরী করে শুতে যাবার কোন সুযোগই দেয়া হয় না।

প্রায়ই ছোটদের ফিল্‌মের বিশেষ শোর আয়োজন করে তাতে ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করা হয়। এই সব শোর উদ্দেশ্য হল পরস্পরে ফিল্‌ম্ নিয়ে আলোচনা করা। দেখা গেছে এদের সমালোচনা খুব যুক্তি-সঙ্গত ও উপকারী হয়। ফিল্‌ম্ প্রযোজকেরা জানেন যে ভাল ছবি তৈরী করতে হলে ছোটদের রুচি উপেক্ষা করলে চলবে না।

সাধারণত আমার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সপ্তাহের পঞ্চম দিনে ছবি দেখতে যায়। তারা একসঙ্গে যাবার ফলে স্কুলে ফিরে এসে তারা মিলিতভাবে ছবি নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এই কারণে শিক্ষকেরাও ছোটদের সঙ্গে ফিল্‌ম্ দেখতে যায়। আমার অনেক সময়ে বড়দের চাইতে ছোটদের ছবিই বেশী চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। বয়স্ক

ছেলেমেয়েরা অবিশ্যি তাদের চোদ্দ বছর পুরো না হওয়া সত্ত্বেও দুপুরের শোয়ে বিশেষ ছবি দেখতে যায়।

বেতারে নানান্ বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে ভাল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। দিনে দুটো করে ঘোষণা থাকে—একটা ছোট ছেলেদের জন্যে ও অন্যটা বড় ছেলেদের জন্যে। এই ঘোষণার ভেতর দিয়ে তাদের বিভিন্ন দেশের গল্প বলা হয় যেমন রবিন হুড, ব্রায়ার র‍্যাবিট, এণ্ডারসনের রূপকথার গল্প এবং অন্যান্য বিখ্যাত গল্প যা পৃথিবীব্যাপী শিশুদের কাছে জনপ্রিয়। তাছাড়া তাদের সোভিয়েট ইউনিয়নের বীরদের কীর্তিবহুল জীবনী বলা হয়, যেমন প্যাপানিন ও তিন সঙ্গী (এমন কি তাদের কুকুরের কথাও বাদ দেয়া হয় না), উড়োজাহাজ চালিয়ে, সীমান্তরক্ষী, বয়নশিল্পী ভিনোগ্রাডোভা, স্টাখানোভ প্রভৃতি। তাদের জীবনবৃত্তান্ত এমন সরল ও সহজভাবে বলা হয় যাতে শ্রোতোরা তাদের কীর্তির কথা শুনে কর্মনিষ্ঠায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। পায়োনিয়র সংঘ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি জগতে সোভিয়েটের নতুন অভিযান ও সাফল্যের খবর বেতারে ঘোষণা করে। এইভাবে সোভিয়েটের ছেলেমেয়েদের পিতৃভূমির ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তাদের শিক্ষা দেয়া হয় যে, এর উন্নতিসাধন ও রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। তাছাড়া নাটক ও নানান্ বিচিত্র অনুষ্ঠানের সাহায্যে তাদের ভেতর পৃথিবীব্যাপী কিশোর সমাজের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানো হয়। আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীরাও কয়েকবার আন্তর্জাতিক ঘোষণায় যোগদান করেছে। তারা রুশীয় হয়েও জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা বা আবৃত্তি করেছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির ছেলেমেয়েরাও সেখানে নিজেদের ভাষায় প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে।

বেতারের শিশুবিভাগ সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত শ্রোতাদের সঙ্গে

নিয়মিতভাবে চিঠির ভেতর দিয়ে যোগাযোগ রাখে। শ্রোতারা তাদের কাছে অনেক গল্প, কবিতা ও ছবি পাঠায়। চিঠির মারফৎ ছেলেমেয়েরা যে সব সমালোচনা ও মত প্রকাশ করে বেতারের অনুষ্ঠানগুলি সে সবের দ্বারা অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়।

অন্যান্য দেশের মত এ দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সামাজিক উৎসব অত্যন্ত জনপ্রিয়। বছরের সব চেয়ে সেরা উৎসব হল নতুন বছরের আগের দিনের মুখোস নৃত্য। হলের মাঝখানে একটি ফার গাছ রাখা হয় এবং নানান্ রঙের ছোট ছোট বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে গাছটিকে সাজানো হয়। ফার গাছের উচ্চতা কড়িকাঠ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়। উৎসব গান, খেলা ও প্যারেড দিয়ে আরম্ভ হয়। তার বৈশিষ্ট্য হল, ছোটদের কমিটির নির্বাচিত পোষাকের বৈচিত্র্য। এর পর সান্টা ক্লজের প্রথানুযায়ী পোষাক পরে 'তুষার ঠাকুর্দার' আবির্ভাব হয়। তিনি এসে মজার ধাঁধাঁ জিজ্ঞেস করেন, গল্প বলেন এবং যাবার আগে ঘরের প্রত্যেকের হাতে একটা করে উপহার দিয়ে যান।

সকলের যখন খাওয়া শেষ হয়ে যায় তখন ছেলেরা দলবেঁধে বা ব্যক্তিগতভাবে অন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শেষের দিকে নাচ বা খেলা যার যতক্ষণ ইচ্ছে করতে পারে, এমন কি এই বিশেষ উৎসবে মাঝ রাত পর্যন্ত, কারণ তার পরদিনই শীতকালীন ছুটি আরম্ভ। সন্ধ্যে কাটানোর আর একটি খুব চিত্তাকর্ষক উপায় হল আন্তর্জাতিক আগুন-পোয়ানো উৎসব। এই উৎসবে নানান্ জাতের (বিদেশীদের থাকতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই) ছেলেমেয়েরা স্কুল-বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আগুনের চারপাশে বসে গল্প করে, আবৃত্তি করে। এমন কি কাকজ্যোৎস্নায় নাচ গানও করে। এর ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জাতের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। তার প্রমাণ সোভিয়েট

ইউনিয়নের সমস্ত জাতির একতার মধ্যে।

পায়োনিয়র ট্রুপরাও প্রায়ই এই ধরনের সান্ধ্য উৎসবের আয়োজন করে যেখানে আগুনের চারপাশে বসে নানান্ প্রসঙ্গের ওপর আলোচনা হয়। আমার একদিনের মজার কথা মনে আছে। সেদিন পনের বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েরা "বন্ধুতা"র ওপর আলোচনা করছিল। দেখলাম, আমার মত তারাও অনুভব করছে যে এই আধা অন্ধকার আবহাওয়া তাদের পরস্পরের বিশ্বাস ও ভাব আদানপ্রদানের পক্ষে সহায়ক। দুটি মানুষের মধ্যে (তারা দুজন পুরুষই হোক বা স্ত্রী-পুরুষই হোক) বন্ধুতার প্রশ্ন নিয়ে সকলে খুব যত্নের সঙ্গে আলোচনা করল। শেষে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে এই দুটি বন্ধুভাবাপন্ন মানুষ যদি সমাজের সমবায় থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে রাখে তাহলে সে বন্ধুত্ব সত্যিকারের হয় না। সে বন্ধুত্ব তাদের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু এই দুটি মানুষ যদি সমবায় সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয় এবং তাদের বন্ধুতা সমাজসেবায় নিয়োগ করে তাহলে সে বন্ধুতা হল সত্যিকার ও খাঁটি।

তারপর শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুতার কথা উঠল। সম্প্রতি কয়েকটি ছেলে বিদেশ থেকে এসেছিল। সেখানে তারা মাস্টারদের কাছে প্রহৃত হত। যে শিক্ষক তাদের ওপর শারীরিক অত্যাচার করে তার সম্পর্কে তাদের কি মনোভাব সে কথা তারা জানালো। একজন ছাত্র শারীরিক শাস্তি সমর্থন করতে গিয়ে অন্যান্য কমরেডের কাছে হাস্যাস্পদ হল। কয়েকজন বলল কি ভাবে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের মেয়েদের স্কুলে 'পক্ষপাতিত্ব ও প্রেম' হয়ে থাকে। সবাই একমত হল যে একমাত্র সোভিয়েট স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সত্যিকার বন্ধুতা সম্ভব। এটা বিচিত্র নয় অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি মনোগ্রাহী প্রশ্ন উঠল—বন্ধু বা বান্ধবী

সম্পর্কে কোন খবর কারো কানে তোলা কতদূর সঙ্গত? "কখনও কোন খবর কারো কানে তুলবে না" এই তত্ত্বকথা দেখা গেল কয়েকজনের মনে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেছে। এ নিয়ে তুমুল আলোচনা হল।

একজন ছেলে বলল—নিশ্চয়ই তোমাদের কখনও চুকলি করা উচিত নয়। তার মানে কারো পেছনে কথা বলা উচিত নয়। আগে তাকে গোপনে ডেকে বলা উচিত ও সাবধান করে দেয়া উচিত। অবিশ্যি সভায় বসে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও তার মুখের ওপর সমালোচনা করা অন্যায় নয় কারণ তাতে ভাল ফল হয়।

আরেকজন বলল—আমেরিকায় আমি আমার মাস্টারকে ক্লাশের সঙ্গীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না কারণ আমি জানতাম তার ফলে সে বিপদে পড়বে। এখানে কিন্তু তার কোন শাস্তি নেই। খেলাখুলি তা নিয়ে আলোচনা হয়। ফলে আমরা নিজেদের শোধরাতে পারি—দোষ কাটিয়ে উঠতে শিখি।

শেষের দিকে সনিয়া বিশেষ করে 'আন্তর্জাতিক মৈত্রীর' কথা তুলল। বলল—আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের দেশের লক্ষ্য হল সারা পৃথিবীর কিশোরসমাজের সৌভ্রাত্র অর্জন করা। আমাদের দেশে একটা ছেলে নিগ্রো কি ইহুদী, স্প্যানিয়ার্ড কি তাতার, মার্কিন কি আরব, যে কোন জাতের হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। সব চেয়ে জরুরী কথা হল যে, আমাদের দেশ থেকে আমরা সমস্ত রকম সামাজিক ঘৃণা ও বিভেদ দূর করে ফেলেছি। আমার মনে হয় ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে এবং বড়দের ও ছোটদের মধ্যে কি ভাবের বন্ধুত্ব হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে এই ট্রুপের খুব সুস্থ ধারণা আছে। আমাদের সমস্ত কাজকর্মে এমন মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে যাতে সমস্ত শ্রেণী

প্রত্যেক বিষয়ে বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারে। এখন আলো জ্বালা হোক। তার পর খাওয়াদাওয়ার পর একটু নাচগান করলে কেমন হয়?

মস্কোর কিশোরদের নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। কিন্তু আমি আমাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দু-একবার নাট্যশালা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হবে যে এই নাটকাভিনয় ছোটদের জীবনে কী বৃহৎ অংশই না জুড়ে আছে! কিশোরদের নাট্যশালা তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। তারা সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে পরিচিত। রঙ্গমঞ্চের কোন অনুষ্ঠান-সূচিই তাদের অজানা নয়। তাদের মধ্যে অনেকে একটা অভিনয় কয়েকবার করে দেখে।

আমার ক্লাশের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই একলা বা দলবেঁধে নাটক দেখতে যেত। যার হাতে টিকিট কেনা এবং দল পরিচালনার ভার সে-ই অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করত। ক্লাশের প্রত্যেকের মত নিয়ে কোন্ নাটক দেখতে যাওয়া হবে তা স্থির করতো। একবার আমরা দলবেঁধে থিয়েটার অব দি ইয়ং স্পেকটেটরএ—'ব্যায়ামগীর' নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। নাটকটির বিষয়বস্তু হল জারের আমলের স্কুল জীবন এবং সামান্য বিপ্লবমুখী ছাত্রদের প্রতি তখনকার কর্তৃপক্ষের মনোভাব। নাটকটি অত্যন্ত ভালভাবে অভিনীত হয় এবং তার গভীর প্রতিক্রিয়া দর্শকদের মনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঘরভর্তি দর্শক ও নাটক—দুইই দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। আমি আমার ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বসেছিলাম। তখন আমি পড়াতাম সপ্তম শ্রেণীতে। আমার একদিকে একটি আমেরিকান মেয়ে, সে নাটকের হাস্যরসাত্মক কথোপকথন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল না। কিন্তু তার পাশের একটি ছেলে বিরাম হলে জরুরী ব্যাপারগুলি অনুবাদ করে

মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। দেখলাম নাটকের প্রত্যেকটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছেলেদের মনে ফুটে উঠছে। অভিনেতা, অভিনেত্রী ও দর্শক —তারা যেন সবাই এক দলের লোক। প্রত্যেক দৃশ্যের শেষে প্রশংসা-মূলক হাততালি প্রযোজকের পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার।

বিরাম হলে আমার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী আমাকে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইল। আমি যেন তাদের অতিথি। নাটকে যে কয়েকজন বয়স্ক দর্শক এসেছিলেন, দেখলেম, তারা খুব নিঃসঙ্গ বোধ করছেন। পরিচিত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে না এলে আমিও তাই মনে করতাম।

বসবার ঘরের দেয়াল বিভিন্ন নাটকের অনুষ্ঠান-লিপি ও পরিচ্ছদের নানান্ রকম নক্সায় ভর্তি। নাট্যশালার রেস্তোরাঁয় চা, কোকো, কফি, সরবৎ, কেক, বিস্কুট ও অন্যান্য মিষ্টি খাবার খুব ন্যায্য দরে পাওয়া যায়। বিরামকালে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শুনলাম আমায় চারদিকে নাটক নিয়ে বেশ জমকালো রকমের আলোচনা হচ্ছে। কেউ কেউ দেখলাম নিজেদের স্কুলের সঙ্গে নাটকে দেখা স্কুলের তুলনা করছিল; কেউ কেউ অভিনয়ের তুলনামূলক আলোচনা করে অভিনেতাদের সমালোচনা করছিল, আবার কেউ কেউ পূর্ব-অভিনীত নাটকের সঙ্গে এই নাটকের তুলনা করছিল। কারো মতে নাটকটি ভাল হয়েছে। কারো কারো মতে নাটক নাকি ভালভাবে উৎরায় নি। যাই হোক সবাইকে কিন্তু অভিনয় সম্বন্ধে খুব আগ্রহশীল বলে মনে হল। তাদের কথোপকথন থেকে জানা গেল অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই নিয়মিতভাবে নাটক দেখে থাকে।

আর একবার আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিশু রঙ্গালয়ে আলেক্সি টলস্টয়ের 'সোনার চাবি' নাটক দেখতে

দেখতে যাই আগে এই নাট্যশালাই 'সেকেণ্ড আর্ট থিয়েটার' নামে পরিচিত ছিল। বক্স, ড্রেস সার্কেল ও গ্যালারি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহটির আয়তন বেশ বড়। অন্যান্য অধুনানির্মিত একটি বারান্দাওয়ালা নাট্যশালার মত এটি আকারে সমকোণ নয় এবং এর জনপ্রিয়তাও তেমন নেই।

আয়তন বড় হওয়া সত্ত্বেও দেখলাম সাত থেকে তের বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ভীড়ে প্রেক্ষাগৃহ ভরে গিয়েছে। ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষক, পায়োনিয়র নেতা বা বাপ-মার সঙ্গে এসেছে। গুঞ্জের মতন শিলিংএ সহস্র শিশু কণ্ঠের চীৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে হলে পায়চারি করছে—পরদা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই চীৎকার থামবে কিনা এই আশঙ্কায়। আমার মনে হয় সবদিনই নাটক শুরু হবার আগে পর্যন্ত তারা এমনি উদ্বিগ্ন হয় কিন্তু সেদিনকার মত অন্যদিনও তাদের চিন্তা অমূলক প্রমাণিত হয় কারণ গোড়াতে যন্ত্রসংগীত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গুঞ্জনধ্বনি থেমে যায়। ছেলেমেয়েরা শোনবার ও দেখবার জন্যে মনোযোগী হয়ে ওঠে।

নাটকটি রূপকথার দুঃসাহসিক রোমাঞ্চে ভরা। নাটকের নায়ক তৎক্ষণাৎ দর্শকদের শ্রদ্ধা অর্জন করল —তারা সবাই তার রসিকতা ও উল্লম্ফনে আনন্দ প্রকাশ করল। দেখা গেল অভিনয়ের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু-দর্শকদের মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করছে। একটি বয়স্ক দর্শক আমার সঙ্গে একমত হলেন যে নাটকটি কয়েক জায়গায় খুব জটিল হয়ে পড়েছে।

নাটকের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর অংশ হল—যেখানে শয়তানকে তার দীর্ঘ দাড়ি দিয়ে গাছে বাঁধা হয়েছে এবং সে নায়ককে এক থলি মোহরের বদলে 'সোনার চাবি' দেবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছে। যখন

দেখা গেল যে নায়ক তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গাছের কাছে যাচ্ছে তখন দর্শকদের মধ্যে থেকে সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল 'না ওকে চাবি দিও না—ওকে চাবি দিও না'। নায়ক তাদের উপদেশ গ্রহণ করা মাত্র তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যে যার আসনে বসে পড়ল। আবার যখন কারাকাস-বারাকাস নামক শয়তানটি চাবির ব্যবহার সম্পর্কে উপদেশ চাওয়ায় নায়ক গাছের দিকে অগ্রসর হল—তখন দ্বিতীয় বার তারা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একস্বরে বলে উঠল 'যেও না। ওর কাছে যেও না'। নায়ক তাদের কথা পালন করায় তারা আনন্দে হাত-তালি দিয়ে উঠল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটি তাদের মন জুড়ে ছিল। যাবার সময়ে দেখা গেল তাদের মুখে সন্তোষের হাসি।

বিরামকালে আমি অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। দেখলাম তাদের অধিকাংশই নাটকটি কয়েকবার দেখেছে এবং গল্পের আকারেও পড়েছে। এমন কি কেউ কেউ তাদের বাপ-মার ক্লাবের কিশোর-বিভাগে এই নাটকে অভিনয় পর্যন্ত করেছে। নাটকটি তাদের মনে মনে মুখস্থ হয়ে গেছে তবুও তারা অদম্য উৎসাহ নিয়ে নাটক দেখতে এসেছে—যেন প্রথমবার দেখছে।

কিশোরদের রঙ্গালয়ের রেস্তোরাঁ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো। ছোট ছোট কাঁচে ঢাকা গোল টেবিল, তার পাশে ছেলেমেয়েদের বসবার জন্যে স্টুল। রেস্তোরাঁয় ছোটদের পক্ষে যে খাদ্য উপযোগী তাই-ই পরিবেশন করা হয়ে থাকে। রূপকথা ও অন্যান্য গল্প থেকে জমকালো দৃশ্য বেছে নিয়ে রেস্তোরাঁর দেয়ালগুলি চিত্রাঙ্কিত করা হয়েছে।

নাট্যশালার বড় বসবার ঘরের একদিকে একটা ছোট মঞ্চ ও একটা পিয়ানো আছে। যার ইচ্ছে সে খেলায় বা সংগীতানুষ্ঠানে (বিশেষ সাংস্কৃতিক দল কর্তৃক পরিচালিত) যোগ দিতে পারে। ঘরের দেয়াল

নানান্ রকম ছবি দিয়ে সাজানো—সেগুলি সমস্তই সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা এঁকে পাঠিয়েছে। ছবি দেখে শিল্পীর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিরামের সময়ে ছেলেমেয়েরা সমস্ত বসবার ঘর, দালান, সিঁড়ি অধিকার করে থাকে। তাদের গতিবিধি দেখে মনে হয় তারা গৃহসুলভ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছে। একদল ছেলে কেবল ছুটোছুটি করছিল কিন্তু অধিকাংশ ছেলেমেয়ে দেখলাম দালানের দেয়ালে টাঙানো অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছবি এবং বিভিন্ন নাটকের দৃশ্যাবলি দেখছে। রেস্তোরাঁয় অবিশ্যি ছেলেমেয়েদের ভয়ানক ভীড়। আইসক্রীম কাউন্টারে দেখা গেল প্রচুর আইসক্রীম বিক্রী হচ্ছে।

পরের দিন সকালে আবার থিয়েটারে গিয়ে আমি কর্মীদের জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় এই নাট্যশালার আভ্যন্তরিক কাজকর্মের খবরাখবর পাবো। একটি মহিলা আমাকে আপিসে নিয়ে গিয়ে একজন প্রবীণার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনি ঘরের এক কোণে ডেস্কের কাছে বসে কাজ করছিলেন। আমি যখন তাঁকে আমার আগমনের কারণ বলতে যাচ্ছি তখনই টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। ফোনে তাঁর কথাবার্তা শুনে বুঝলাম তিনি হলেন 'দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ' রাখার দায়িত্বে এবং মস্কোর কোন একটি স্কুলের পায়োনিয়র নেত্রী।

নমস্কার, কমরেড এ্যান্। হ্যাঁ, আমি আপনাকে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে খবর পাঠিয়েছিলাম। মহড়া বেশীক্ষণ চলেছিল বলে আমি আর তারপর ছেলেমেয়েদের আলোচনার জন্যে বসিয়ে রাখতে পারি নি। সুতরাং আমার ইচ্ছে, আপনি তাদের নাটক সম্বন্ধে মতামত লিখে জানাতে বলুন—বিশেষ করে যে কোন সমালোচনা ও সূচনা তারা পাঠাতে পারে। আমি আসলে তাদের কাছ থেকে জানতে চাই নাটকের কোন্ অংশ তাদের কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হয়েছে এবং

কোন্ অংশ তাদের মতে ঠিকভাকে চিত্রিত হতে পারে নি। আপনার অভিমতও আমার দরকার। আপনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই বসেছিলেন সুতরাং তাদের প্রতিক্রিয়া আপনি ভাল করেই জানেন। প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে মতামত জানাক কারণ একেকটা ছেলের একেক রকম ধারণা আছে যা একসঙ্গে লিখে পাঠালে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। পরশু দিন কি আপনি লিখিত মতামতগুলো সংগ্রহ করে আনতে পারেন? দয়া করে আসুন কারণ শিগ্‌গিরই আমরা ঐ নাটক সাধারণ্যে অভিনয় করতে চাই। যদি কিছু পরিবর্তন করতে হয় তো কয়েক দিনের মধ্যেই করতে হবে। মহিলাটি টেলিফোন রেখে দিয়ে আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন।

আমার আসার উদ্দেশ্য প্রকাশ করে আমি তাঁকে বললাম—আপনার টেলিফোনের কথাবার্তা থেকেই কতকগুলো দরকারী খবর আমি সংগ্রহ করেছি। আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আপনাদের নাটক সম্বন্ধে অত্যন্ত অনুরাগী। তারা অনেকে আপনাদের কাছে ছবি ও চিঠিপত্র পাঠায়। এই প্রথম আমি আপনার এই নতুন বাড়ীতে আসছি। এখন এই বড় বাড়ীতে বৃহত্তর সুযোগ সুবিধের মধ্যে, আমি জানতে চাই, আপনি কী রকমের কর্মী নিয়ে কাজ করেন এবং কি ভাবে কাজ করেন?

তিনি আরম্ভ করলেন—আপনি জানেন যে এ হল ছেলেমেয়েদের রঙ্গমঞ্চ সুতরাং তাদের সন্তুষ্ট করা ও আকর্ষণ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে দিয়ে চিন্তার খোরাক যোগানো হল আমাদের কাজ। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমরা কাজ করি। আমাদের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক—যদিও তাদের মধ্যে কয়েক জন অল্পবয়স্ক তরুণেরাও আছে। তারা খুব ভালভাবে ছোটদের উপযোগী অভিনয় করতে পারে

এবং তার জন্যে আমাদের দর্শকের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রাখতে হয়। তাদের উন্নতি ও আগ্রহের সঙ্গে আমাদেরও তাল রেখে চলা উচিত সুতরাং আমরা মহড়ার সময়ে বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রতিনিধিমূলক দলকে নিমন্ত্রণ করি। তারপর নতুন নাটক নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন হল পুরনো বন্ধু। কিন্তু আমরা নতুন দলকেও ডাকি। তারা মাঝে মাঝে প্রকাশ্য মতামত জানাতে লজ্জা পায়। তখন আমরা তাদের পায়োনিয়র নেতা বা শিক্ষককে, কমরেড এ্যানকে এক্ষুনি টেলিফোন যোগে যা করতে বললাম, তাই করতে বলি। স্বভাবত আমরা তাদের প্রত্যেক প্রস্তাব ও সমালোচনাই গ্রহণ করি না। আমরা সমস্ত জিনিস শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখি কিন্তু কিশোরদের মতামতের সঙ্গে পরিচয় থাকায়, তাদের পছন্দমত নাটক প্রয়োজনা করার পক্ষে আমাদের সুবিধে হয়।

আচ্ছা ঐ জনপ্রিয় Serezha Streltzov নাটকটি আপনারা হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কারণ বর্তমানে তা কোন উদ্দেশ্য পূরণ করছে না? ঐ নাটকখানি আমাদের স্কুলের একটা বিশেষ উন্নতির অবস্থায় লেখা হয়েছিল। যে সমস্যা নিয়ে ঐ নাটকের সূত্রপাত তা পুরনো ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মীদের আমলে বর্তমান ছিল। তখন সে সব দুর্বলতা প্রকাশ করার প্রয়োজনও ছিল এবং তা দেখে সপ্তম ও তার পরবর্তী শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও শিক্ষা দুইই পেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সপ্তম শ্রেণীর নীচেকার ছেলেমেয়েদের এই অভিনয়ে আসা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল বলে তারা নানান্ উপায় অবলম্বন করে ভেতরে ঢুকত। তাদের বয়স ঐ নাটকের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝবার পক্ষে উপযুক্ত না হওয়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হত। হাজার হোক, আমাদের আধুনিক নাটকের কাজ হল আসল সমস্যাকে

প্রকাশ করা এবং সত্যিকার চিন্তার খোরাক যোগান। নইলে তার কোন প্রয়োজন নেই।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এ পর্যন্ত আপনাদের কোন মহড়ায় আসার সুযোগ আমার ঘটে ওঠে নি যদিও আমার ছাত্রছাত্রীরা এখানে প্রায়ই আসে। আমি বললাম।

হ্যাঁ, আমি সনিয়াকে খুব ভালভাবে জানি। সে খুব উৎসাহী পায়োনিয়র নেত্রী। প্রায়ই সে আপনার স্কুলের ছেলেমেয়েদের এখানে নিয়ে আসে। আপনি এর পরের বার তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। যদি কোন সময়ে আপনি কিছু জানতে ইচ্ছে করেন, জানাবেন—আমি খুব আনন্দের সঙ্গে আপনাকে সাহায্য করবো।

ছোটদের নাট্যশালায় এইই আমার শেষ পরিদর্শন নয়। আমি বিভিন্ন ক্লাশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে অনেকবার নাটকের মহড়া দেখতে গিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। থিয়েটারের কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে আমি অন্তরঙ্গভাবে মিশেছি। তারা সবাই খুব ভাল শিক্ষক। নাট্যকলা সম্বন্ধেও তাঁদের জ্ঞান অবিসংবাদী। শিশুজগতে তাদের কর্মানুরাগ মস্কোর শিক্ষা জগতে একটা উল্লেখ-যোগ্য দান।

ক্যাম্প

প্রত্যেক স্কুলই গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে এবং সে ব্যবস্থা কয়েক মাস আগে থেকে শুরু হয়। গরমের সময়ে যাদের শহরের বাইরে যাবার কোন উপায় নেই বা যাদের বিশেষ বিশ্রাম ও যত্নের দরকার—তাদের সর্বাগ্রে ক্যাম্পের সুবিধে দেওয়া হয়।

প্রত্যেক ক্যাম্প শিক্ষা-বোর্ডের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। ক্যাম্পের জন্যে বাপ-মাদের সামান্য অর্থ সাহায্য করতে হয় এবং তাও তাদের আয় হিসেবে কম বেশী হয়ে থাকে।

ক্যাম্পের জায়গাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী। পুরনো গেঁয়ো বাড়ীর মত বা সুইজারল্যাণ্ডের আল্‌প্‌বাসী রাখালদের ঘরের মত ছেলেমেয়েরা কাঠের বাড়ীতেই থাকে। বাড়ীগুলি এই উদ্দেশ্যেই তৈরী। তাছাড়া গ্রীষ্মকালে আরও বাড়ী ভাড়া নেয়া হয়। এবং সাধারণ প্রথানুযায়ী শহরের স্কুলগুলি গ্রামের স্কুলবাড়ী ভাড়া নেয় এবং ক্লাশ-ঘরকে অস্থায়ী শোবারঘরে পরিণত করে। এই সব স্কুলবাড়ী ক্যাম্পের জন্যে খুব উপযোগী কারণ সেখানে রান্নাঘর ও স্যানিটারি ব্যবস্থা সমস্ত বর্তমান। সোভিয়েট শিক্ষাবিদ ও ডাক্তারেরা ক্যানভাসের ক্যাম্পে থাকা ভাল মনে করেন না কারণ তাতে ছেলেমেয়েরা আগামী শীতকালের জন্যে শক্তি সঞ্চয় ও স্বাস্থ্যলাভ করবার উপযোগী বিশ্রাম পায় না।

কালুগার কাছে ওকা নদীর ওপর আমাদের একটা স্থায়ী ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পটি নদী থেকে কয়েক হাত দুরে দেবদারু বনের ধারেই। দুটি কাঠের ঘর—দুটি দোতলা তাতে শোবার ব্যবস্থা আছে, এবং

খোলা হাওয়ায় একটি বড় খাবারঘর—বর্ষাকালের জন্যে মাথায় ওপর একটা আচ্ছাদন দেয়া আছে। খাবারঘরের পেছনে ক্লাবঘর, গ্রন্থাগার এবং বর্ষাকালে গল্পের আসরের জন্যেও দু-একটা ঘর আছে। তাছাড়া অন্যান্য সব কর্মচাঞ্চল্য ঘরের বাইরে হয়ে থাকে।

গ্রীষ্মের অবকাশে আমি এই ক্যাম্পে দেড় মাস কাজ করবার জন্যে রাজী হলাম। দু মাসের বদলে আমি এক মাসের ছুটি পেলাম। ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমাকে এক মাসের মাইনে দেয়া হল। তাছাড়া ক্যাম্প থেকেও আমি কাজের জন্যে অর্থ পেলাম। ক্যাম্পে একজন করে শিক্ষক সব সময়ে থাকে। হিসেব করলে দাঁড়ায় যে, বড় স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষকের প্রতি পঞ্চাশ বছরে একবার করে ক্যাম্পে যাবার পালা পড়ে। ক্যাম্পিং শুরু হবার দশ দিন পরে আমি মস্কো থেকে রওনা হলাম। ছ-ঘণ্টা ভ্রমণের পর আমরা ভোর ছটায় গিয়ে পৌছলাম কালুগায়—আঁকবাঁকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর। আমার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বাপ-মারা ছিলেন। আমরা যেদিন গিয়ে পৌছলাম সেদিন ছিল ক্যাম্প উদ্বোধন ও পরিদর্শনের দিন।

বাসের জন্যে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবার ইচ্ছা না থাকায় আমরা ক্যাম্পের চার মাইল রাস্তা হেঁটে যাবো স্থির করলাম। আমরা শহর অতিক্রম করে এসে পৌছলাম প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে—তার পরেই জঙ্গল। ফুলের গন্ধে মদির হয়ে উঠেছে সেখানকার হাওয়া। পথের ধারের কয়েকটা ক্যাম্প ছাড়িয়ে আমরা নদীর দিকের রাস্তায় গিয়ে পড়লাম।

দূর থেকে আমাদের ক্যাম্প চোখে পড়ল। ভোরবেলা তা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমাদের আসার খবর আগে থেকে দেয়া হয়েছিল। দেখলাম, ক্যাম্পের অধ্যক্ষ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে

এগিয়ে এলেন। পরে আমাদের গরম কফি ও জলখাবার দিয়ে আপ্যায়িত করা হল।

কমরেড হল্যাণ্ড এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। এখানে তাঁর জায়গায় আমাকে কাজ করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে। আমরা দুজনে ক্যাম্পের মাঠে ঘুরে বেড়ালাম। জঙ্গলের একটা অংশকে বেড়া দিয়ে ঘিরে এই মাঠ তৈরী করা হয়েছে। ক্যাম্প পরিচালনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন—এখানে আপনার কাজ হল আসলে উপদেষ্টার কাজ। আপনাকে এখানে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে হবে। এই ক্যাম্প পরিচালনার ভার পায়োনিয়র সংগঠনের ওপর। তারা নিয়মিতভাবে দৈনিক সময়-তালিকা মেনে চলে। ডাক্তার, নার্স এবং ক্যাম্প-মা ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখেন।

তাহলে আমাকে আসলে কী কাজ করতে হবে? নিজেকে অত্যন্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে করে প্রশ্ন করলাম।

কেন, আপনি নাটক পরিচালনার ভার নিতে পারেন, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারেন, ছোটদের ওপর নজর রাখতে পারেন, তাদের কোন অসুবিধে হলে সাহায্য করতে পারেন, ক্যাম্প-কর্মীদের সভায় যোগ দিয়ে দেখতে পারেন যে প্রকৃত শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত কিছু পরিচালিত হচ্ছে কি না। বড় মেয়েদের ওপর নজর রাখবেন—দু-একজন আছে যারা মাঝে মাঝে সীমা ছাড়িয়ে যায়। নিজেকে প্রয়োজনের বাইরে বলে মনে করবেন না। আপনার করবার মত যথেষ্ট কাজ আছে এবং আমার মনে হয় আপনার সময় খুব ভাল ভাবেই কাটবে।

ভিক্টর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। সে দেখলাম কাপড়চোপড় পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বিউগল্ বাজাল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখা

গেল সমস্ত ক্যাম্প জেগে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এল। কেউ কেউ দেখলাম কাপড় পরতে পরতে বেরিয়ে আসছে। তারা সকলে নিজেদের সমান উচ্চতা অনুসারে সার বেঁধে দাঁড়াল। ব্যায়াম-শিক্ষক এসে তাদের ভার নিল। দশ মিনিটকাল কসরৎ করার পর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে মুখ ধুয়ে প্রাতর্ভোজনের জন্য প্রস্তুত হতে চলে গেল।

চীৎকার ক'রে ছেলেমেয়েরা অভিবাদন জানাল আমাকে। তাদের চিনে ওঠাই আমার পক্ষে রীতিমত কষ্টকর—কারণ সকলে বেশ স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একদিকে এল্‌গা অন্যদিকে জিমি আমাকে ধরে বসল—আমরা মুখ হাত ধুয়ে আমাদের বিছানা তৈরী করে ফেলেছি। চলুন এখন আমরা মাঠে বেড়াতে যাই। একটু পরে জিমির বাবা আসবেন, তিনি তাঁর গাড়ীতে আমার মা-বাবাকেও নিয়ে আসছেন। এল্‌গা বলল। কমরেড হল্যাণ্ড বললেন যে আপনি এখানে থাকবেন। সত্যি নাকি? ঠিক, ঠিক, এবারে আপনাকেও আমাদের সঙ্গে জাম পাড়তে যেতে হবে, সাঁতার কাটতে যেতে হবে......। নানান্ কথা বলতে বলতে ছেলেমেয়েরা আমাকে ক্যাম্পের মাঠে টেনে নিয়ে গেল। মাঠটা ঢালু হয়ে নদীর দিকে চলে গিয়েছে। এল্‌গা যে বাড়ীতে থাকে সে বাড়ী অবধি আমরা বেড়াতে গেলাম। সে বলল—আমাদের বাড়ীটা কিন্তু খুব ভাল। আমার মনে হয় আপনিও এ বাড়ীতে থাকবেন কারণ কমরেড হল্যাণ্ডও বড় মেয়েদের সঙ্গে ওপরে থাকেন। আমরা এখন বাড়ীর ভেতরে যাবো না কারণ জিমির ভেতরে যাওয়া নিষেধ। তারা আমাকে বাড়ীর পেছন দিকে নিয়ে গেল।—এটা হল আমাদের খেলবার জায়গা। দেখলাম, এখানে দোলনা, বার, ওঠবার দড়ি, ভলিবল খেলবার ব্যবস্থা সমস্তই আছে। কয়েকজন ছেলে-

মেয়ে যারা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়েছে, তারা নিজেদের খুশিমত খেলা করছে। দুজন ছেলে একটা ভলিবল নেটের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। তাদের চোখে মুখে আনন্দের প্রাচুর্য। যেন তারা জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করছে।

গাছপালার মাঝখান থেকে বিউগলের আওয়াজ শোনা গেল। খাবার ঘরের পাশের এক টুকরো জমির ওপর হৈ হৈ করে সকলে নেমে এসে জমির তিন পাশে সারি দিয়ে দাঁড়াল। সকলের একই রকম কাপড়-চোপড়—ছোট পায়জামা ও শার্ট বা একটা হাতাহীন ব্লাউস। অনেকে দেখলাম ব্লাউস পরেনি। দশ বছর বয়সের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের গলায় লাল টাই বাঁধা। মাঠের মাঝখানে একটা লম্বা নিশান ও একটা ছোট মঞ্চ।

সনিয়া মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল। তার কোঁকড়ানো চুল রোদে ধুয়ে শাদা হয়ে গেছে। তার বাদামী রঙের গায়ের সঙ্গে ছোট স্কার্ট একটা বৈসাদৃশ্যের পরিচয় দিচ্ছে। সে নির্দেশ দিল—ইউনিট নেতারা তোমরা নিজেদের রিপোর্ট তৈরী করো। ইউনিট নেতারা যারা তাদের সভ্যদের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল, সভ্যসংখ্যা গুণে নিয়ে তারা যে যার জায়গায় ফিরে গেল। সনিয়ার পরবর্তী নির্দেশ হল—ট্রুপনেতারা, তোমরা তোমাদের রিপোর্ট সংগ্রহ করো। দেখলাম, ইউনিট নেতারা ট্রুপ নেতাদের কাছে এসে তাদের রিপোর্ট দিতে লাগল। আমি যে গাছের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে কিছু শোনা গেল না—ট্রুপ নেতারা, তোমরা তোমাদের রিপোর্ট দাও।

প্রত্যেক ট্রুপনেতা তার নিজের ট্রুপকে মনোযোগী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে সনিয়ার কাছে সকালের রিপোর্ট দিতে গেল—কমরেড পায়োনিয়রনেত্রী, প্রথম ট্রুপের পঁয়ত্রিশজন পায়োনিয়র সকলেই এখানে

উপস্থিত আছে। একজনের গলায় টাই নেই। সে বলল টাই পরতে সে ভুলে গেছে। যখন বাকী তিনজন টুপনেতার এইভাবে রিপোর্ট দেয়া হয়ে গেল, সনিয়া ঘোষণা করল, প্রথম টুপের দ্বিতীয় ইউনিট সেদিন ক্যাম্পের পাহারায় থাকবে। এর পর সনিয়া সবাইকে খাবারঘরে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিল। ভিক্টর ও অন্য দুজন ছেলে ব্যাণ্ড বাজালো। ছেলেমেয়েরা সকলে তারই তালে তালে পা মিলিয়ে চলল।

খাবার আয়োজন দেখলাম প্রচুর। আমাদের নিজেদের স্কুলের রাঁধুনী রান্না করেছে এবং পরিবেশন করছে আমাদেরই নিজেদের লোক।

প্রাতর্ভোজনের পর ছেলেমেয়েরা যে যেখানে ইচ্ছে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, সেদিনকার কাজের ভার, যে ইউনিটের ওপর ছিল, সে ইউনিট টেবিল ক্যাম্প সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করল।

যে মেয়েটি ছোট শিশুদের (যারা সংখ্যায় ১৫।২০ জন) দায়িত্বে ছিল সে তাদের নিয়ে বনে বেড়াতে গেল। কয়েকজন বাপ-মাও তাদের সঙ্গে গেলেন। বাকী ছেলেমেয়েরা হয় তাদের বাপ-মাদের বেড়াতে নিয়ে গেল কিংবা সন্ধ্যেবেলার উৎসবের প্রস্তুতির জন্যে ক্যাম্পে রয়ে গেল।

নদী ও ক্যাম্পের মাঝখানের মাঠে দেখলাম ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট ডালপালা এনে জড়ো করছে। রাতে এখানে আগুন-পোয়ানো উৎসব ও সংগীতানুষ্ঠান হবে।

ছেলেমেয়েরা সমস্ত সকাল উৎসবের প্রস্তুতির জন্যে ব্যস্ত রইল। আমি তাই নদীর দিকে বেড়াতে গেলাম। পায়ের নীচে অজস্র সবুজ ঘাস, মাঝে মাঝে এধারে ওধারে ফুল ফুটে আছে। নদীর ওপারে মনোরম দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। নদীর এধারকার ছোট উপকূলে বসে

আরামে স্নান করা যায়। ক্যাম্পের পেছনেই বন। বন দেখে ভেতরে যাবার লোভ হয়। ছেলেমেয়েরা বলেছিল বনের মধ্যে অনেক জাম গাছ আছে। পরের দিন আমিও তাদের সঙ্গে জাম পাড়তে যাবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। নদীর ধারে বসে বসে রোদ পোয়ালাম। খাবার সময়ে ক্যাম্পে গিয়ে দেখি—সমস্ত নীরব, নিস্তব্ধ। সবাই দুপুরের ঘুমে আচ্ছন্ন। চা খাওয়ার পর ক্যাম্পের সামনের মাঠে খেলাধুলো হল যেমন দৌড়ানো, লাফানো, সাঁতারকাটা, চক্রক্রীড়া ও কসরৎ।

সাতটার সময়ে রাতের খাবার খাওয়া হয়ে যাবার পর সবাই ক্যাম্প-পতাকা উত্তোলনের জন্যে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে ক্যাম্পের অধ্যক্ষ একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিলেন। প্রথমে তিনি নবাগত বাপ-মাদের অভিনন্দন জানালেন। তার পর ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করে বললেন যে তারা তাদের ছুটি পুরোপুরি উপভোগ করুক ও শীতকালীন পাঠের জন্যে তারা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে শক্তিশালী হোক। তাদের মনে রাখা উচিত ক্যাম্পের নিয়মাবলি অত্যন্ত সামান্য। এ শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তারাই এবং তা রক্ষা করাও তাদের কর্তব্য।

তাঁর বক্তৃতার পর পায়োনিয়রদের নেতৃস্থানীয়া সনিয়াকে পতাকা তোলবার জন্যে বলা হল। সঙ্গে সঙ্গে বিউগল্ আর ড্রাম বেজে উঠল। লাল নিশান উঁচু বাঁশের ওপর উঠে হাওয়ায় উড়তে লাগল। তার তালে তালে গান গেয়ে উঠল ক্যাম্পের সবাই। আনন্দধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলনের কাজ শেষ হল।

তারপর সারি ভেঙে যে যার লেপ কম্বল নিয়ে আগুন-পোয়ানো উৎসবের মাঠের দিকে অগ্রসর হল। তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি। সনিয়া ঘোষণা করল যে তাদের মধ্যে একজন অতিথি উপস্থিত আছেন যিনি গৃহযুদ্ধের সময়ে লালফৌজে ছিলেন—তিনি তখনকার গল্প বলবেন।

গল্প শুনতে শুনতে মনে হল এ যেন দুঃসাহসিক রোমাঞ্চের কাহিনী। ছেলেমেয়েরা সকলে অভিভূত হয়ে কাহিনী শুনলো। শেষ হওয়ামাত্র তারা হাততালি দিয়ে উঠল আনন্দে।

তাঁর কাহিনী বলবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ঘন নীল হয়ে এল। আমাদের পেছনে নদীকে মনে হল লম্বা কালো ফিতের মত। সন্ধ্যেবেলার আলোর সূচিমুখ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। একজন ছেলে গাছের ডালপালার স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল আগুনের শিখা, স্ফুলিঙ্গগুলো ছড়িয়ে পড়ল হাওয়ায়। গল্প বলা শেষ হয়ে যাবার পর একমুহূর্তকাল নিস্তব্ধতা রইল। তারপর সনিয়া একটা জনপ্রিয় গান গাইতে আরম্ভ করল। প্রত্যেকে যোগ দিল তাতে। একটার পর একটা পরিচিত গান হয়ে চলল। কাছের গ্রাম থেকে আগুন দেখে ও গান শুনে এগিয়ে এল ছেলেমেয়েরা। তাদের আমরা উৎসবে যোগ দেয়ার জন্যে নিমন্ত্রণ জানালাম।

একজন ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—কমরেড্স্, এবার আমাদের সান্ধ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। প্রথম হল স্টেলার নাচ। এ্যাকর্ডিয়ান বাজানো আরম্ভ হল। স্টেলা গিয়ে দাঁড়াল আগুনের সামনে। তার পরনে গ্রাম্য পোষাক। নাচতে নাচতে সে উচ্ছল হয়ে উঠল। এটা তাদের জাতীয় নৃত্য। নাচের শেষে সবাই প্রশংসায় হাততালি দিল।

পরবর্তী বিষয় হল "আমি জার্মান ভাষা জানি না" নামে একটা ছোট নক্‌সা। তৃতীয় ট্রুপের তৃতীয় ইউনিট এটা দেখাবে। এ নাটিকাটি অত্যন্ত সজীব ও মনোগ্রাহী এবং আগেই এ নক্‌সা খুব প্রশংসা পেয়েছে। যারা বিদেশী ভাষা শেখার দিকে মনোযোগী নয় এটা তাদের নিয়েই একটা প্রহসন। এর পর আরও অনেক বিষয় আছে যেমন আবৃত্তি, নাচ, নাটিকা ও গান। সমস্ত সন্ধ্যেটা অত্যন্ত দ্রুতভাবে কেটে গেল।

অনুষ্ঠানের উচ্চাঙ্গের রস পরিবেশন দাগ কেটে গেল আমার মনে। অবশেষে সকলে নিজের নিজের লেপ কম্বল নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেল। রাতের মতন নিশান নীচে নামিয়ে দেয়া হল। তার পর সবাই ঘুমোতে গেল।

যে সব দর্শক অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিলেন তারা বিশেষ বাসে করে বাড়ী চলে গেলেন। আমি সন্তুষ্ট চিত্তে ঘুমোতে গেলাম। ক্যাম্পবাসের প্রথম দিন পুরোপুরি উপভোগ করা গেছে।

আমি আর সনিয়া পরের দিন সকালে স্নানের পোষাক পরে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের কাঁধে তোয়ালে। শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে আমরা নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। ভোর হওয়া সত্ত্বেও দেখলাম রোদ উঠেছে, হাওয়ায় বেশ উষ্ণতার আমেজ।

স্নান করে নতুন শক্তি পেয়ে ক্যাম্পে ফিরে চললাম। প্রথম বাড়ীর দেয়ালে দেখলাম নিম্নরূপ বিজ্ঞপ্তি টাঙানো আছে।

সময়ের তালিকা

৭.০০	এ এম্	ঘুম ভাঙা ও ড্রিল
৭.১৫	"	মুখ ধোয়া ও বিছানা তৈরী করা
৭.৪৫	"	সারি বেঁধে দাঁড়ানো
৮.০০	"	প্রাতরাশ
৮.৩০ থেকে ১১.০০		অবসর
১১.০০ থেকে ১২.০০		রৌদ্রস্নান ও সাঁতার কাটা
১.০০	পি এম্	দুপুরের আহার
১.৩০ থেকে ৩০০ পি এম্		বিশ্রাম
৪.০০	পি এম্	চা পান

৪.৩০ থেকে ৬.৪৫		অবসর
৬.৪৫	পি এম্	রাতের আহারের জন্যে প্রস্তুতি
৭.০০	„	রাতের আহার
৮.৩০	„	অল্পবয়স্কদের ঘুমোনোর সময়
৯.১৫	„	সামরিক কায়দায় সারবদ্ধ হওয়া
৯.৩০	„	ঘুমোনোর সময়
১০.০০	„	শেষ বিউগল্

গতকালের মতই সকাল গড়িয়ে চলল—ড্রিল, কসরৎ, প্রাতর্ভোজন ইত্যাদি। তারপর অবসর সময়। আমি সমস্ত ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে দেখলাম ছেলেমেয়েরা তাদের অবসর কি ভাবে কাটায়। মাঠের এক কোণে একটা লম্বা টেবিলের চার পাশে দেখলাম একদল প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে একত্রিত হয়ে উড়োজাহাজের মডেল তৈরী করছে। দুজন ছেলেকে দেখা গেল বসে বসে বেলুন তৈরী করছে। পরে সেই বেলুন তারা নীচের দিকে একটু আগুন ধরিয়ে এবং ভেতরকার হাওয়াকে গরম করে নিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিল। মাঠের আর এক অংশে একদল ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে ফুলের গাছ লাগাবার জন্যে কেয়ারি তৈরী করছে। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম যে তাদের সমস্ত ইউনিটই ক্যাম্পের চার পাশে ফুল গাছ লাগাতে ব্যস্ত আছে। জমিতে পোতবার জন্যে বিচি এবং চারা সমস্তই প্রস্তুত। তারা আমাকে কতকগুলো কেয়ারি দেখাল যাতে তারা আগেই ফুলের চারা লাগিয়েছিল। সেগুলিতে এরই মধ্যে ফুল ফুটেছে। মনে হল গাছগুলি যেন গোড়া থেকেই এখানে আছে।

জিমি মাছ ধরার ছিপ নিয়ে কি যেন করছে। তাকে সাহায্য করছে দুজন ছোট্ট ছেলে। পরে জানতে পারলাম জিমি ছোট ছেলেমেয়েদের

খুব ভালবাসে এবং সে কারণে তাদের জন্মে সে অনেক জিনিস তৈরী করে দেয়। এর ফলে আমি তার চরিত্রের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলাম। জিমি বলল নদীতে খুব মাছ আছে এবং সে সন্ধ্যেবেলা চতুর্থ শ্রেণীর দুজনকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবে। তারা এ সম্বন্ধে খুব উৎসাহী। সে বলল—আমি সারাদিন মাছ ধরবো। আমি তার কথা শুনে আশ্চর্য হলাম কারণ স্কুলে তাকে খুব অস্থির বলে মনে হয়। সে যে এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসে কোন কাজ করতে পারে তা আমার চিন্তারও বাইরে।

ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম ছেলেমেয়েরা যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। কেউ গাছ তলায় বসে বই পড়ছে ; কেউ ঘাসের ওপর বসে গল্প করছে বা ছবি আঁকছে ; আবার অনেকে দলবদ্ধ হয়ে বাগান করছে, উড়ো-জাহাজের মডেল করছে, ক্রীড়া-শিক্ষকের কাছে খেলাধুলো শিখছে কিংবা ক্যাম্প পরিষ্কার করছে।

এগারোটার সময়ে সবাই স্নানের পোষাক পরে নদীর ধারে রৌদ্রস্নানের জন্যে প্রস্তুত হল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন ক্যাম্পের ডাক্তার। মেয়েরা বসল একদিকে এবং তাদের থেকে কিছুটা দূরে আর একদিকে বসল ছেলেরা। ডাক্তার দু দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন—'তোমরা সকলে পিঠের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ো।' ডাক্তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। 'এবার বাঁ দিক ফিরে শোও', 'বুকের ওপর ভর দিয়ে পড়ে থাকো।' এবং অবশেষে 'ডান দিক ফিরে শোও।' তাদের রৌদ্রস্নান হয়ে যাবার পর তিনি আদেশ দিলেন—'এবার সবাই জলে নামো।' জলে নামার সময়ে সে কী জলের শব্দ আর হাসির হুরা! ছেলেমেয়েদের মত আমিও নিজেকে পুরোপুরি উপভোগ করলাম। বড় ছেলেরা দেখলাম নদীতে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল

যাতে ছোট ছেলেমেয়েরা বেশীদূর চলে যেতে না পারে। ছোটদের স্নান হয়ে যাবার পর তারা ডাইভিং বোর্ডের ওপর গিয়ে ডুব দেয়া অভ্যাস করতে লাগল।

এর পর প্রচুর খিদে পেল। খাবারের টেবিলে বসে কয়েক প্লেট স্যুপ, প্রচুর মাংস, আলু, সালাড এবং এক প্লেট মিষ্টি মোরব্বা খেয়ে খিদে মিটলো।

সাধারণ নিয়ম হিসেবে সকালের খাবারের পর দুপুর তিনটে পর্যন্ত বিশ্রাম নেয়ার কথা। আমাকে বলা হয়েছিল যে প্রথম কয়েকদিন নার্স বা ডাক্তারদের ছেলেমেয়েদের ওপর পাহারা দিতে হয় কারণ তারা কেউই ঘুমাতে বা বিশ্রাম নিতে চায় না। কিন্তু আমি আসার পর দেখলাম তারা বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং সবাই দেড় ঘণ্টা ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

চা খাওয়ার পর আমি বনে জাম পাড়তে যেতে রাজী হলাম। প্রায় পঁচিশজন ছেলেমেয়ে এসে উপস্থিত হল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে কাপ। তারা বললে— এতে আমরা জাম রাখবো।

ভোভা বলল— আমি দুটো কাপ কিনেছি। আপনি একটা নিন।

বনের মধ্যে যেখানে প্রচুর জাম ফলেছে— সেখানে পৌঁছতে দশ মিনিট সময় লাগল। ভিক্টরকে দেখলাম, সঙ্গে বিউগল্ নিয়ে এসেছে। সে বলল—তোমরা বিউগল্ শোনামাত্র আমার কাছে ফিরে আসবে। আর একটা কথা, তোমরা পরস্পরে কে কোথায় আছো তার খোঁজ রাখবে যাতে হারিয়ে না যাও।

আমার দিকে চেয়ে ভিক্টর বলল—আমি আপনার সঙ্গে যাবো। কখন বিউগল্ বাজাবো আপনি নির্দেশ দেবেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম সকলে জাম পাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সে নানান্‌ রকমের ফল, সবার নামও জানি না। বনটা রাস্পবেরি বেতগাছের ভীড়ে ছেয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের পরস্পরের ডাক গাছ-পালার মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম জাম পাড়ার সময়ে কাপের প্রয়োজনীয়তা কতখানি! যেমনি কাপ ফলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে তেমনি তার মালিক গাছ তলায় বসে সেগুলো শেষ করছে। খাওয়া হয়ে গেলেই সে আবার ফল সংগ্রহ করছে।

বন দেখে সত্যিই অভিভূত হয়ে গেলাম। পাইনের ঘন জঙ্গল বার্চ গাছের রূপোলী পরিবেশকে একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য দান করেছে। সবুজ লতাগুল্ম ও ঘাসের মাঠে গাছের ডালপালা ভেদ করে সোনালী রোদ এসে উপচে পড়ছে। চারদিকে ছেলেমেয়েদের কলকাকলির ধ্বনি প্রতিধ্বনি। একে গ্রীষ্মের দিন, তার ওপর ছেলেমেয়েদের আনন্দোৎসব। গ্রীষ্মকালে যে কোন শহর দেখলেই বোঝা যায় যে খুব অল্প সংখ্যক ছেলেমেয়েই সেখানে থাকে। সোভিয়েট দেশে ছেলেমেয়েদের মঙ্গলসাধন করা হল একটা বড় রকমের রাষ্ট্রনীতি—কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোষ্ঠী বিশেষের কল্যাণ নয়—সমস্ত শিশুসমাজের সামগ্রিক কল্যাণ।

এইভাবে দিনের পর দিন ক্যাম্প-জীবন কেটে চলল। বনে বেড়াতে যাওয়া, সাঁতার কাটা, নদীর ঘাটে খেলা করা এবং দলবেঁধে কাজ করা। আমাদের মধ্যে কারো গুরুতর রকমের অসুখবিসুখ হয় নি দু-একজনের সামান্য ঠাণ্ডা লাগা ছাড়া। ডাক্তার ক্যাম্পের স্বাস্থ্যের ওপর খুব কড়া নজর রাখতেন। দুর্বলস্বাস্থ্য ছেলেমেয়েদের দীর্ঘ ভ্রমণে যেতে দেয়া হত না। দুর্বলহৃদয় শিশুদের রোদে ঘুরতে দেয়া হত না। সমস্ত জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হত। প্রত্যেকের খুব খিদে হত এবং তার জন্যে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল নিখুঁত ও

প্রচুর। দু-একজন ছেলে সাহায্যমূলক কাজকর্ম করার দরুণ রীতিমত খ্যাতি অর্জন করেছিল।

সন্ধ্যেবেলা সকলে একসঙ্গে জড়ো হয়ে সারা দিনের কাজের আলোচনা করতো এবং পরের দিনের জন্যে পরিকল্পনা স্থির করতো। কোন নিয়ম ভঙ্গ হলে এখানে তা প্রকাশ করা হত। কেউই তার নাম সকলের সামনে নিয়মভঙ্গকারী হিসেবে প্রচারিত হোক তা চাইত না। সেই কারণে কারো নাম একবার প্রকাশিত হলেই কোন রকম শারীরিক পীড়নের চেয়েও তা বেশী কার্যকরী হত।

আমাদের ক্যাম্প জেলার 'লাল নিশান' প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। আমরা গ্রীষ্মের মধ্যেই কমিশনের অপেক্ষায় ছিলাম। ট্রুপ নেতারা প্রত্যেক পায়োনিয়রকে তার খেলাধুলো ও প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাজ নেয়ার জন্যে নির্দেশ দিল। তারা স্থির করল যে ক্যাম্পে বসে ছেলে-মেয়েরা যে সব মডেল তৈরী করছে তার একটা প্রদর্শনী করা হবে, যেমন—হাতে-তৈরী ফুল, ঝিনুক, গাছের পাতা, উদ্ভিদ ও জন্তু জানোয়ারের সম্বন্ধে ডাইরি এবং প্রত্যেক চক্র ও গ্রুপের কাজকর্মের আলোকচিত্র। এই সব ছবি তরুণ আলোকচিত্র-শিল্পীদের তোলা।

একদিন হঠাৎ কমিশন এসে উপস্থিত হল। প্রত্যেক জিনিস পরীক্ষিত হওয়ার পর আমরা গভীর উত্তেজনার সঙ্গে রিপোর্ট শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কমিশনের সভাপতি বললেন—তোমাদের ক্যাম্প সত্যি খুব ভাল এবং আমি আশা করি যে তোমাদের লাল নিশান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল যে তোমাদের জেলায় বহু ভাল ক্যাম্পও আমরা দেখেছি এবং সে জন্যে বেশ বড় রকমের প্রতি-দ্বন্দ্বিতা হবে। এ পর্যন্ত যা স্বাস্থ্য বিবরণী দেখেছি তার মধ্যে

তোমাদেরটাই সব চেয়ে ভাল। এটা তোমাদের পক্ষে বড় রকমের জিত।

সভাপতির বলা শেষ হয়ে যাবার পর একটি মেয়ে উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি ইউনিটের একজন সদস্যা এবং প্রাণিতত্ত্বের উৎসাহী ছাত্রী। সে বলল—কমরেড্‌স্, আমরা নিশ্চয়ই লাল নিশান পাবো। আমাদের আরও একটু উন্নত হতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকে যদি এতে রাজী থাকে—তাহলে আমরা এ কাজ পারবো এবং করবো। মেয়েটির মুখ দেখলাম উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। চারদিক থেকে সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল—আমরা নিশ্চয়ই লাল নিশান পাবো।

অবশেষে তারা লাল নিশান পেল। শরৎকালীন মেয়াদ শুরু হবার আগে মস্কোয় পায়োনিয়রদের একটা বড় সভায় তাঁদের লাল নিশান দেয়া হল। নতুন বছর শুরু হবার আগে পর্যন্ত নিশান লাগানো রইল স্কুলের হলঘরে। নতুন বছরে সেটা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবার জন্যে জেলাকে ফেরৎ দেয়া হল।

সোভিয়েটের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা সমষ্টিগত জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তারা একসঙ্গে ক্যাম্পে থাকতে এত ভালবাসে যে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তারা বাধা সৃষ্টি করে না। দু-একজন অবিশ্যি শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে উঠতে না পেরে ক্যাম্পের কর্মীদের পথে অসুবিধে সৃষ্টি করেছিল।

যদিও জিমি স্কুলে সাধারণ পড়াশোনা করা আরম্ভ করেছিল কিন্তু এখানে তাকে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক বলে মনে হল। মাছ ধরার প্রতি তার ভয়ানক অনুরাগ। সেও নিজে স্বীকার করেছে যে সারাদিন সে মাছ ধরতে ভালবাসে। যখন তার বিশ্রাম নেয়ার সময় বা ক্যাম্পে

তার কাজ করার পালা তখনই তার মাছ ধরতে যাবার জেদ। জিমির সমস্যা আলোচনা করবার জন্যে ক্যাম্প কাউন্সিলের একটা সভা ডাকা হল। তার ইউনিট নেতা বলল যে জিমিকে সে আয়ত্তে রাখতে পারছে না—সে ইউনিটের সমস্ত রেকর্ড নষ্ট করেছে। জিমির নিজেকে আত্মরক্ষা করার কিছু নেই। সুতরাং তাকে সতর্ক করে দেয়া হল যে দ্বিতীয়বার যদি সে নিয়মভঙ্গ করে তাহলে তার 'পায়োনিয়র টাই' কেড়ে নেয়া হবে। আমিও সভায় উপস্থিত ছিলাম। গত বছরের শেষ ছ-মাস পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে একযোগে কাজ করাতে তার প্রতি আমার একটা আগ্রহ জন্মেছিল। সেজন্যে আমি তাকে সাধ্যমত সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলাম। ছোটদের প্রতি তার অগাধ ভালবাসা আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। ভাবলাম দেখি এই সদ্‌গুণের সাহায্যে যদি তাকে ভালর দিকে প্রভাবান্বিত করা যায়।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের সময়ে আমি জিমিকে বললাম যে এক দল ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি বনে জাম পাড়তে যাবো। সে যদি আমার সঙ্গে এসে আমাকে সাহায্য করে তো ভাল হয়।

জিমি বলল—নিশ্চয়ই, আমি যাবো। আমি জানি কোন্ কোন্ গাছে ভাল জাম হয়।

তাকে খুব ভাল সঙ্গী বলে আমার মনে হল। মাঝে মাঝে সে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেরার সময়ে দেখলাম তার পকেট ও ক্যাপ ফলে উপচে পড়ছে। সে নিজে একটাও না খেয়ে সমস্ত ছোটদের বিলিয়ে দিল। কয়েকটা ভাল ফল দেখে এগিয়ে দিল আমার কাছে।

চলতে চলতে আমার খেতে ভাল লাগে। জিমি বলল। ছোটদের প্রতি তার আচরণ হল্ল বড় ভাইয়ের মত।—আপনি ছোটদের নিয়ে

বেড়াতে যাবার আগে আমাকে একবার বলবেন। আমি আপনাকে এসে সাহায্য করবো।

কিন্তু আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়ই তোমার টাই হারাবে না, কি বল জিমি? অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

না, না, ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। বিশ্রামের সময়ে আমি আর কোন দিন মাছ ধরতে যাবো না। জিমি দাঁত বের করে দুষ্টুমির হাসি হাসল। মনে হল সে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে।

তুমি কি সত্যিই তোমার লাল টাইকে মূল্য দাও? আমি জিজ্ঞেস করলাম।—তুমি কি নিজে ইচ্ছে করে পায়োনিয়রের সভ্য হয়েছো না অন্য ছেলেরা সভ্য বলে তাতে যোগ দিয়েছো?

নিশ্চয়ই, আমি পায়োনিয়রের সভ্য হতে চাই বৈ কি? পায়োনিয়র সংঘ খুব ভাল। কিন্তু আমি মাছ ধরতে ভালবাসি। আসছে বছর আমি ক্যাম্পে না গিয়ে মাসীর বাড়ী যাবো। মস্কো থেকে বেশ কিছু দূরে একটা গ্রামে তিনি থাকেন। সেখানে আমি সারাদিন মাছ ধরবো।

কিন্তু জিমি প্রলোভন সামলাতে পারলো না। যদিও তাকে অবসর সময়ে মাছ ধরার জন্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং দশ দিনে একদিন তার ইউনিটকে ক্যাম্পের কাজের ভার নিতে হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য ইউনিটের ছেলেরা যখন কাজে ব্যস্ত তখন সে তাদের তার সঙ্গে মাছ ধরতে নিয়ে যায়। অন্য কমরেডরা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার ফলে ক্যাম্প-কাউন্সিল ব্যাপারটাকে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে গ্রহণ করল।

সন্ধ্যেবেলা সবাই যখন একত্রিত হল তখন জিমির কাছ থেকে তার পায়োনিয়র টাই নিয়ে নেয়া হল। তার নিজের জায়গায় ফিরে যাবার সময়ে দেখলাম জিমির চোখে জল! তার ট্রুপনেতা টাই ফেরৎ নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলল যে জিমি ইচ্ছে করলে নিজের টাই ফেরৎ

পেতে পারে যদি সে তার ইউনিটের কর্তব্য পালন করে এবং ভাল কমরেডের মত ব্যবহার করে। কথা শুনে জিমির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখে প্রফুল্লতা দেখা গেল। তার পাশের প্রতিবেশী বলল—জিমি তোমার টাই ফেরৎ পাওয়া উচিত।

নিশ্চয়, আমি পাবোই। জিমি উত্তর দিল।

জিমির সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত হল সন্দেহ নেই কিন্তু তার কাজ সম্বন্ধে আনুগত্য তেমন বাড়লো না। এবং সেজন্যে ক্যাম্পের শেষে দেখা গেল যে জিমি টাই ফেরৎ পেল না। স্কুলে গিয়ে যখন সে তার পড়াশোনা ও ব্যবহারের সত্যিকার উন্নতি দেখাতে পারলো তখনই তাকে টাই ফেরৎ দেয়া হল।

এলিজাবেথের বয়স বছর চোদ্দ। বাড়ীতেই তার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যায়। ক্যাম্পে সে নিজে থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আসে নি। তার বন্ধুরা আসছে সুতরাং সেও এসেছে তাদের সঙ্গে। দুপুরে বিশ্রাম নেয়া এবং রাত দশটায় শুতে যাওয়া তার ভাল লাগে না। ছবি আঁকায় ও রং দেয়ায় তার হাত আছে। অবসর সময়ে সে সমস্তক্ষণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকে। কাজের সময়ে ইউনিটকে সাহায্য করে না। সেজন্যে পায়োনিয়র তার ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ক্যাম্প সভায় তার সম্পর্কে আলোচনা করা হল। ক্যাম্পজীবনের প্রতি ও পায়োনিয়র সংঘের প্রতি তার কোন আনুগত্য না থাকায় সবাই একমত হল যে তাকে সংঘ থেকে বের করে দেয়া হোক্। রাগে ফেটে পড়ল এলিজাবেথ। বলল—তোমরা এ কথা বলছো কেন? পায়োনিয়র সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আমি তোমাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি তোমাদের মতই একজন ভাল পায়োনিয়র।

হেলেন তার ইউনিটের পরিচালিকা এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। সে বলল—যেদিন আমাদের ইউনিট ক্যাম্পের কাজকর্ম করে সেদিন তোমাকে পাওয়া যায় না কেন ?- এমন কথা নয় যে আমাদের বাসন ধুতে, রান্না করতে বা কাপড় কাচতে বলা হয়। আমাদের কাজ হল মেঝে পরিচ্ছন্ন রাখা, গ্রন্থাগারের বই দেয়া, খাওয়ার পর টেবিল পরিষ্কার করা. এই রকম টুকিটাকি কাজ। আমাদের ক্যাম্পের শৃঙ্খলা নিয়ে তামাসা করবার তোমার কোন অধিকার নেই। কেন তুমি আমাদের ক্যাম্পের কাজকর্মে যোগ দাও না ?

নিশ্চয়ই, তুমি খুব ভাল ছবি আঁকতে পারো কিন্তু আমাদের দেয়াল-পত্রিকায় ছবি দিয়ে বা কোন লেখাকে চিত্রিত করে তুমি কখনও সাহায্য করো না। আমি অনেকবার তোমাকে বলেছি কিন্তু সে কথা তুমি কানেই দাও নি। দেয়ালপত্রিকার সম্পাদক যোগ দিল।

চুপ করে রইল এলিজাবেথ। তার চোখে মুখে রাগের চিহ্ন। আমি আশ্চর্য হলাম যে কি করে সে পায়োনিয়রের সদস্যা হল ? ক্যাম্পের নেতা সমস্ত প্রশ্নটাকে সংক্ষিপ্ত করে এলিজাবেথের কথার উত্তর দিল—মনে হচ্ছে সম্মিলিতভাবে জীবনযাপন করা সম্বন্ধে এলিজাবেথ অত্যন্ত ভুল মনোভাব পোষণ করে। তার ব্যবহারও একজন পায়োনিয়রের অনুপযুক্ত। এটা অবিশ্যি আনন্দের কথা যে সে ভাল আঁকতে পারে এবং আগামী ক্যাম্প-প্রদর্শনীতে তার ছবিগুলো প্রদর্শিত হবে। কিন্তু এলিজাবেথের বোঝা উচিত যে, মানুষ যে প্রকাণ্ড জন-সমাজের মধ্যে বাস করছে তার প্রতি তার একটা কর্তব্য রয়েছে এমন কি সে যত বড়ই শিল্পী হোক না কেন এ দায়িত্ব সে এড়াতে পারে না। আমার মনে হয় তার কাছ থেকে টাই নিয়ে নেয়া উচিত কারণ এলিজাবেথ এখনও পায়োনিয়র হওয়ার অর্থ বোঝে না। পরে সে যদি পায়োনিয়রের

সদস্যা হবার ইচ্ছে করে, একটা আবেদন পাঠালেই চলবে।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল যে এলিজাবেথকে পায়োনিয়র সংঘ থেকে বের করে দেয়া হোক। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সে তার টাই ফেরৎ দিল। তখনও সে রাগে ফুলছে। আমার মনে হল সে মনে মনে খুব অপমানিত বোধ করেছে।

এলিজাবেথ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে রইলাম। ভাবলাম সে তার পুরনো অভ্যাস মতই চলবে। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। তার মর্যাদা আহত হওয়ায় সে দেখতে পেল যে সে তার বন্ধু-বান্ধবীদের অন্তরঙ্গতা ও প্রশংসা সমস্তই হারিয়েছে। দেয়ালপত্রিকার সম্পাদকের কাছে গিয়ে সে তাকে সাহায্য করতে চাইল। অত্যন্ত সাবধান হয়ে সে তার কাজকর্ম করতে লাগল। বিশ্রামের সময়ে সে নির্বিবাদে বিছানায় গিয়ে শুলো। পরবর্তী আগুন-পোয়ানো উৎসবে এলিজাবেথ 'বেদেনীর গান' গাইল। সবাই খুব প্রশংসা করল তার গানের। যাদুর মতন সে বদলে গেল।

আগস্ট মাসের এক গৌরবময় দিনে ক্যাম্প বন্ধ হয়ে গেল। শেষ বারের মত সাঁতার দেয়া হল। বনে বেড়াতে যাওয়া হল। শেষ বারের মত আগুন-পোয়ানো উৎসবে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছুটির সমাপ্তি করা হল। নিশান নোয়ানো হল শেষবারের মত। তারপর সত্যপুরস্কৃত ব্যাজ বালিশের নীচে রেখে যে যার ঘুমোতে গেল। আগামী কালের বাড়ী-ফেরার কথা ভাববার সময়ও তাদের নেই। বিশেষ ট্রেনে করে আমরা যখন মস্কোয় গিয়ে পৌঁছলাম তখন সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। জানলার বাইরে মাথা বাড়িয়ে সকলে চীৎকার করে গান গাইছে। তারপরেই বাপ-মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বাড়ী ফিরে যাওয়া এবং ১লা সেপ্টেম্বর থেকে নতুন মেয়াদের পড়া দ্বিগুণ উদ্দীপনা নিয়ে আরম্ভ করা।

দেয়ালপত্রিকার নমুনা

দেয়ালপত্রিকা সাধারণত কোন দল, শ্রমিক-সংঘ বা স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়। এই নিয়মিত প্রকাশের উদ্দেশ্য হল সমালোচনা বা আত্মসমালোচনার সাহায্যে শিক্ষা ও কাজের স্তরকে উন্নত করা। দেয়ালপত্রিকার সম্পাদনা-বোর্ড সচরাচর ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি ঠিক করে দেয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় তা তাদের প্রকাশ্য অধিবেশনে স্থির হয়। এই পত্রিকা হাতে লিখে প্রকাশিত হয়। রচনাগুলো সাধারণত হাতে লিখে বা টাইপ করে একটা বড় কাগজের ওপর এঁটে দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া হয়। চলতি প্রসঙ্গের ওপর ছবি (তা সাময়িক পত্রিকা থেকে বেছে নিয়েই হোক বা হাতে এঁকেই হোক) ও সমষ্টিগত জীবনযাপন সম্বন্ধে নানান্ রকম ব্যঙ্গচিত্র পত্রিকাকে সত্যিই খুব মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষা-মূলক দিকও কম সমৃদ্ধ হয় না। দেয়ালপত্রিকা সাধারণত দালান বা কোন প্রকাশ্য জায়গায় টাঙিয়ে দেয়া হয় এবং সব সময়ে ছেলেমেয়েরা ভীড় করে এই পত্রিকা পড়ে। সবাই তাদের নতুন ফলাফল ও কাজের উন্নতি এবং সমালোচনা ও পরামর্শ সম্বন্ধে জানবার জন্যে অত্যন্ত উৎসাহী।

আমাদের স্কুলের দেয়ালপত্রিকাগুলো সেদিক দিয়ে খুব উল্লেখযোগ্য। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেক শিল্পী ছিল এবং প্রত্যেক ক্লাশেরই একটা করে নিজস্ব পত্রিকা ছিল। তাছাড়া 'দি স্কুল প্রাভ্‌দা' নামে একটা সাধারণ স্কুল-দেয়ালপত্রিকা ছিল যাতে স্কুল সম্পর্কে নানান্ প্রশ্ন

নিয়ে আলোচনা করা হত। এইপত্রিকায় সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং বিভিন্ন মেয়াদের মার্কের একটা তুলনামূলক তালিকাও দেয়া থাকতো ও খারাপ ছাত্র-ছাত্রীদের কঠোরভাবে সমালোচনা করা হত। এই পত্রিকায় সাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনারও একটা বিশেষ মূল্য ছিল। তাছাড়া, কবিতা, গল্প, ব্যঙ্গচিত্র এগুলোর সংখ্যাও নেহাৎ কম থাকতো না।

'দি টিচার্স ভয়েস' স্কুলকর্মীদের ঘরে টাঙানো থাকতো। এই পত্রিকায় দেয়া হত সারা মাসের স্কুলের কাজকর্মের একটা সংক্ষিপ্ত আভাস। আমাদের কর্মীদের মধ্যেও ভাল শিল্পী ছিল। তারা ব্যঙ্গচিত্রের সাহায্যে আমাদের কাজের দুর্বলতার ওপর আঘাত করতো।

আমাদের স্কুলের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত দেয়ালপত্রিকা থেকে আমি কিছু কিছু সারাংশ এখানে তুলে দিলাম। এ থেকে সোভিয়েট স্কুলের দৈনন্দিন জীবনের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

'সর্বদা প্রস্তুত'

৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর ট্রুপের মুখপত্র

৫ই নভেম্বর ১৯৩৭

আমাদের ক্লাশ

এই মেয়াদে চতুর্থ শ্রেণী খুব ভাল ফল দেখিয়েছে। আমরা সংকল্প নিয়েছিলাম যে ভাল শৃঙ্খলা ও ফলাফল দেখাব, আমরা সে সংকল্প রক্ষা করেছি। আমাদের ক্লাশে ববিই একমাত্র ছেলে যে খারাপ মার্ক পেয়েছে। সে মন দিয়ে পড়াশোনা করে না এবং বাড়ী থেকেও পড়া করে আনে না। সে যদি পায়োনিয়র হতে চায় তাহলে তার ভাল মার্ক পাওয়া উচিত।

আশা করি আগামীকালের সভায় আমরা লাল নিশান পাবো। অন্য ক্লাশের তুলনায় আমরা ভাল ফলাফল দেখিয়েছি।

এম্ নিনা (বয়স ১১½ বছর)

ববি

ববি কেন আমাদের ক্লাশের পড়া নষ্ট করে? ছুটির পর প্রথম ক্লাশ-সভায় আমরা তার কথা তুলবো এবং তার মাকে ডেকে পাঠাবো। আমি তাকে বাড়ীতে পড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সাহায্য করি কিন্তু সে ভুলে যায়। আমার মনে হয় সে খুব খারাপ ছেলে নয়। তার দোষ হল সে ভয়ানক অলস। সে যাতে ইংরেজী ও রাশিয়ান ভাষায় ভাল মার্ক পায় তা আমরা দেখবো।

পি, ভ্লাডিমির (বয়স ১১ বছর)

মহান অক্টোবর বিপ্লবের
বিংশতিতম উৎসব দিবস

আগামী সাত তারিখে আমরা শোভাযাত্রা করে বের হবো। সব জায়গায় দেখবো লাল পতাকার ভীড় আর সোল্লাস জয়ধ্বনি। সারা সোভিয়েট ইউনিয়নই এই উৎসব পালন করবে।

আমাদের দেশে প্রত্যেকটি লোকই সুখী কারণ শ্রমিকরাই সব কিছুর মালিক। আমার বাবা একজন স্টাখানোভাইট (যে শ্রমিক স্টাখানোভের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তার কাজের সংগঠন ও উৎপাদনের স্তর বাড়ায় তারাই এই পদবী পায়)। তাঁর কাছেই শুনেছি যে বিপ্লবের আগে তিনি ও তাঁর বাবা কী দারিদ্র্যের মধ্যেই না দিন কাটিয়েছেন! এখন আমরা নতুন ফ্ল্যাট-বাড়ী এবং আর যা যা দরকার সমস্ত কিছুই পেয়েছি। অক্টোবর বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক!

সি, লিয়ন (তৃতীয় শ্রেণী, বয়স ৯½ বছর)

৭ই নভেম্বর

গত বছর আমি আমেরিকায় ছিলাম। তখন বন-ভোজনে গিয়ে বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব পালন করি। কিন্তু এ বছর আমি বাবার কারখানা ও রেড স্কোয়ারের কাছ দিয়ে শোভাযাত্রা করে যাবো। রেড স্কোয়ারে দেখবো স্লোগান আর লাল নিশানের সমারোহ। বাবা আমাকে কাঁধের ওপর তুলে ধরবেন এবং আমি কমরেড স্টালিন ও কমরেড ভরোশিলভ্‌কে দেখতে পাবো। আমি হাত নাড়িয়ে জয়ধ্বনি করবো। ৭ই নভেম্বর আমাদের আনন্দের দিন।

সিমুর (তৃতীয় শ্রেণী, বয়স ১০ বছর)

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা

নীচের ক্লাশগুলির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ফলাফলগুলি দেয়া গেল।

২য় শ্রেণী—প্রত্যেকে উত্তীর্ণ হয়েছে।
শৃঙ্খলারক্ষা অত্যন্ত সন্তোষজনক।

৩য় শ্রেণী—রাশিয়ান ভাষায় দুজন ছাত্র অকৃতকার্য (জর্জ ও ভেট্‌লানা)।
ইংরেজী ভাষায় একজন অকৃতকার্য (ভিক্টর)।
তিন দিন বাদে শৃঙ্খলারক্ষা খুব সন্তোষজনক।

৪র্থ শ্রেণী—ইংরেজী ভাষায় একজন অকৃতকার্য (ববি)।
রাশিয়ান „ „ „ (ববি)।
শৃঙ্খলারক্ষা অত্যন্ত সন্তোষজনক।

বিচার-পরিষদ দুটো নিশান দেবে স্থির করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণী নিঃসন্দেহে একটা লাল নিশান পাবে এবং ৪র্থ শ্রেণী ভাল ফলাফল দেখাতে কঠিন পরিশ্রম করার দরুণ সেই শ্রেণীকেও আমরা একটা নিশান

দেব স্থির করেছি। ববি যাতে পরবর্তী মেয়াদে আরও মন দিয়ে পড়ে সেদিকে নজর দেয়া উচিত।

স্বাক্ষরকারী: সিমুর (তৃতীয় শ্রেণী)
ইভেলিন (দ্বিতীয় শ্রেণী)
ভ্লাডিমির (চতুর্থ শ্রেণী)
স্কুলের অধ্যক্ষ ও তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক।

মশাল

সপ্তম শ্রেণীর মুখপত্র

স্কুল-বছরের শেষে বিদায়-অভিনন্দন

গত চার বছর আমি ইঙ্গ-মার্কিন স্কুলে পড়ছি। আমি মনে করি আমার জীবনে এইগুলি হল সেরা বছর। আমি প্রত্যেক বিষয়ে এত শিখতে পেরেছি যে অধ্যক্ষকে এবং স্কুলের শিক্ষকদের কী ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো তা ভেবে পাচ্ছি না।

আমেরিকায় আমাদের পাঠ্যবিষয় পড়ানো হত ঠিকই কিন্তু সেই পাঠ্য-বিষয় পড়ানোর কারণ সম্পর্কে কিছুই বলা হত না। যেমন আমরা অঙ্ক শিখেছিলাম এবং ভালভাবেই হিসেব করতে পারতাম কিন্তু এই হিসেবের পেছনকার থিয়োরী সম্পর্কে কিছু জানতাম না। আমরা জানতাম না—কেন আমরা অঙ্কশাস্ত্র শিখছি।

এখানে আমরা শুধু পাঠ্যবিষয়ের থিয়োরী ও কারণ শিখি তা-ই নয়, আমাদের সমস্ত জীবনটাই অত্যন্ত কৌতূহলজনক।

শিল্পী-চক্রের সাহায্যে আমি শিল্পী হবার সুযোগ পেয়েছি। যদিও এখন আমি আরও তিন বছরের জন্যে রাশিয়ান স্কুলে পড়তে যাচ্ছি।

তবু আমি আমার ছবি আঁকা বজায় রাখবো এবং দশম শ্রেণী থেকে বেরিয়েই আর্ট স্কুলে যোগ দেব।

আমি জানি আমি স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকানির্বাহ করতে পারবো। সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন বেকারসমস্যা নেই। বাবা এখানে স্থায়ী ভাবে থাকবেন জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত হয়েছি।

মেরি (বয়স ১৬ বছর)

পরামর্শ

প্রথমেই আমি গণিত, ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষকদের ভাল শিক্ষকতার জন্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি গণিত নেব স্থির করেছি কারণ ওতে আমার খুব আগ্রহ আছে।

একটা বিষয়ে আমি সমালোচনা করতে চাই এবং তা হল কমরেড গ্র্যাণ্টের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র পড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে। তিনি পাঠ্যবিষয়গুলি খুব ভালভাবেই জানেন কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ওপর তিনি তেমন যত্ন নেন না। প্রায়ই তিনি তাদের মার্ক দেন না এবং অত্যধিক বাড়ীর পড়া দেন। ক্লাশ-সভায় আমরা এ বিষয় নিয়ে অনেক বার আলোচনা করেছি। সুতরাং শিক্ষকেরা আমাদের মতামত ভাল করেই জানেন।

এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি। আমরা চাই কমরেড গ্র্যাণ্ট আমাদের সমালোচনা গ্রহণ করবেন এবং পরের বছর সেইভাবে পড়াবেন। কারণ আমরা চাই না পরবর্তী সপ্তম শ্রেণী আমাদের মত অসুবিধে ভোগ করুক।

পিটার (বয়স ১৫ বছর)

আমাদের ক্লাশ

আমরা অনেকেই একই ক্লাশে কয়েক বছর থেকে একসঙ্গে আছি।

আমরা হলাম খুব সুখী সমষ্টি। আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত বন্ধু থাকা সত্ত্বেও আমাদের ক্লাশ প্রকাণ্ড সামগ্রিক একতার পরিচয় দিয়েছে। আমার মনে হয় না আমাদের মধ্যে কেউ অভিনয়, বনভোজন ও গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের কথা ভুলে যাবে। ক্লাশ-সভায় প্রবল তর্ক বিতর্কের কথাও আমরা কেউ ভুলবো না। তারই সাহায্যে আমাদের দোষ কাটিয়ে উঠে আমরা নতুন প্রচেষ্টায় উদ্দীপ্ত হয়েছি।

আমি নিজে আমাদের ক্লাশের শিক্ষক কমরেড রজার্সকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জানাতে চাই। তিনি আমাদের প্রত্যেকের ওপর বিশেষ আগ্রহ নিয়েছেন এবং সারা বছর তাঁর শিক্ষকতার ফলে অনেক বাধা বিঘ্ন সহজভাবে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। কমরেড রজার্স, আপনাকে ধন্যবাদ!

ডি, হেলেন (বয়স ১৪ বছর)

'শিক্ষকদের বক্তব্য'

সপ্তম সংখ্যা—মার্চ

শেষ মেয়াদে আমাদের কর্তব্য

পরবর্তী মেয়াদই হল টেস্টের আগে শেষ অবসর। আমাদের কাজ এমনভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত যাতে আমরা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সমস্ত পাঠ্যবিষয়ের সিলেবাস্ সঠিকভাবে বোঝাতে পারি। উপদেষ্টার উচিত প্রত্যেক ক্লাশে গিয়ে টেস্টের প্রস্তুতির জন্যে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা এবং আগে থেকে তাদের তৈরী হতে সাহায্য করা।

শিক্ষকদের উচিত প্রত্যেক পাঠ শুরু করার আগে দশ মিনিটকাল সারা বছরের সিলেবাসের ওপরে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলা। টেস্টের সারাংশও তাদের এখন থেকে টাইপ করতে আরম্ভ করা উচিত তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা তা বোর্ডে লাগিয়ে দিতে পারবো।

এ সম্বন্ধে স্কুল-কর্মীদের স্বভায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে। এটা শুধু স্মারক হিসাবে দেয়া গেল কারণ এখন থেকে পরবর্তী মেয়াদ সম্বন্ধে চিন্তা করা কিছু অন্যায় হবে না। এর বিস্তৃত পরিকল্পনা আমরা গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে করবো।

ডি, এল।

নারী দিবস

গত ৮ই মার্চ আমি আমাদের "নারী দিবস"-এর অনুষ্ঠান অত্যন্ত উপভোগ করেছি।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এইই আমার প্রথম বছর। সুতরাং এ থেকে আমি অনেক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম।

আমি যখন আমার ছোট মেয়ের জন্যে উপহার পেলাম তখন সেই নিদর্শন থেকেই বুঝতে পারলাম যে সোভিয়েট রাষ্ট্র বিবাহিতা শিক্ষয়িত্রী-দের সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে। আমাদের কর্মীদের মধ্যে প্রত্যেক বিবাহিতা মেয়ে যখন এই রকম উপহার পেল তখন এর তাৎপর্যের কথা মনে করে আমি আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলাম।

সেই দিন সন্ধ্যেবেলা ভোজনের বিরাট আয়োজন ছিল। লম্বা টেবিলের ওপর ভাল ভাল আহার্য ও পানীয়ের সমারোহ। আমাদের ভেতরকার সেরা মেয়েদের নাম করে আমরা সেগুলি খেলাম। কাছাকাছি কারখানা থেকে সান্ধ্য বেশ পরে অতিথিরা এসেছিলেন। 'বুভুক্ষা-পীড়িত রাশিয়া' সম্পর্কে নানান্ দেশে যে সমস্ত বানানো গল্প ছড়ানো হয়—এঁদের দেখলে তা মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে।

সত্যি বলছি, যারা রাশিয়ার মেয়েদের অখণ্ড স্বাধীনতার কথা বিশ্বাস করে না, 'নারী দিবস' দেখে তাদের সে ভুল ধারণা ভেঙে যেতে বাধ্য। মা হিসেবে সোভিয়েটের মেয়েরা সমস্ত রকম সম্মান পেয়ে থাকে।

এম, কে।

শ্রমিক সংঘ

সম্প্রতি আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে শৈথিল্য দেখা দিল কেন? আমাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে প্রত্যেক দিন সকাল এগারোটায় লাঞ্চ খেতে দেয়া হবে এবং বলা হয়েছিল যে এ ব্যবস্থা করা এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের সভাপতি এ ব্যাপারে কিছুই করেন নি। কমরেড রজার্স অবহিত হোন!

থিয়েটারের টিকিট কেনা এবং আমাদের মধ্যে তা বিলি করার রীতি সম্পর্কে আমি সমালোচনা করতে চাই। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মীর জানা উচিত যে সভ্যদের রুচি কি রকমের এবং তাদের টিকিট কেনার ব্যাপারে আগ্রহ না থাকলেও তাদের থিয়েটার দেখতে যেতে উৎসাহিত করা উচিত। নাটক, সিনেমা বা কনসার্টে যেতে প্রত্যেকেই ভালবাসে তবে সকলের পক্ষে টিকিট কেনার ঝঞ্ঝাট পোয়ানো পোষায় না। কমরেড গোল্ডবার্গ তাদেরই টিকিট কেনেন যারা নাটক দেখতে অত্যন্ত আগ্রহশীল। নোটিশ বোর্ডের সাহায্যে তাঁর জানানো উচিত যে বর্তমানে কোন্ কোন্ নাটক ও ছায়াচিত্র দেখানো হচ্ছে—তাহলে আমরা এক নজরে সমস্ত খবর জানতে পারি। প্রতি মেয়াদে অন্তত একবার করে আমাদের দলবদ্ধ হয়ে নাটক দেখতে যাওয়া উচিত। আপনি কি বলেন—কমরেড সভাপতি?

জি, সি।

(উপরোক্ত সমালোচনা খুব ন্যায়সঙ্গত এবং তা আনন্দের সঙ্গে গৃহীত হল—পি, আর, ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি।)

নিরক্ষরতা

আমার বয়স পঞ্চাশ বছরের ওপর এবং সে কারণে আমার আধা-নিরক্ষরতা দূর করবার জন্যে আমি পড়তে বাধ্য নই। তবু আমি ট্রেড-

ইউনিয়ন কমিটি গঠিত ক্লাশগুলির একটিও বাদ দিই না। আমি এখন কিছু কিছু লিখতে পারি এবং খবরের কাগজ পড়তে পারি।

মার্চ মাসের আট তারিখে আমি আমার কাজের দরুণ পুরস্কার পাই এবং সে জন্যে আমি গর্বিত। আমাদের শিক্ষা-ক্লাশের ক্রমোন্নতির রিপোর্ট শুনেও আমি বিশেষ গর্ব অনুভব করছি। আমরা সকলেই দেয়ালপত্রিকায় একটা করে লেখা দেয়ার জন্যে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম।

বিপ্লবের আগে আমার জীবন ছিল অন্ধকারে ঢাকা। আমি ছিলাম অনাহারের মুখোমুখি। এখন আমার ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ছে। তারা আমাকে বলে—আমরা যতদিন না স্কুলের পড়া শেষ করি ততদিন ধৈর্য ধরো মা, তারপর আর তোমাকে কাজ করতে হবে না। তুমি কেবল বিশ্রাম করবে। যদিও আমি একজন অপটু কর্মী—ছেলেমেয়েদের কাপড়জামা দেখাশোনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কোন কাজ হয় না, কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা দক্ষতা অর্জন করবে এবং ভাল মাইনে পাবে।

সুরা (পরিচ্ছদ-ঘরের পরিচারিকা)

সমাজতান্ত্রিক চুক্তি

আমরা দুজন নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছি। এই চুক্তি আগামী মেয়াদের শেষে পূর্ণ হবে।

১। শতকরা একশোজন ছাত্রকে উত্তীর্ণ করাবো এবং অন্তত পঞ্চাশ-জনকে 'শ্রেষ্ঠ' মার্ক দেয়াবো। 'চলনসই' মার্ক যাতে সব চেয়ে কম পায় সেদিকে দৃষ্টি দেবো।

২। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে অন্তত দুবার মৌখিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো।

৩। নোটবই লেখার সঙ্গে সঙ্গে তা ভালভাবে পরীক্ষা করে নেবো।

৪। ছাত্রছাত্রীদের দুর্বলতা লক্ষ্য করা মাত্র তাদের এক সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত করাবো।

৫। যত্ন নিয়ে পরিকল্পনা করবো এবং সময় থাকতে সিলেবাস্ শেষ করবো যাতে টেস্টের আগে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব হয়।

স্বাক্ষরকারী : ডি, এল (গণিত)
এল, জি (পদার্থবিদ্যা
ও রসায়নশাস্ত্র)

খারাপ ছেলেমেয়ে

একদিন আমি কমরেড হল্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর ফ্ল্যাটে দেখা করতে গেলাম। আমরা পরস্পরে রীতিমত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম এবং প্রায়ই অবসর সময়ে দুজনে একসঙ্গে কাটাতাম। তিনি থাকতেন নতুন বাড়ীর এক ফ্ল্যাটে। তার চারধারে সুদৃশ্য উঠোন। বাড়ীর সামনের দিকে প্রচুর ঘাস আর ছোট ছোট গাছ। ভবিষ্যতে গাছগুলো বড় হয়ে ছায়া সৃষ্টি করবে এ প্রতিশ্রুতি তাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

আমরা দুজনে তাঁর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন নীচে নামছি তখন এক প্রশস্ত জায়গায় একদল ছেলেমেয়েকে দেখতে পেলাম। তারা সবাই হৈ চৈ করছিল। তেরো বছরের একটি ছেলেকে দেখলাম মনের আনন্দে সিগারেট খাচ্ছে। মাঝপথে থেমে তাদের সঙ্গে কথা বললাম।

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস্ করলাম—তুমি সিগারেট খাচ্ছো কেন?

বাঃ ধূমপান করার চাইতে বড় সুখ আর কী আছে? ছেলেটি বিচিত্র মুখভঙ্গী করল।

কিন্তু আমি যখন নিউ ইয়র্কে ফিরে যাব তখন আমেরিকান ছেলেমেয়েদের কাছে তোমার কথা বলতে গিয়ে লজ্জায় আমার মাথা নীচু হয়ে যাবে। কমরেড হল্যাণ্ড বললেন। তাদের বিশ্বাস সোভিয়েট ইউনিয়নের ছেলেমেয়েরা হল সকলের সেরা। এ দেশে তোমাদের জন্যে এত কিছু করা হয় যে তারা আশা করে তোমরা এর মর্যাদা রাখবে। কিন্তু তোমাকে দেখলে লোকের কী ধারণা হয় বলতো?

আমেরিকার নাম শুনে ছেলেমেয়েরা আমাদের কাছে ভীড় করে এল। আমাদের আমেরিকা সম্বন্ধে কিছু বলুন। তারা আগ্রহে উন্মুখ হয়ে উঠল। কমরেড হল্যাণ্ড ধূমপানরত ছেলেটির দিকে দৃষ্টি অপলক রেখে তাদের নিউ ইয়র্কের আকাশচুম্বী অট্টালিকার কথা বললেন।
ও কথা আমরা জানি। ও সব আমরা স্কুলেই পড়ি। ছেলেমেয়েরা বাধা দিল। সেখানে ছেলেমেয়েরা কি ভাবে থাকে তাই বলুন। আমাদের মত কি তারা স্কুলে যায়? তাদের কি গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প আছে? আমেরিকায় কি পায়োনিয়র আছে?
তোমরা আমাদের স্কুলে এসো, সেখানে অনেক আমেরিকান ছেলেমেয়ে আছে, তাদের কাছ থেকেই এ সব খবর পাবে। আমি তোমাদের ঠিকানা দিচ্ছি। আচ্ছা এখন বল তো তোমরা তোমাদের বন্ধুটিকে সিগারেট খেতে দাও কেন? আমি দেখছি তোমাদের মধ্যে অনেকেই পায়োনিয়র। তোমরা অবসর সময় কী ভাবে কাটাও? এ বাড়ীতে তোমাদের কোন 'রেড কর্ণার' নেই?
একটি ছেলে বলল—য়ুরা বড় খারাপ ছেলে। অনেক দিন হল তার মা মারা গেছেন এবং তারপর থেকে সে বাবার কথা শোনে না। আমাদের এ বাড়ীতে কোন 'রেড কর্ণার' নেই যদিও এ সম্বন্ধে হাউস কমিটিকে বলা হয়েছিল। তারা বলেছেন তাড়াতাড়িই খুলবেন কিন্তু এ পর্যন্ত খোলা হয় নি।
আমি তোমাদের সাহায্য করবো। কমরেড হল্যাণ্ড বললেন। য়ুরা আমাকে হাউস কমিটিতে নিয়ে যেও। আমি সেখানে এ বিষয়ে বলবো। এখন 'রেড কর্ণার'এ তোমরা কী কী পেতে চাও তাই বল?
দাবাবড়ে।
সীবন চক্র।

নাট্য চক্র।

খেলাধুলো বিভাগ।

তাদের দ্রুত উত্তর থেকে বোঝা গেল যে তাদের কি দরকার তারা তা ভালভাবেই জানে।

কমরেড হল্যাণ্ড বললেন—এখন আমি আসি। কাল সকালে আমি আর য়ুরা হাউস কমিটিতে যাবো। দেখি কতদূর কি করা যায়। তুমি রাজী আছো তো য়ুরা।

নিশ্চয়ই। সে সম্মতি জানাল।

কমরেড হল্যাণ্ড একটা কাগজের ওপর ঠিকানা লিখে একটা ছেলের হাতে দিয়ে বললেন—ইতিমধ্যে যদি তোমরা কেউ ছুটির পর আমাদের স্কুলে যেতে চাও তো এই ঠিকানা রইল।

যেতে যেতে আমরা বললাম—আচ্ছা বিদায়। আবার শিগ্‌গিরই দেখা হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে তাদের বিদায় জ্ঞাপনের ধ্বনি প্রতিধ্বনি শুনলাম।

পরের দিন সকালে ছুটি থাকায় (সোভিয়েটের কর্মীরা পর পর পাঁচদিন কাজ করে এবং ষষ্ঠ দিনে বিশ্রাম নেয়) কমরেড হল্যাণ্ড ও য়ুরা হাউস কমিটির সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

এটা কি রকম কথা যে আমাদের এত বড় নতুন বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের জন্যে কোন ক্লাবঘর নেই। কমরেড হল্যাণ্ড বললেন।

ও হ্যাঁ, 'রেড কর্ণার'? ১লা মে-তেই খোলা হবে।

দু মাস অপেক্ষা করবার কী দরকার? এখনই খোলা হোক না কেন? আমাদের এই সব তরুণ বন্ধুরা সিগারেট খেতে ও গোলযোগ করতে শিখছে। আর আপনি ভাবছেন ১লা মে-র কথা! না 'রেড কর্ণার'

কালই খোলা হোক। আমি এ সপ্তাহে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। য়ুরা ও তার বন্ধুরাও সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে আপনি পরিচালনার জন্যে উপযুক্ত লোকও সংগ্রহ করে উঠতে পারবেন।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এই সব আয়োজন করা একেবারে অসম্ভব। কোন আসবাবপত্রের ব্যবস্থা নেই—তাছাড়া ঘরটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

যাদের কাজ করবার ইচ্ছে থাকে তারা সব কিছু পারে। কমরেড হল্যাণ্ড বাধা দিলেন—১৯১৭ সালে যখন জনসাধারণকে বিপ্লবের আয়োজন করতে হয়েছিল তখন তারা এ কথা বলে নি। বড় কাজ কম সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হওয়া উচিত। আপনি আমাকে কিছু টাকা দিন। আমিই আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করছি।

কমরেড হল্যাণ্ডের দৃঢ়তারই জয় হল এবং তাঁকে ক্লাবের ঘর দেখিয়ে দেয়া হল। ঘরটি খুব বড় না হলেও আপাতত চলনসই। ওপর তলায় যেতে যেতে য়ুরা তার সঙ্গীনীটির দিকে তেরছাভাবে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। কমরেড হল্যাণ্ড সে বিষয়ে কিছু না বলে যেন কিছু হয়নি সেইভাবে সাধারণ কথা আরম্ভ করলেন—য়ুরা, আরও দুজন ছেলে কিংবা মেয়েকে সঙ্গে করে আমার ঘরে এসো। ক্লাবঘর সম্বন্ধে আমরা একটা পরিকল্পনা করবো। আসবাবপত্র, পরদা ইত্যাদির জন্যে সভাপতি আমাকে তিনশো রুবল দিয়েছেন। আমরা কাল দুপুরে বাজার করতে বেরুবো। ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকেই আমরা এই ক্লাব চালাবার জন্যে একটা কমিটি নির্বাচন করবো। এ কাজ আমরা উদ্বোধনের দিনও করতে পারি।

আমি যখন কমরেড হল্যাণ্ডের ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এসে পৌঁছলাম

তখন দেখলাম য়ুরা তার দুই বন্ধুকে নিয়ে বারান্দা দিয়ে নেমে আসছে। আমরা সকলে বসে একটা ফর্দ তৈরী করলাম—অর্থের প্রথম কিস্তি দিয়ে কী কী কেনা যেতে পারে। স্থির করলাম—একটা লম্বা টেবিল, বারোটা চেয়ার, পরদা, শতরঞ্চের দুটো সেট, ছোট বিলিয়ার্ড সেট (একে সাধারণত চীনা বিলিয়ার্ড বলা হয়), ডমিনো ইত্যাদি কেনা হবে। আমরা আরও স্থির করলাম যে হাউস কমিটিকে বলে উঠোনে ভলি-বল কোর্ট, জাল ও বলের ব্যবস্থা করবো।

মেয়েরা সীবন-চক্রের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিল। আমি সে চক্র দেখাশোনা করতে সপ্তাহে একদিন আসবো বলে প্রতিশ্রুতি দিলাম। বোরিস বলল—আমাদের কিন্তু দেয়ালপত্রিকা চাই। সকলে যদি একমত হয় তাহলে আমরা লেনা ও মার্ককে তার সম্পাদক হতে বলতে পারি। তারা খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে। তাছাড়া লেনা ভাল লিখতেও পারে। 'রেড কর্ণারের' উদ্বোধনের সময়ে একটা পত্রিকা বের করা যাক। আমার বাবা বলেছেন যে আমাদের প্রস্তুতি হয়ে গেলেই তিনি শতরঞ্চ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করবেন। আমার বড়দি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, তিনি বলেছেন যে সপ্তাহে একদিন তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। আমার দিদি ভাল অভিনয় করতে পারেন। আমাদের নাট্য-চক্র গড়বার সময়েও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে।

এই ভাবে বাড়ীর সমস্ত ছেলেমেয়েরা সংঘকে নিজস্ব বলে অনুভব করতে পেরে উৎসাহিত হল। য়ুরা হল সেই সংঘের একজন নামজাদা সদস্য। তার কাজ হল টেবিল-ক্রীড়া পরিচালনা করা এবং সমস্ত ঘরদোর যাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া। সবচেয়ে অর্থপূর্ণ কথা হল যে মেয়াদের শেষে য়ুরা বাড়ীতে যে রিপোর্ট নিয়ে গেল

তাতে দেখা গেল যে আগের মেয়াদের চেয়ে সে বেশী মার্ক পেয়েছে এবং ভালভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে।

একটা খুব সামান্য ব্যাপার। একদল ছেলেমেয়েকে একটা ঘর দেয়া হল এবং তার ফলে সকলের চোখে পড়ল একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন! সিঁড়িতে গোলযোগ করা, ধূমপান করা ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো সমস্তই বন্ধ হয়ে গেল। আবহাওয়া ভাল থাকলে অবিশ্যি ছেলেমেয়েরা বাইরে বেরুতো নইলে সবাইকে রেড কর্ণারে পাওয়া যেত। বাপ-মারা ঘর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখায় ও নানান্ কাজকর্মে সাহায্য করতেন। ঘরের দেয়ালে ছেলেমেয়েদের আঁকা বিভিন্ন রকমের রঙচঙে ছবি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। হাউস কমিটিও এই ক্লাবের ওপর আগ্রহ নিতো এবং মাসে মাসে পরিমিত অর্থ দিয়ে তার চলতি খরচ চালাতে সাহায্য করতো। য়ুরার সঙ্গে আমাদের এই ঘটনা ঘটে যাবার কিছুকাল পরেই প্রত্যেক বাড়ীতে রেড কর্ণারের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করবার জন্যে আইন জারী করা হল। কারণ অবসর সময়ে ছেলেমেয়েদের অপকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে এইই হল প্রকৃষ্ট উপায়।

এখানে প্রত্যেক পুলিশ (সোভিয়েট ইউনিয়নে 'পুলিশ'-এর বদলে 'মিলিসিয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয় কারণ পূর্বোক্ত শব্দে ধনতান্ত্রিক দেশের শান্তিরক্ষীদের কথাই বোঝায় যাদের অস্তিত্বই হল সেখানকার অত্যাচারী শাসন বজায় রাখবার জন্যে) থানায় হারানো বা দুরন্ত ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা বিশেষ ঘর আছে। যে সব মিলিসিয়াম্যানদের শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে তারাই এই ঘরের পরিদর্শক হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার গুরুত্বের দিক থেকে তাদের দান কম অসামান্য নয়।

গ্রীষ্ম বা শীতের ছুটির সময়ে বা চলতি মেয়াদের কোন ছুটির দিনে স্কুলের

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা গিয়ে সেখানে সহযোগী হিসেবে কাজ করে। স্কুলের উঁচু শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা পুলিশ থানায় গিয়ে এই বিভাগের পরিদর্শককে সাহায্য করা নিজেদের সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করে। সুতরাং পরিদর্শককে সাহায্য করার এতগুলি সহযোগী থাকায় তার কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

শীতের ছুটিতে আমাদের স্কুলকে দু দিন পুলিশ থানায় কাজ করতে বলা হয়েছিল। আমি আমার কাজের অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলাম এবং আমার অর্ধেক দিন অত্যন্ত কৌতূহলের মধ্যে দিয়েই কাটল। যে যুবকটিকে শিশু-বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেখলাম, তিনি এ বিষয়ে যোগ্য লোক সন্দেহ নেই। তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব শান্ত ও বন্ধুচিত অথচ দৃঢ়ভাবে কথা বলছিলেন। তাদের বা তাদের বাপ-মা সম্বন্ধে যে তথ্য দরকার তা তিনি তাদের ভয় না দেখিয়ে এবং গলা না চড়িয়েই সংগ্রহ করছিলেন।

আমাকে বলা হল যে আমি যে কোন ছেলেকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমাকে আরও বলা হল যে যতটা সম্ভব ছেলেমেয়েদের বাড়ীর পরিবেশ সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করা উচিত—আর তারা কোন্ স্কুলে পড়ে, স্কুল সম্বন্ধে তাদের মতামত কি ইত্যাদি এবং কি কাজ করার ফলে তাদের এখানে আনা হয়েছে।

ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে একটা ডেস্ক, একটা সোফা ও কয়েকটা চেয়ার। এ সব হল আপিসের কাজকর্মের জন্যে। ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেবার জন্যে ছোট ছোট টেবিল চেয়ার, টেবিল-ক্রীড়া, এক সেট চীনা বিলিয়ার্ড ও এক দিকে আলমারি ভর্তি মনোজ্ঞ বইয়ের সমারোহ —এ সবের আয়োজনও আছে।

প্রথমে যে ছেলেটিকে আনা হল তার বয়স বছর দশ। তার সঙ্গে

একজন তত্ত্বাবধায়ক (এখানে প্রত্যেক বাড়ীতেই একজন করে তত্ত্বাবধায়ক থাকে)। সে বলল সে যখন বাড়ীর সামনে ঝাঁট দিচ্ছিল তখন সে এই ছেলেটিকে ও আরও একজন ছোট ছেলেকে একটা লরির পেছনে ঝুলতে দেখে। ছোট ছেলেটি পালিয়ে যায় কিন্তু একে সে থানায় ধরে এনেছে কারণ সে তার ও তার বন্ধুর জীবন নিয়ে খেলা করছিল। লোকটি রোরুদ্যমান ছেলেটিকে রেখে নিজের কাজে চলে গেল।

পুলিশ কর্মচারী আঙুল দিয়ে ডেস্কের পার্শ্ববর্তী চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে তাকে বন্ধুভাবে বসতে বললেন—কেঁদো না, চুপ করো। আমরা তোমাকে কোন শাস্তি দিচ্ছি না। আমি এইটুকু আশ্বাস চাই যে এ বিপজ্জনক কাজ তুমি আর কখনও করবে না। তোমার নাম ও ঠিকানা জানাও এবং বল তুমি কেন লরির পেছনে ঝুলছিলে? তোমার সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল সে ছেলেটি কে? তুমি স্কুলে যাও না কেন? নিশ্চয়ই তোমার স্কুল ছুটির সময় খুব আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটায়। তোমার স্কুলের নম্বর কি?

কর্মচারীটি অত্যন্ত নরম গলায় কথা বলে ছেলেটিকে শান্ত হবার সুযোগ দিলেন। ছেলেটি তার নাম ও ঠিকানা বলা মাত্র তিনি তাঁর ব্রিগেড থেকে লোক পাঠিয়ে তার মাকে ডেকে পাঠালেন। জানা গেল ছেলেটির সঙ্গে যে সাথী ছিল সে তার ছোট ভাই। ব্রিগেডের অন্য একটি সদস্যা ছেলেটিকে তার মা না আসা পর্যন্ত তার সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে বলল। মেয়েটির বয়স সতের। চেহারা দেখে তাকে খুব আমুদে বলে মনে হয়।

মিনিট কুড়ির মধ্যে তার মা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। ছেলেকে নিরাপদ অবস্থায় দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

পুলিশ কর্মচারী মাকে সমস্ত ঘটনা বললেন এবং ছেলের প্রতি তাঁর অনবধানতার জন্যে তীব্রভাবে সমালোচনা করলেন। যদি বাড়ীতে ছেলেকে নিযুক্ত রাখবার মত কোন উপায় না থাকে তাহলে তাকে স্কুলে পাঠানো উচিত। স্কুলে তার ওপর যত্ন নেয়া হবে এবং সেও অনেক কিছু কাজ করবার সুবিধে পাবে। তিনি নিজেই টেলিফোন যোগে সমস্ত কথা স্কুলের কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। তিনি ছেলেটির মার কাছেও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টেলিফোন করে জানাবেন যে সে কি রকম ব্যবহার করছে।

ছেলেটি ও তার মা চলে যাবার পর পুলিশ কর্মচারী স্কুলের অধ্যক্ষের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন—এটা খুব আশ্চর্যের কথা যে আপনার স্কুলের শিক্ষকেরা ছুটি শুরু হবার আগে ছেলেমেয়েদের কাছে ক্লাব-জীবন সম্বন্ধে প্রচার করে না! আপনি তো জানেনই যে ছুটির সময়ে স্কুলকে ক্লাবে পরিণত করার অর্থই হল যে ছেলেমেয়েদের রাস্তায় উদ্দেশ্য-হীনভাবে না ঘুরে বেড়াতে দিয়ে কাজে নিযুক্ত রাখা। কিন্তু এই ছেলেটি লরির পেছনে ঝুলছিল নিজের জীবন বিপন্ন করে। এই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে আমাকে আপনি সবিশেষ জানাবেন।

কয়েক মিনিট পরে আবার টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। কোন এক দোকানের রক্ষী একজন মেয়েকে পকেট মারার অপরাধে ধরেছে। এখন তাকে নিয়ে কি করা যাবে? আদেশ দেয়া হল—তাকে এক্ষুনি এখানে নিয়ে এস।

কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি রক্ষীর সঙ্গে এসে উপস্থিত হল। তার বয়স বছর চোদ্দ। মুখে বলিষ্ঠ স্পর্ধা! সে সমস্ত কথা অস্বীকার করল এবং রাগ করে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। লোক পাঠানো হল তার বাপ-মাকে ডাকতে। দোকানের রক্ষীটি কি ভাবে মেয়েটিকে একজন

মহিলার পকেট মারার সময়ে ধরে তার বর্ণনা দিল। হঠাৎ মেয়েটি কথা বলতে আরম্ভ করল। বলল সে নিজে কখনও চুরি করে নি। তবে তার পাশের বাড়ীর মেয়েটি একজন নিয়মিত চোর। মেয়েটি তার বর্ণনা দিল। পুলিশ কর্মচারী বললেন—আচ্ছা, এ কী রকম কথা যে তুমি ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে এত খবর রাখো ?

বাঃ, আমি যে তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বেড়াতে বেরোই। মেয়েটি অনিচ্ছাপূর্বক স্বীকারোক্তি করল।

এই সময়ে তার বাপ ও মা দুজনেই এলেন। তাঁদের বসতে বলা হল। সমস্ত ঘটনা শোনার পর তার বাবা টেবিলে শব্দ করে বললেন—মেয়েটি ভয়ানক খারাপ এবং এর জন্যে ওকে মারা উচিত। কারো গায়ে হাত তোলা আইনবিরুদ্ধ নইলে ওকে এমন মার মারতাম যেমন ভাবে ছোটবেলায় আমাকে মারা হত। গত ত্রিশ বছর থেকে আমি সরলভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং এর আগে আমাকে কোনদিন পুলিশ থানায় যেতে হয় নি।

মেয়েটি কি ভাবে চুরি করতে আরম্ভ করে, এ-সম্বন্ধে কি আপনার কোন ধারণা আছে ? পুলিশ কর্মচারী জিজ্ঞেস করলেন।—সে তার পাশের বাড়ীর মেয়ের কথা বলল। আপনি কি তাকে জানেন ?

হ্যাঁ, সে মেয়েটিও ভয়ানক খারাপ। মারুসাকে আমি বার বার তার সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছি কিন্তু ও আমার কথা শোনে না। সেও প্রায়ই স্কুলে যায় না এবং আমার মেয়েকেও তাই করতে শেখায়। এই কারণে মারুসা পড়ায় ভাল মার্ক পায় না। আমার মনে হয় তাকে দ্বিতীয় বছর পড়তে হবে। ওকে নিয়ে আমি কী করবো ? মেয়েটির বাবা ঘাড় নাড়লেন।

প্রথমত ওকে নিয়মিতভাবে স্কুলে যেতে হবে। আপনারও এ দিকে

দৃষ্টি দেয়া উচিত। ওর মা ওর বাড়ীর পড়া তদারক করবেন যাতে ও বাড়ী ফিরে সেগুলি পুরো করে। সন্ধ্যেবেলা ও বাড়ী থেকে বেরুবে না যদি না ওর বাবা বা মা সঙ্গে যায়। আর মারুসাকে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে সে আর কখনও চুরি করবে না। আমি ওর ওপর নজর রাখবো। মারুসা প্রতি মাসে আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে। আমিও তার স্কুলে টেলিফোন করে নিয়মিতভাবে খবর নেব যে সে স্কুলে যাচ্ছে কি না ও পড়ছে কি না। তুমি কী বল, মারুসা? আমি কখনও কোন জিনিস চুরি করি নি। মারুসা আবার জোর গলায় বলল।

কিন্তু তুমি কি স্কুলে মন দিয়ে পড়াশোনা করবে, না সংস্কার-কম্যুনে যাবে?

না, আমি পড়বো। মেয়েটি জবাব দিল।

তারা সবাই চলে যাবার পর পুলিশ কর্মচারী আমাকে লক্ষ্য করে বললেন—মেয়েটি যেখানে পড়ে সে স্কুল নিশ্চয়ই ভাল স্কুল নয়। মস্কোতে এ রকমের কতকগুলি স্কুল এখনও আছে। এখনও ভাল শিক্ষকের অভাব পূরণ করা যায়নি। ধীরে ধীরে যাবে। মারুসার ক্লাশ উপদেষ্টার তার নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়া দরকার। কালকেই আমি ওর স্কুলে যাবো। এবং তারপর তার বাপ-মা—তারাও একটা বড় সমস্যা। তাদেরও শিক্ষিত করতে হবে। মেয়েটির বাবা খুব ভাল লোক কিন্তু মেয়ের সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানেন না। যাই হোক আমার মনে হয় মারুসা শুধরে যাবে। আমি তার স্কুলের অন্য বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জানি—তারা মারুসাকে সাহায্য করবে।

অবিশ্যি এগুলি খুব সাময়িক সমস্যা। পুলিশ কর্মচারীটি বলে চললেন।

হাতের কাছে বিশেষ কোন কাজ না থাকায় সিগারেট ধরালেন তিনি।—যখন আমরা আমাদের পরিকল্পনানুযায়ী সমস্ত কিছু তৈরী করতে পারবো, যখন বাপ-মারা পুরোপুরি শিক্ষিত হবে, যখন শিশু-সদন, কিণ্ডারগার্টেন, স্কুল, গ্রন্থাগার, শিশু রঙ্গালয়, সবুজ মাঠ, খেলা করবার উঠোন, সমস্ত কিছু অপরিমিতভাবে পাবো, তখন এই সব সমস্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করুন এবং তার মধ্যে যদি যুদ্ধ না বাধে তাহলে আমরা সমস্ত কিছু গড়ে তুলবো যা একদিন ভাববাদীদের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হত। আমরা শিশুদের জন্যে স্বর্গ গড়ে তুলবো এই সোভিয়েট দেশে।

আচ্ছা আপনার কাছে মারাত্মক রকমের কেস বেশী আসে কি? এবং এলে আপনি কী করেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

পাকা চোরের কেস কচিৎই আসে। এইসব ছেলেমেয়েরা অবিশ্যি অবস্থার দোষে চুরি করতে শিখেছে। এদের আমরা কমিসেরিয়ট অব হোম এ্যাফেয়ার্স-এর সংস্কার-গৃহে পাঠিয়ে দিই; সেখান থেকে তারা সত্যিকার মানুষ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু এ ধরনের কেস ক্রমশ কমে আসছে। মানুষের অবস্থার ক্রমোন্নতি হচ্ছে। বেকার সমস্যা না থাকায় কেউ আর পরের অর্থ চুরি করে নিজের জীবিকানির্বাহ করতে উৎসুক নয়। আমাদের কাছে এ রকম সাধারণ সমস্যা আসে যেমন আজ আপনি দেখলেন—কেউ হয়তো লরির পেছনে ঝুলছিল বা ভাড়া না দিয়ে ট্রামে চড়েছিল কিংবা পুলিশের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছিল। এই সব কেসে স্কুল ও বাপ-মাদের সাহায্যে তাদের সরল শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সংশোধন করা হয়।

নটার সময়ে আমরা ঘর বন্ধ করে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। পুলিশ কর্মচারীটি অত্যন্ত সরলভাবে সমস্ত বিষয় আমার কাছে উপস্থিত

করেছিলেন। সোভিয়েট রাষ্ট্র এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করছে যাতে কাউকে চুরি করার দরকার করবে না এবং সম্ভবও হবে না। এই অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করবে। এখনও যেটুকু ত্রুটি আছে এবং ভবিষ্যতে যেটুকু ত্রুটি হবে তা মেনে নিয়েও ইমারতের মজবুত বনেদ চোখে পড়ছে এবং সে বনেদ হল সকলের সুযোগের সমতা, সে বনেদ হল সবহারাদের হাতে সমস্ত কিছুর অখণ্ড অধিকার। এই ভিত্তির ওপর যে কোন সবল ইমারত রচনা করা যায়।

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী

সোভিয়েট ইউনিয়নে বেকার সমস্যা নেই। এবং শুধু তাইই নয়, যে কোন কাজে উপযুক্ত কর্মীর অভাব এখানে নিয়মিত লেগে রয়েছে। এখানকার ছেলেমেয়েরা একটিমাত্র সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সে সমস্যা হল নানান্ রকমের কাজের মধ্যে থেকে নিজেদের মনোমত কাজ নির্বাচন করার সমস্যা। শিক্ষালয়গুলি সোভিয়েট সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকার ফলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিজের দেশের সমস্ত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের খবর বিশদভাবে জানতে পারে এবং তা থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারে। শিক্ষালয়ও তাকে তার শিল্প ও সৃজন প্রতিভা স্ফূরণের সমস্ত সুযোগ সুবিধে দিয়ে থাকে। এর ফলে প্রত্যেক তরুণ তরুণী পনের বা ষোল বছর বয়সে পৌঁছবার আগেই নিজের লক্ষ্য স্থির করতে পারে। ভাবীকালের শিল্পীরা স্কুলের ছুটির পর আর্ট স্কুলে যায়, ইঞ্জিনিয়াররা যায় টেকনিক্যাল কেন্দ্রে এবং উত্তরকালের যন্ত্রশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী যারা তাদের বিশেষ স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয় কিংবা স্কুলের পড়ার শেষে নাচগানের ক্লাশে তাদের যোগদান করার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা নিজেদের মন স্থির করতে পারে না তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়। দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে স্কুল-বছরের মাঝামাঝি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এই বক্তৃতার ক্লাশে অধ্যাপকেরা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সুবিধেগুলি বুঝিয়ে বলেন; চিকিৎসকেরা বলেন তাদের নিজেদের পেশার কথা। অবিশ্যি খুব রঙিন ছবি এঁকে তাদের ঠকানোর

চেষ্টা করা হয় না কারণ চিকিৎসক হতে হলে নিজের কাজের প্রতি তার অনুরাগ ও সাহস দুইই দরকার ; শিক্ষকেরা তাদের পেশার আনন্দ ও সমস্যা—দুইই ভালভাবে তাদের সামনে উপস্থিত করেন এবং যারা যন্ত্রবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি ও শ্রমিক তারাও তরুণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে জীবনের প্রভূত সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। এর পর শিক্ষার্থীরা বেছে নিক্ তাদের নিজেদের মনোমত কাজ।

ছেলেদের ও মেয়েদের দু পক্ষের কাছেই উড়োজাহাজ চালানো বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রে অন্যতম জনপ্রিয় কাজ। ভূতত্ত্ববিদ্যাও কম লোভনীয় নয়। সোভিয়েট দেশের দূরতম প্রদেশ পর্যন্ত মাটির নীচ থেকে লোহা ও মূল্যবান খনিজপদার্থ আবিষ্কার করার মধ্যে সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিংএর সাহায্যে অখ্যাত ও অজ্ঞাত প্রান্তে নতুন পথঘাট, রেলপথ ও সেতু তৈরী করা এবং স্থাপত্যের সাহায্যে শিল্পপ্রধান দেশ, নতুন শহর ও নগর গড়ে তোলার পেছনেও প্রতিশ্রুতির প্রকাণ্ড বিস্ফার চোখে পড়ে।

এক বা দু-বছর আগে পর্যন্ত চিকিৎসা ও শিক্ষকতার কাজে উপযুক্ত সংখ্যক তরুণ তরুণীকে আকর্ষণ করা সম্ভব হয়নি কারণ অন্যান্য কাজে এর চেয়েও বেশী সুবিধে পাওয়া যেত। কিন্তু এই কাজগুলিতে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলে এর জনপ্রিয়তা প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। এই সব দেখে মনে হয় যে হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেই সোভিয়েট দেশে অদক্ষ কর্মীর অভাব দেখা দেবে। কিন্তু এই সমস্যারও সমাধান তারা অনায়াসেই করবে কারণ সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের কাছে যন্ত্র হল মানুষের সেবক। এই যন্ত্রের সাহায্যে সেখানে মানুষকে যতটা সম্ভব শারীরিক পরিশ্রম থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

কয়েক বছরের মধ্যেই দশ বছরের স্কুলশিক্ষা প্রত্যেকের জন্যে

বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হবে। বর্তমানে ছেলেমেয়েরা আট বছর বয়স থেকে পনের বছর বয়স পর্যন্ত সাতটি ক্লাশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা পেয়ে থাকে। সপ্তম শ্রেণীর পড়া শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা ইচ্ছে করলে অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পারে বা কোন টেক্‌নিকম্‌এ (technicum) সাধারণ পাঠ ছাড়াও বিশেষ কোন বিষয়ে পারদর্শী হাতে পারে। টেক্‌নিকম্‌এ থাকা কালে ছাত্রেরা মাসিক বৃত্তি পায় এবং হোস্টেলে থাকার সুবিধে পায়। এই শিক্ষার ফলে সম্পাদক, অনুবাদক ও যন্ত্রবিদ হওয়া সম্ভব হয়। তাছাড়া এর চেয়েও উচ্চ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করাও চলতে পারে।

যদি কোন ছেলে কি মেয়ের সপ্তম শ্রেণীর পর আর পড়বার ইচ্ছা না থাকে তাহলে সে তার মনোমত যে কোন কাজে যোগ দিতে পারে। তবে যে কোন কাজেই যোগ দিক না কেন তাকে সেই প্রতিষ্ঠানে এক বছর শিক্ষানবিসী করতে হয়। আমাদের একজন ছাত্রী ফিনিস্ ও ইংরেজী ভাষা জানতো—সে মস্কোর সবচেয়ে বড় বিভাগীয় দোকানে কাজ নিল। সেই প্রতিষ্ঠানের স্কুলেই এক বছর শিক্ষা পেল সে। দোকানে বহু ভাষাভাষি লোকজন আসায় তার ফিনিস্ ও ইংরেজী ভাষা জ্ঞান অত্যন্ত মূল্যবান।

যে কোন লোক সান্ধ্য-স্কুলে এসে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা নিতে পারে বা তার পেশা বদল করতেও পারে কিংবা নিজের কাজে আরও বেশী পারদর্শিতা লাভ করতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্মপ্রতিষ্ঠান-গুলি নিজেদের খরচায় ক্ষমতাবান কর্মীদের উচ্চশিক্ষার জন্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেয় এবং তার জন্যে তাদের মাসিক মাইনে বন্ধ করে দেয়া হয় না।

যে সব শিক্ষার্থীরা স্কুলে পুরোপুরি দশ বছর পড়তে চায় এবং দশম শ্রেণীর

পরীক্ষায় বিশেষ করে খেলাধুলো, সংগীত, শিল্প ও কলাবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ মার্ক পায় তাদের বিনা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয়। যারা অপেক্ষাকৃত কম মার্ক পায় তাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয় কিন্তু এই পরীক্ষা মোটেই প্রতিযোগিতামূলক নয়। এতে উত্তীর্ণ হবার একটা নির্দিষ্ট মান আছে। বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি দেয়া হয় এবং প্রতি মাসে তা বৃদ্ধি পায়। যারা শহরের বাইরে থেকে আসে তাদের থাকার জন্যে হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের স্কুলে দেখা গেল যে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে ইচ্ছুক। বাকী যারা তারা টেক্‌নিকমে যেতে চায়। দেখা গেল অত্যন্ত অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীই সপ্তম শ্রেণী ছেড়ে কাজে যোগ দিচ্ছে। তাও তারা যে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে তা নয়। নিজেদের স্থানীয় সান্ধ্য-স্কুলে বা সম্মিলিত চক্রে তারা নিজেদের শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমার শিক্ষকতা করা কালে প্রায় ত্রিশজন ছেলেমেয়ের একটি দল সপ্তম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসে। তাদের মধ্যে কুড়িজন অষ্টম শ্রেণীতে চলে যায়। এবং তারা দশম শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। একজন স্টালিন অটোমোব্যাইল প্লান্টের ফ্যাক্টরি-স্কুলে চলে যায়। সেখানে দৈনিক চার ঘণ্টা পরিশ্রম করেও বাকী সময়টুকু পড়াশোনা করা চলে। একজন মেয়ে গিয়ে যোগ দেয় কোন এক কাপড়ের কলের ফ্যাক্টরি স্কুলে এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে দক্ষতা লাভ করে। অন্য একটি মেয়ে খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারতো। সে নক্‌সা আঁকার কাজ নেবে না শরীরচর্চার কাজ নেবে এই নিয়ে সমস্যায় পড়ল

কারণ নক্সা আঁকার ব্যাপারেও তার দক্ষতা কম ছিল না। শেষকালে সে পূর্বোক্ত কাজ নেবে স্থির করল। বাকী সময়টুকু সাঁতার কেটে এবং খেলাধুলো করে কাটাবে। একজন আমেরিকান মেয়ে সে রাশিয়ান ভাল করে জানতো না। সে বিদেশী ভাষার টেক্‌নিকমে গিয়ে ইংরেজী শিক্ষয়িত্রী হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করে এল। তার সঙ্গীটি হল একজন অনুবাদক। বাকী ছেলেদের মধ্যে একজন ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সে বিদেশী ভাষার ইনষ্টিটিউট থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। উনিশ বছর বয়সে সে ইংরেজী শিক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করবে। অবশিষ্ট একটি ছেলে ও একটি মেয়ে অভিনয় ও নাচগানের শিল্পী হিসেবে কাজ নিল।

যারা বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ প্রতিষ্ঠানে গেল তাদের মধ্যে একজন নিল চিকিৎসা-শাস্ত্র, দ্বিতীয় শিক্ষার্থী গেল নৌ-বিদ্যা শিক্ষালয়ে—সেখানে সে কৃষ্ণসাগরের মালবাহী ষ্টিমারের ক্যাপ্টেন হিসেবে দক্ষতা লাভ করবে। কেউ কেউ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা নিল। আবার কয়েকজন গেল রাইটার্স ইনষ্টিটিউটে।

যে কাজের প্রতি তাদের অনুরাগ সেই কাজই তারা পেল—এইটে হল সব চেয়ে জরুরী কথা। সোভিয়েট ইউনিয়নে শিক্ষা শেষ করে যে সব ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসছে তাদের সম্বন্ধে আমাদের এই জরুরী কথাটা মনে রাখা উচিত। যদি কেউ মনে করে যে সে ভুল কাজ নিয়েছে এবং তা বদল করা দরকার, সে সুযোগও তার পুরোমাত্রায় আছে। সোভিয়েট তরুণ তরুণীদের কাছে এ নিশ্চয়তার গুরুত্ব কম নয়। এই নিশ্চয়তার পেছনে রয়েছে সেই নীতি যে সোভিয়েট দেশে কখনও বেকারসমস্যা হতে পারে না এবং এ জন্যেই এখানকার পথে ঘাটে প্রত্যেকের মুখে প্রফুল্লতা ও সন্তুষ্টির প্রকাশ চোখে পড়ে। যে

কাজে তাদের আগ্রহ সে কাজই তারা করছে। সোভিয়েট নাগরিকের সমস্ত অধিকার তারা ভোগ করেছে পুরোমাত্রায়। নতুন সমাজব্যবস্থা তারা গড়ে চলেছে যার অস্তিত্বই হল সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের ভিত্তির ওপর। তারা জানে, যে কোন অঘটনই ঘটুক না কেন—তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মুছে যাবার নয়।

ট্রেড ইউনিয়ন

স্কুলে এক বছর কাজ করার পর আমাকে স্কুলের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে নির্বাচিত করা হল। সভ্যদের মতে ট্রেড ইউনিয়ন হল রূপকথার ধর্ম-মা। কমিটির সভাপতি নিজে প্রত্যেকের ভালমন্দ সম্বন্ধে সজাগ এবং প্রত্যেকের সমস্যা প্রতিকার করার ব্যাপারে সচেষ্ট। কমিটির সদস্যা হিসেবে আমার কর্তব্য হল সমষ্টির কাজকর্মের প্রতি নজর রাখা অর্থাৎ যাতে সভ্যেরা ভাল কর্মী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে এবং সামাজিক কর্তব্য পালন করে। আমাকে সমাজতান্ত্রিক চুক্তিপত্র ও অঙ্গীকার-পত্র পরীক্ষা করতে হত এবং প্রতি মাসে আমার কাজের একটা বিস্তৃত বিবরণ কমিটির সভায় ও মাঝে মাঝে সাধারণ সভায় পেশ করতে হত। কতকগুলি অঙ্গীকার-পত্র মেলানো খুব কঠিন হওয়ায় তাতে অনেক সময় ব্যয় হত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীচের অঙ্গীকার পত্রটি দেখলেই তা বোঝা যাবে।

"মেয়াদের শেষে আমি নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পূর্ণ করবো বলে প্রতিশ্রুত হচ্ছি।

ক। সমস্ত পুয়োর মার্ক দূর করবো।

খ। প্রত্যেক পাঠ সম্বন্ধে পূর্ণ প্রস্তুতি করবো।

গ। দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বলতা প্রকাশ পেলেই তাদের পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত করাবো।

ঘ। আদর্শ নোট-বই রাখবো।

স্বাক্ষর—"

এই অঙ্গীকার-পত্রটি পরীক্ষা করতে হলে ক্লাশের মার্ক-বই, নোট-বই এবং শিক্ষকদের সাপ্তাহিক প্ল্যান-বই পরীক্ষা করা দরকার। এই রকম অনেকগুলি অঙ্গীকার-পত্র ও সমাজতান্ত্রিক চুক্তি থাকায় আমাকে এমন উপায় উদ্ভাবন করতে হল যার ফলে আমি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করতে পারি। আমি স্কুল-কর্মীদের ঘরে একটা নক্সা টাঙিয়ে দিলাম। এই নক্সায় প্রত্যেকটি কর্মী তার সাপ্তাহিক উন্নতি লিখে রাখবে। এই নক্সাগুলি দেখলেই জানা যায় যে কারা কি ভাবে উন্নতি করছে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করছে। এর ফলে সবাই নতুন উৎসাহ পেল কারণ তালিকায় সবার নীচে নিজের নাম দেখতে কেউই প্রস্তুত নয়।

এই ধরনের সামাজিক কাজে আমি বিশেষ আগ্রহ পেলাম। এর সাহায্যে সাধারণ স্কুল পরিচালনার ভেতর দৃষ্টি দেয়া খুব সহজ এবং এজন্যে প্রত্যেক কর্মীর ব্যক্তিগত কাজকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখা প্রয়োজন। আমাকে যে শুধু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাজ পরীক্ষা করতে হয়েছে তা নয়, স্কুল-পরিষ্কারক ও পরিচারকদের সমাজতান্ত্রিক চুক্তিও আমাকে পরীক্ষা করতে হয়েছে। ক্লাশ-ঘর ঝাঁট দেয়া হয়ে গেলে পর সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আছে কি না তা আমাকে দেখতে হত। তাছাড়া উপযুক্ত পরিমাণ খড়ি আছে কি না, দোয়াতে কালি ভরা হয়েছে ও ব্লাকবোর্ড পরিষ্কার করা হয়েছে কি না, ঠিক সময়ে ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে কি না এবং পরিচ্ছদ-ঘরের ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না, এমন কি রান্নাঘর ও উনুন আমার পরিদর্শন থেকে বাদ যেত না। শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য কর্মীদেরও সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। মাসিক সভায় স্কুলের ক্রমোন্নতির সমস্ত রিপোর্ট তারা মন দিয়ে শুনতো। আসলে এই সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় কোন

বাধ্যবাধকতা না থাকায়, যারা ইচ্ছুক একমাত্র তারাই তাতে যোগ দিত। আমার সদস্যাপদ পাওয়ার কয়েক মাস পরেই ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি আমাদের স্কুল ছেড়ে দেন এবং আমাকে তাঁর জায়গায় নির্বাচন করা হয়। এবার রূপকথার ধর্ম-মা হওয়ার পালা হল আমার! এই কাজের পক্ষে আমার অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে আমি সজাগ ছিলাম। কিন্তু আমাকে আশ্বাস দেয়া হল যে অল্প সময়ের মধ্যেই আমি অভিজ্ঞ হয়ে উঠবো। এবং আসলে তাইই ঘটল। যাবার আগে পুরনো সভাপতি আমাকে জেলা ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির প্রধান অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অধ্যক্ষ বললেন তিনি আমাকে সাধ্যমত সাহায্য করবেন। জেলা কমিটি আমাদের স্কুলের কাছাকাছি হওয়ায় আশ্বস্ত হলাম যে অত্যন্ত সহজে তার সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে। এর পর আমাকে প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে নিয়ে যাওয়া হল। শহরের মাঝামাঝি একটা প্রকাণ্ড বাড়ীতে কমিটির আপিস। এখানে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হল। তাঁর সঙ্গে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। পরে তিনি আমাকে তাঁর ইতিহাস বললেন—প্রথমে তিনি একজন অশিক্ষিতা চাষীর মেয়ে ছিলেন। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা পেয়ে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত হতে পেরেছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নে ট্রেড ইউনিয়ন কাজের বিভিন্নতা অনুযায়ী নানান্ শাখায় বিভক্ত এবং প্রত্যেকটির একটি করে স্থানীয় শাখা আছে। যারা এই ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির বেতনভুক্ত কর্মচারী (এ ছাড়াও তারা যে কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারে) তারাও এর সভ্য। আমাদের স্কুলে আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল-ট্রেড ইউনিয়নে দলভুক্ত ছিলাম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কর্মীরাও যেমন পরিষ্কারক, হিসেব-রক্ষক,

শিক্ষক প্রভৃতি সবাই তার সভ্য ছিল এবং স্থানীয় কমিটিতে নির্বাচিত হওয়ার উপযুক্ত ছিল। অবিশ্যি স্কুলপরিচালনায় যারা আছে তারা ট্রেড ইউনিয়ন আপিসের কর্মচারী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে না।

আমাদের স্কুলটি ছোট হওয়ায় আমাদের কমিটির মধ্যে তিনজন ছিলেন—সভাপতি, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সম্পাদক। সম্পাদক সমষ্টির কাজকর্ম পরীক্ষার কাজেরও ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এই তিনজন সভ্য কমিটির সম্মিলিত মত অনুসারে অন্যান্য সভ্যদের সংঘের কিছু কিছু কাজ করতে বলতে পারেন। এও এক রকম সামাজিক কাজ। আমি সভানেত্রী থাকা কালে দুজন সহকর্মী নিয়েছিলাম—একজন রাশিয়ান শিক্ষক—তার কাজ হল সাংস্কৃতিক কাজকর্মের দায়িত্বে থাকা এবং একজন পরিষ্কারক—তার কাজ হল সমাজতান্ত্রিক চুক্তি ও অঙ্গীকার-পত্রের ফলাফল বিচার করা।

সাংস্কৃতিক কর্মীর কর্মক্ষেত্র অবিশ্যি অত্যন্ত ব্যাপক। তার প্রথম ও প্রধান কাজ হল—যে যা শিখতে ও জানতে চায় তার ব্যবস্থা ও সুবিধে করে দেয়া। আমাদের নিজেদের কয়েকটি ক্লাশ ছিল যেমন ইংরেজ ও আমেরিকান শিক্ষকদের জন্যে রুশ-শিক্ষা ক্লাশ; রাশিয়ান শিক্ষকদের জন্যে ইংরেজী ক্লাশ; সমষ্টির অর্ধশিক্ষিত সভ্যদের জন্যে রাশিয়ান, গণিত ও অন্যান্য বিষয়ে পাঠের ব্যবস্থা; প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাজের জন্যে শিক্ষা ও পরীক্ষার আয়োজন এবং এখানকার খেলোয়াড়দের জেলায় যোগদানের জন্যে প্রস্তুতি ও পরীক্ষার ক্লাশ। তার দ্বিতীয় জরুরী কাজ হল আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য নাগরিকদের মত আমাদের সভ্যদেরও নাটক দেখার ব্যাপারে উৎসাহের অন্ত ছিল না এবং সে কারণে অত্যধিক দর্শকদের চাপে টিকিট পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হত। সুতরাং সাংস্কৃতিক কর্মীর কাজ হল আমাদের

টিকিট সংগ্রহ করে দেয়া। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সাহায্যে তার সঙ্গে 'বিশেষ বুকিং আপিসের' যোগাযোগ থাকতো—ফলে চাহিদা অনুসারে টিকিট পাওয়া অসম্ভব হত না। মাঝে মাঝে দলবেঁধে যাদুঘর, সিনেমা ও রঙ্গালয়ে যাওয়ার সমস্ত আয়োজনের ভারও থাকতো তার ওপর। 'রোমিও জুলিয়েট' 'ইণ্টারভেন্সন,' 'ইন্সপেক্টার জেনারাল,' 'চেরি অচার্ড'এর মত নাটক স্কুলের সমস্ত কর্মীরা একসঙ্গে দেখতে যেতাম। তা ছাড়া কেউ ব্যক্তিগতভাবে বা সবান্ধবে নাটক দেখতে যেতে চাইলে তার টিকিট কেনার ভারও সাংস্কৃতিক কর্মীর ওপর থাকতো।

প্রত্যেকে যাতে দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে পড়ে এবং দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে অবগত থাকতে পারে ও স্কুল গ্রন্থাগার বা সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে প্রচুর পরিমাণে পছন্দমত বই পেতে পারে তার প্রতি নজর রাখা হল সাংস্কৃতিক কর্মীর আরেকটি কাজ। সংক্ষেপে কোন স্কুল- কর্মী যাতে সংস্কৃতিগত উন্নতির সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত না হয় তার প্রতি সজাগ ও সচেষ্ট থাকাই হল তার কর্তব্য। তার নীচে দুজন সহকর্মী থাকে যারা তাকে টিকিট কেনা ও বই বিলি করার ব্যাপারে সাহায্য করে। স্কুল বছরের শেষে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মী সর্বসম্মতি-ক্রমে 'শক-ওয়ার্কার' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী বলে প্রশংসিত হল।

ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভ্যেরা নিয়মিতভাবে মাসে দুবার করে মিলিত হত। কেউ আমাদের আলোচনায় যোগদান করতে চাইলে আমরা তাকে আমন্ত্রণ জানাতাম এবং তার কোন বক্তব্য থাকলে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। আমরা এই সভায় আয়-ব্যয় (স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিকে প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে শতকরা একভাগ খরচের জন্যে দেয়া হয়), সাংস্কৃতিক কাজকর্মের খসড়া, ছুটির সময়ে উৎসবের ব্যবস্থা, কোন্ কোন্ সভ্যকে বৃত্তি দেয়া হবে ও কারা কারা তাদের

কাজে পিছিয়ে আছে—এই সব বিষয়ে আলোচনা করতাম। জরুরী বিষয়গুলি ট্রেড ইউনিয়নের মাসিক সভায় সাধারণ আলোচনার জন্যে তোলা হত কারণ সেই সভায় অধিকাংশ সভ্যই যোগদান করে।

যে সব সভ্যেরা সামাজিক কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের ট্রেড ইউনিয়ন নির্দিষ্ট কাজের ব্যবস্থা করে দিত এবং দেয়ালপত্রিকা প্রকাশেও সাহায্য করত। সামাজিক কাজকর্ম বলতে অনেক কিছু বোঝায় যেমন—দেয়াল-পত্রিকা সম্পাদনা করা, সম্পাদনা বোর্ডের সভ্য হওয়া, ইউনিয়নের মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করা, সংবাদপত্র বিধিবদ্ধভাবে রাখা, বুলেটিন বোর্ড পরিচালনা করা, ইংরেজ ও আমেরিকান সভ্যদের রুশ ভাষা ও রুশ ভাষাভাষি-সভ্যদের ইংরেজী শিক্ষা দেয়া বা যে কোন রকম বিশেষ কাজ যা সভ্যেরা করতে চায়। আমাদের একজন রাশিয়ান শিক্ষক অর্ধ-শিক্ষিত সভ্যদের শিক্ষা দিতেন ও অন্য আরেকটি শিক্ষক গ্রন্থাগার ও ছোটদের গ্রন্থাগার চক্রকে নতুন বই তালিকাবদ্ধ করা ও পুরোনো বই বাঁধানোর ব্যাপারে সাহায্য করতেন। প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগে ছিলেন একজন নার্স; আমাদের মধ্যে এমন কোন সভ্য ছিল না যে সামাজিক কাজকর্মের প্রতি বিরূপ ছিল।

ট্রেড ইউনিয়নের সভানেত্রী থাকা কালে আমাকে সভ্যদের নানান ভাবে সাহায্য করতে হয়েছিল যেমন আমাদের কোন কর্মীর ছেলেকে শিশু-সদনে পাঠানো, ছুটির সময়ে শিক্ষকদের ও অন্যান্য কর্মীদের জন্যে ট্রেড ইউনিয়ন হেড কোয়ার্টার থেকে 'বিশ্রাম-গৃহের' পাশ সংগ্রহ করা; কোন সভ্যের জন্যে ঘর খোঁজা (মস্কোতে বাড়ী পাওয়া সোজা ব্যাপার নয়!) এবং সাধারণ সুবিধে অসুবিধে দেখাশোনা করা ও পরামর্শ দেয়া। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি সাধারণত মে ও নভেম্বর মাসের ছুটির সময়ে এবং নারী-দিবসে (৯ই মার্চ) বিশেষ ভোজের আয়োজন করে। আমরা

নতুন বছরে ও অন্যান্য উৎসবের সময়েও ভোজের আয়োজন করলাম— হয় আমাদের স্কুলে নয় অন্য স্কুলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে। সারা বছরে অনেকগুলি ভ্রমণের ব্যবস্থাও করা হল।

আমি নিয়মিতভাবে জেলা ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভায় যেতাম। প্রত্যেক স্থানীয় স্কুল কমিটির সভাপতিরা সেখানে উপস্থিত থেকে নোট মেলাতেন, বক্তৃতা শুনতেন এবং ছুটির সময়কার প্রস্তুতির ব্যাপারে ও ভাল শিক্ষকদের বৃত্তি দেয়া সম্বন্ধে নির্দেশ নিয়ে যেতেন।

জেলা কমিটির সভাপতির সঙ্গে আমার সাধারণ সময়নিষ্ঠার অভাব সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আমাদের সভা প্রায়ই নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা পরে শুরু হত। আমার পক্ষে এক ঘণ্টা দেরীতে এলেও কোন সুবিধে ছিল না কারণ সেদিন এসে হয়তো দেখতাম যে সভা মাত্র আধ ঘণ্টা দেরী করে আরম্ভ হয়েছে! সুতরাং আমি ঠিক সময়ে আসতাম। ফলে আমার অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেত। আমি জেদ করলাম যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সময়মত উপস্থিত হবেন। স্কুলে তাঁরা কোন দিন দেরী করে আসেন না। সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে যে ইচ্ছে করলেই তারা নির্দিষ্ট সময়ে আসতে পারেন। প্রত্যেক সভায় সুযোগ নিয়ে আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত জোর দিতাম এবং একবার জেলা কমিটির এক সাধারণ সভায় সাহস সঞ্চয় করে আমার ভাঙা রুশীয় ভাষাতেই এ সম্পর্কে বক্তৃতা দিলাম। আমার জেদের ফলে কি না জানি না, এর পর থেকে দেখলাম সভা বড জোর দশ পনের মিনিট দেরী করে শুরু হয়। একবার আমি অনিবার্য কারণ বশত সভা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিট পরে এসে পৌছুই। ফলে আমার প্রতি নানান্ রকম বন্ধুসুলভ ইঙ্গিত করা হয়—সময়নিষ্ঠার চাঁই নিজেই আসছে দেরী করে!

সময়নিষ্ঠার অভাবই আমার একমাত্র আপত্তির বিষয় ছিল। তাছাড়া

জেলা কমিটির সভার নির্দেশ থেকে আমি আমার স্কুল কমিটি পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। জেলা সভাপতির মন্ত্রণার সময়ের সুযোগ নিয়েও আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি আমার ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনায় যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতাম সেগুলি উপস্থিত করতাম তাঁর সামনে এবং তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে তা শুনে আমাকে পরামর্শ দিতেন। কখনও কখনও স্থানীয় কমিটির মাসিক সভায় তিনি আসতেন। তিনি ইংরেজী না জানায় তাঁকে সভার কাজকর্মগুলির মর্ম বুঝিয়ে দিতে হত।

শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের একত্র করা। এরই উদ্যোগে তিন মাস অন্তর কোন একটা জেলা স্কুলে সাধারণ সভা ডাকা হত ও জেলার ভাল শিক্ষকদের জন্যে প্রতি মেয়াদে মজলিশের ব্যবস্থা করা হত—এবং সেখানে প্রচুর খাওয়া দাওয়া ও নাচগানের ব্যবস্থা থাকত—একমাত্র রাশিয়ানরাই এই জাতীয় জমকালো ভোজের পরিকল্পনা করতে পারে। কিংবা এক স্কুলের শিক্ষকেরা তাদের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সাহায্যে (এই কমিটিই সেদিনকার সমস্ত খরচ বহন করে) অন্য এক স্কুলের শিক্ষকদের সান্ধ্য উৎসবে নিমন্ত্রণ করে। এই উৎসবে আদি রাশিয়ান প্রথা অনুযায়ী চায়ের টেবিলের চারপাশে বসে সকলে দলবেঁধে একটার পর একটা লোকসংগীত গায় বা সমবেত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে থেকে কেউ একজন নতুন সোভিয়েট সংগীত পরিচালনা করে ও অন্যান্য সকলে সমান তালে সে গানে যোগ দেয়—তাদের বিপ্লবী সংগীতে নবযৌবনের উদাত্ত প্রাণশক্তি স্পন্দিত হয়ে ওঠে। খাওয়া দাওয়ার পর এ্যাকর্ডিয়নের সঙ্গে নাচ শুরু হয়। ঘূর্ণায়মান মানুষের পায়ের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে সমস্ত ঘর।

গ্রীষ্মকালে ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। মাঝে মাঝে একদিনের জন্যে স্টিমার ঠিক করে ভোরবেলা আমরা সকলে মস্কো নদীতে নৌ-যাত্রায়

বেরিয়ে পড়ি ; একসময় নদীর ধারে নেমে স্নান করি, খাওয়া দাওয়া করি এবং বিশ্রাম নিই—আবার জুন মাসের রাত্রে ফিরে আসি বাড়ীতে। কখনও কখনও রেলগাড়ী করে মস্কোর কাছাকাছি বনের উদ্দেশ্যে বেরোই। কোন নদী দেখে নেমে পড়ি ও সেখানেই স্নান করে বনভোজন করি—খেলাধুলো করি। শিক্ষকদের ক্লাবে প্রায়ই সান্ধ্য উৎসবের ব্যবস্থা থাকে। সেখানে বক্তৃতা, কনসার্ট, অভিনয় বা নতুন ফিল্ম্ বিনা প্রবেশ-মূল্যে দেখানো হয়।

কখনও কখনও ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিকে কর্তৃপক্ষ ও ইউনিয়নের সভ্যের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে ডাকা হয়। আমাদের স্কুলে এমন দু-একটা ব্যাপার ঘটেছে যে অধ্যক্ষ শিক্ষকের কাছে লিখিতভাবে কঠোর সমালোচনা পেশ করেছেন। শিক্ষক এই তিরস্কারকে অকারণ মনে করায় তিনি তা ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সামনে উপস্থিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইউনিয়নের কাজ হল অধ্যক্ষ ও শিক্ষক দুজনেরই বক্তব্য শোনা এবং তাঁদের উপস্থিতিতে তা আলোচনা করা। সভার শেষে একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং সভ্যদের ভোট গ্রহণ করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন যদি অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা সত্ত্বেও যদি তিনি তাতে একমত না হন তাহলে সমস্ত প্রশ্ন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ জেলা শিক্ষা ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে উপস্থিত করা হয়। দু পক্ষের কাছেই উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চরম।

স্থানীয় স্কুলের বা জেলার নির্বাচনী সভায় বিদায়ী কমিটির সভাপতিকে গত বছরের কাজকর্মের একটা বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করতে হয়। এই রিপোর্টে সমস্ত সাফল্য ও অকৃতকার্যতা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রিপোর্ট পাঠের পর তা সভ্যদের দ্বারা আলোচিত হয় এবং অকৃতকার্যতাগুলি সমালোচিত হয়ে থাকে। সমস্ত সমালোচনা অবিশ্যি ব্যবহারিক ও

গঠনমূলক দিক থেকে করা হয়। নতুন বছরে পুনর্নির্বাচনে আমাকে নেয়া হল না কারণ আমাকে তখন পরিদর্শকের পদে বহাল করা হয় অর্থাৎ আমি কর্তৃপক্ষের দলভুক্ত হয়ে পড়ি।

সভানেত্রী হিসেবে আমি সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়নের কার্যপরিচালনার ব্যাপারে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। এই ইউনিয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে :একযোগে কর্মীদের অবস্থা ও কাজের স্তরকে উন্নত করা।

শিক্ষকদের ছুটি

সোভিয়েটের প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী গ্রীষ্মকালে দু মাস মাইনে সমেত ছুটি পেয়ে থাকে। এই ছুটি যাতে ভালভাবে ব্যয়িত হতে পারে সেজন্যে ট্রেড ইউনিয়ন সব সময়ে তাদের নানান্‌ভাবে সাহায্য করে। সোভিয়েটের কর্মীরা ছুটির সময়ে বাড়ীতে বসে থাকাকে সত্যিকার ছুটি বলে মনে করে না। তারা বাইরে হাওয়া বদলে যায়, হয় স্যানাটোরিয়ায় (সোভিয়েট ইউনিয়নে স্যানাটোরিয়ম কেবলমাত্র টি·বি রোগীদেরই একচেটে নয়—সমস্ত রকম রোগীদের জন্যেই স্যানাটোনিয়ম আছে) কি রেস্ট হোমে কিংবা গ্রামাঞ্চলে কি সমুদ্রতীরে।

১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মকালে আমি ও আর একটি শিক্ষয়িত্রী একসঙ্গে ছুটি কাটাবো স্থির করলাম। ভাবলাম দক্ষিণাঞ্চলে যাবো—সেখানকার উষ্ণতা ও ককেশাসের সৌন্দর্যের গল্প অনেক শুনেছি। ইচ্ছে ছিল যতটা পারা যায় সোভিয়েটের নানান্‌ দেশ ঘুরতে চেষ্টা করবো; তবে ছুটিটা ভালভাবে কাটানোর প্রতিই আমার বিশেষ আগ্রহ।

আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভাপতির সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা কথা বললাম। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ করায় তিনি আমাদের প্রোলিটেরিয়ান টুর‍্স্‌ সোসাইটির আপিসে গিয়ে সেখানকার কোন এক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। সেখানকার বিশেষজ্ঞদের কাজই হল এ বিষয়ে সাহায্য করা। তিনি টেলিফোনে সেই আপিস থেকে মন্ত্রণার সময় জেনে নিলেন। তার পর আমরা গেলাম। প্রোলিটেরিয়ান টুর‍্স্‌ সোসাইটির আপিস প্রাচীরপত্র, মানচিত্র ও

ভ্রমণের নানান্ রকম তথ্যপূর্ণ নক্সা দিয়ে সাজানো। স্টিমার যোগে উদীচ্যবৃত্তে বেড়াতে যাওয়া থেকে নিয়ে ককেশাসের ভয়াবহ পর্বতদেশে (ভূমির উচ্চতার কারণে সেখানকার আবহাওয়া ঠাণ্ডা) ভ্রমণের সমস্ত খবরাখবর নক্সায় লিপিবদ্ধ করা আছে। একটা বিরাট টেবিলে বই ও কাগজপত্র গোছানো—সেখানে দেখলাম, কয়েকজন বসে বসে নোট নিচ্ছে। একদিকে বিশেষজ্ঞ একদল ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন। মনে হল তারা কামা নদীতে নৌ-যাত্রা ও জর্জিয়ান সামরিক রাজপথ দিয়ে পদব্রজে বেড়াতে যাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করছে।

তাদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরেতে ঘুরে বেড়ালাম এবং আমাদের পালা আসায় চেম্বারে গিয়ে বসলাম। বললাম, সোভিয়েট ইউনিয়নে এইটাই আমাদের প্রথম ছুটি সুতরাং আমরা যতটা সম্ভব বেশী ভ্রমণ করতে চাই।

একখানি মানচিত্র বের করে বিশেষজ্ঞ বললেন—আমি আপনাদের স্টিমার করে ভল্গায় বেড়াতে যেতে পরামর্শ দেবো। তারপর আপনারা গোর্কী থেকে স্টালিনগ্রাদে যেতে পারেন—এবং সেখান থেকে ট্রেন যোগে সোচিতে গিয়ে যতদিন ইচ্ছে আমাদের হোস্টেলে গিয়ে থাকতে পারেন। তবে রওনা হওয়ার আগে এখান থেকে দশ দিনের জন্যে একটা পাশ নিয়ে যাবেন। কিন্তু ইচ্ছে করলে আপনারা তার বেশীও থাকতে পারেন। কিংবা আপনারা নিপার নদীতে নৌ-যাত্রায় বেরুতে পারেন—থামবেন গিয়ে ক্রাইমিয়ায়। সে জায়গাটিও খুব সুন্দর।

আমরা ভল্গায় বেড়াতে বেরুবো স্থির করলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে দুটো টিকিট ও সোচির হোস্টেলের জন্যে দুটো পাশ নিলাম। দক্ষিণাঞ্চলে বেড়াতে যাচ্ছি—আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম আমরা। সোভিয়েট

ইউনিয়নে এটাই আমাদের প্রথম দুঃসাহসিক যাত্রা—আমাদের ভাষাভাষি পরিচিত গণ্ডীর বাইরে।

আমরা জুন মাসের গোড়ার দিকে দুপুরের প্রখর রোদে মস্কোকে বিদায় জানিয়ে রেলগাড়ী যোগে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের গন্তব্যস্থান গোর্কীতে গিয়ে পৌছলাম পরের দিন সকালে। সন্ধ্যের আগে স্টিমার ছাড়বে না—সুতরাং লাগেজ আপিসে মালপত্তর জমা দিয়ে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

দীর্ঘ আঁকাবাঁকা চড়াই ভেঙে আমরা ভল্‌গার তীরে গিয়ে পৌছলাম—এই তীরেই গোর্কী শহর। এই অংশে নতুন ও পুরনো দুয়েরই নিবিড় সমন্বয় দেখলাম—প্রাক-বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর যুগের অবস্থার নিখুঁত চিত্র। ইণ্টুরিস্ট হোটেলে গিয়ে আমরা সেখানকার কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। অল্প সময়ের মধ্যে গোর্কী শহর দেখবার প্রকৃষ্ট উপায় তাঁর কাছ থেকে জানাটাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি সানন্দে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং ঠাণ্ডা পানীয় দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। একজন দোভাষীকে ডাকা হল। সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হল আমাদের দ্রষ্টব্যস্থানের একটা তালিকা এবং অত্যন্ত আশ্চর্যের ও আনন্দের বিষয় যে কর্মাধ্যক্ষ নিজেই আমাদের কয়েক ঘণ্টা বেড়িয়ে আনবার ভার নিলেন।

আমরা দোভাষী সমভিব্যাহারে মোটরে উঠে বসলাম। গোর্কীর সমস্ত নতুন পুরনো দ্রষ্টব্যস্থানগুলি আমরা দেখলাম। আমাদের নতুন রঙ্গালয়ে নিয়ে যাওয়া হল। পথের মাঝখানে যেখানে ইচ্ছে গাড়ী দাঁড় করিয়ে দোকানে ঘুরে বেড়ালাম। এবং ফেরার পথে নদীর ধার দিয়ে এলাম। প্রশস্ত ভল্‌গার উঁচু তীর থেকে ওকা নদীর সংলগ্ন দৃশ্যগুলি অতি মনোরম। নৌ-যাত্রায় যাবার জন্যে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

হোটেল কর্মাধ্যক্ষের বন্ধুতা ও ভদ্রতা (এই সাহচর্যের জন্যে তিনি এক পয়সাও পারিশ্রমিক নিতে প্রস্তুত নন) সত্যিই অতুলনীয়। আমাদের ছুটির আগাগোড়া আমরা এই রকম ব্যবহার পেয়ে এসেছি। আমরা যেখানে যেতে চেয়েছি এবং যা দেখতে চেয়েছি, আমাদের তার সমস্ত সুযোগই দেয়া হয়েছে।

আমরা সন্ধ্যে ছটায় গিয়ে স্টিমারে উঠলাম। আমাদের যে কেবিনটি দেয়া হল—তা দুজনের উপযোগী এবং ডেকের ধারে। কেবিনটি ছোট হওয়া সত্ত্বেও খুব আরামদায়ক। স্টিমার নোঙর তোলার সঙ্গে সঙ্গে জানলার সামনে ভেসে উঠল নদীর দক্ষিণস্থ তটরেখা—আকাশের নীচে তা যেন তীক্ষ্ণ নক্সা কেটে রেখেছে। বাঁ দিকের তীর এত নীচু ও সমতল যে সেখানকার গাছগুলি দেখলে মনে হয় যে তারা জল থেকে ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

এর আগে এত চওড়া নদী আমি কখনও দেখিনি। যখন শুনলাম আমরা নদীর মোহানা থেকে তিন হাজার কিলোমিটার দূরে রইছি তখন ভাবলাম না জানি নদী আরও কতদূর ছড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যের দিকে আমরা ডেকের ওপর বেডাতে বেড়াতে আমাদের সঙ্গীদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। চারজন যন্ত্র-বাজিয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ হল। তারা বলল তারা লেনিনগ্রাদ সংগীতভবনের সভ্য এবং তারা বাকুতে তাদের অর্কেস্ট্রা দলের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে। সেখানে এই গ্রীষ্মকালে তারা কন্‌সার্ট শোনাবার কাজে ব্যস্ত থাকবে। তারা জলপথে ভল্‌গা দিয়ে আস্ট্রাখানে যাচ্ছে এবং সেখানে থেকে তারা জাহাজে করে কাস্‌পিয়ান সমুদ্র পার হবে। সাধারণ সংগীত ও সোভিয়েট সংগীত সম্বন্ধে জাহাজে তাদের সঙ্গে পাঁচদিন ধরে দীর্ঘ আলোচনা হল। বিদায় নেবার সময়ে তারা আমাদের লেনিন-

গ্রাদ ও তার বিখ্যাত সংগীতভবনে যাবার জন্তে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। স্টিমারে আরেকটি চমৎকার লোকের সঙ্গে আলাপ হল। এক সময়ে সে সারেঙএর কাজ করতো। ভল্গার নাড়ি নক্ষত্র সমস্ত তার জানা। সে সম্পর্কে সে কতকগুলি কৌতূহলপ্রদ গল্প বলল। সে আগে সারাটভে থাকতো। এবং আমরা সেখানে গেলে আমাদের শহর দেখাবে বলে সম্মতি জানাল। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের স্টিমার যখন সারাটভে গিয়ে পৌছল তখন ভোরের আলো ফোটে নি। সুতরাং বাধ্য হয়ে শহর দেখা স্থগিত রাখতে হল।

আমাদের স্টিমারে একটি যাত্রার দলও যাচ্ছিল। তাদের কাজ হল পুতুল-নাচ (puppet-play) দেখানো। স্টিমারযাত্রীদের জন্তে একটা অভিনয় দেখালো। দেখা গেল দর্শকদের ভীড়ে সেলুনে তিল-ধারণের জায়গা পর্যন্ত নেই। যাত্রার দলটিও দক্ষিণে চলেছে। এই গ্রীষ্মে সেখানকার কোন এক 'শহর সোভিয়েট' তাদের ছেলেমেয়েদের বিশ্রামঘর ও স্যানাটোরিয়ায় পুতুল-নাচ দেখাবার জন্তে নিযুক্ত করেছে। আরও নানান্ রকম লোকের সমাবেশে আমাদের সময় উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেক দিনই আমাদের স্টিমার নদীর কয়েকটি ছোট ছোট ঘাটে গিয়ে ভিড়তো এবং দশ বা পনের মিনিট থামতো—কাজের মধ্যে চিঠির ব্যাগ নামানো ও স্থানীয় চিঠির ব্যাগ তোলা—এইটুকু। কিন্তু কাজান, কুইবিশেভ ও স্টালিনগ্রাদের মত বড় শহরে আমাদের কয়েক ঘণ্টা থামতে হত।

ছোট অবতরণ-ঘাটে আমরা নদীর সংলগ্ন স্টল থেকে টাটকা ফল ও জাম কিনতে যেতাম। কিন্তু বড় বড় শহরের বেলায় সেখানে নেমে শহর ঘুরতাম—দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখতাম ও দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করতাম।

আমরা ছুটো জিনিস দেখে অবাক বনে গিয়েছিলাম—প্রথম, রাস্তা-ঘাট, দোকান ও লোকদের পরিচ্ছন্নতা ; দ্বিতীয়—মেয়ে ও পুরুষ প্রত্যেকের কাপড়জামার অদ্ভুত উজ্জ্বলতা। মেয়ে পুরুষ সবাই দেখলাম শাদা কাপড়ে সূচিকাজ করা কামিজ ও শাদা পায়জামা পরতে ভালবাসে।

ছোট ঘাটগুলিতে দেখলাম চাষীরা স্টিমারে উঠছে—তারা যাবে শহরে। আবার অনেকে দেখলাম শহর থেকে গ্রামে আসছে। তাদের কাপড়জামা দেখে খুব উঁচু ধারণা হল না। ভাবলাম—কেন তারা এইভাবে যাওয়া আসা করছে। আরও আশ্চর্য হলাম যখন শহর-ফেরৎ চাষীদের মালপত্রের সঙ্গে দেখলাম তারা সেলাইয়ের কল ও গ্রামোফোন কিনে নিয়ে যাচ্ছে। একজন একটা নতুন বাইসিকেলও কিনে নিয়ে চলেছে।

আমাদের সহযাত্রী সারেঙটিকে এ কথা বলায়, সে বলল—আপনারা নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন না যে চাষীরা খুব ভাল কাপড়জামা পরবে! এখনও আমাদের গ্রামে সমস্ত জিনিস পাওয়া যায় না এবং সেজন্যে চাষীদের শহরে এসে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হয়। কিন্তু দেখবেন—একদিন এই যৌথ-কৃষিশালার চাষীই রেশম আর মখমলের মধ্যে বাস করবে! কিছু সময় যেতে দিন—শহর আর গ্রামের সমস্ত বৈষম্যগুলো চিরদিনের জন্যে মুছে যাবে। চাষবাস ঠিক পথে পরিচালনা করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক চাষী শিগ্‌গির খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে।

এইভাবে কেটে চলল দিনগুলো। স্টিমার থামলে আমরা ওপরের ডেকে গিয়ে হয় রৌদ্রস্নান করতাম, ছায়ায় বসে বই পড়তাম কিংবা

* ১৯৩৫ সাল থেকে গ্রামগুলি ক্রমশ উন্নত ও যৌথ কৃষিকাজের ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

নতুন আলাপীদের সঙ্গে গল্প করতাম। চোখের সামনে ভেসে উঠতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিগন্তবিস্তৃত বিস্ফার। রান্নাবান্নাও অত্যন্ত সুস্বাদু হত। রাঁধুনী ভল্‌গার প্রথানুযায়ী নানান্ রকম সামুদ্রিক মাছের তরকারী ও মিষ্টি খাবার পরিবেশন করত। এই রাঁধুনীর সমকক্ষা একমাত্র লেনিনগ্রাদ থেকে লণ্ডন ফেরার পথে শিবির-এ পেয়েছিলাম। আমাদের গোর্কী থেকে স্টালিনগ্রাদ পৌছনোর কথা ভোর পাঁচটায়। চারটের সময়ে উঠে মালপত্র বেঁধে ডেকে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের গন্তব্যস্থানের মুখে ক্রমশই আমরা এগিয়ে চলেছি। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে ছোট ছোট ঢেউএর সারি। দক্ষিণ দিকের নদীতীর জল থেকে অনেক ওপরে উঠে আছে: তার ধারে দেবদারু গাছে-ঢাকা পাহাড়। বাঁ দিকের তটরেখা বহু দূরে পড়ে আছে। এতদূরে যে, আমরা নদীতে আছি তা বিশ্বাস হয় না—মনে হয় এটা একটা বিশাল তটহীন হ্রদ।

বাঁ দিক ঘেঁষে যেতে যেতে শহর ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল। দৃশ্যমান হয়ে উঠল দীর্ঘ জেটি। গোর্কী থেকে আমরা প্রায় দু হাজার কিলো-মিটার পথ এসেছি অর্থাৎ আমাদের ভ্রমণের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে। সহযাত্রীদের বিদায় জানিয়ে আমরা জেটি পার হলাম এবং দীর্ঘ চড়াই ভেঙে স্টেশনে গিয়ে আমাদের মালপত্র জমা দিলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি ট্রাকটর কারখানার দিকে ট্রামগাড়ী চলেছে। তাড়াতাড়ি তাতে উঠে বসলাম।

মিনিট কুড়ি পরে আমরা কারখানায় গিয়ে পৌছলাম। কারখানা চারদিক থেকে পথঘাট দিয়ে বেড়া দেয়া। রাস্তায় ছোট ছোট শাদা রঙের বাড়ী। বাড়ীর সামনের বাগানে ফুলগাছ আর সব্জীর প্রাচুর্য। কারখানার আশেপাশেও লন আর ফুলগাছের কেয়ারি। সমস্ত মিলে

একটা প্রকাণ্ড সুশৃঙ্খলতার আভাস পাওয়া যায়। নদীর ধারে বেড়িয়ে এবং ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞদের কোয়ার্টার ঘুরে প্রাতর্ভোজনের জন্যে শহরের কেন্দ্রে এসে পৌঁছলাম। আমরা একটা হোটেলে গেলাম। অত ভোরবেলাতেও আমাদের প্রচুর আহার্য এনে দেয়ে হল—ডিম-ভাজা, টোস্ট, মাখন, মধু ও বড় এক কাপ কফি।

প্রাতরাশের পর আমাদের টিকিট কেটে আমরা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে শহর দেখলাম। যতই দেখলাম ততই স্থানীয় পথঘাট, দোকান ও নাগরিকদের পরিচ্ছন্নতা দেখে আকৃষ্ট হলাম। স্টালিনগ্রাদ অত্যন্ত মনোরম শহর কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের শহর ত্যাগ করতে হল।

সোচির ট্রেন ছাড়ল ঠিক সাড়ে এগারোটায়। এবার আরও নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। আমাদের কামরায় কয়েকজন লালফৌজের সৈন্য, একজন বৃদ্ধা ও আটাশ বছর বয়সের একটি মহিলা ভ্রমণ করছিলেন। শেষোক্ত মহিলাটি ঘন ঘন ধূমপান করছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম এবং স্বাভাবিকভাবে আমাদের ইংলণ্ড সম্বন্ধে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হল। বৃদ্ধা কৃষক রমণী আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন কিন্তু এক সময়ে ফেটে পড়লেন।

কিন্তু তোমাদের দেশে তো কোন বিপ্লব হয় নি। হয়েছে কি? এদিকে বিপ্লব আমার কী অবস্থা করেছে দেখো। আমি যৌথ-কৃষিশালায় থাকি। আমার বড় ছেলে হল ট্রাক্টর-চালিয়ে আর আমার মেয়ে হল যে দল গরু চরায় সে দলের পরিচালিকা। আমার দ্বিতীয় ছেলে মস্কোয় কৃষিবিদ্যা শিখছে। আমাদের কৃষিশালাই তাকে সেখানে পাঠিয়েছে। আমার নাতি-নাতনীরাও চমৎকার শিক্ষা পাচ্ছে। আমি নিজে অবিশ্যি লিখতে পড়তে জানি না। বয়সও হয়েছে—সুতরাং আর সম্ভবও নয়।

আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কিছু মনে রাখতে পারি না। কিন্তু আমি এইটুকু জানি—করুক দেখি কেউ আমাদের দেশ আক্রমণ—বৃদ্ধা বজ্রমুষ্টি তুলল—আমরা তাকে উচিত শাস্তি দেব।

সাবাস, সাবাস্, দিদিমা। লাফিয়ে উঠল লালফৌজের সৈন্যেরা। এইই তো উচিত কথা।

দ্বিতীয় মহিলাটি আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে চাইলেন। বললেন—সিগারেট না খেয়ে থাকতে পারি না। আমার যখন তেরো বছর বয়স তখন থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন আর ছাড়তে পারছি না। সে সময়ে আমার বাড়ীঘর ছিল না; রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম, যেখানে ইচ্ছে শুয়ে থাকতাম। আমার সঙ্গে একদল ছেলেমেয়ে ছিল। আমাদের কাজ ছিল রেল স্টেশন থেকে মাল চুরি করা। একদিন পুলিশ আমাদের ধরে ফেলে এবং সংস্কার-গৃহে পাঠিয়ে দেয়। সেই থেকে আমি শুধরে গেছি। এখন আমি সমাজবিজ্ঞানের একজন বক্তা ও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যা। আমাকে গ্রামে পাঠানো হয়। আমি সেখানে গিয়ে পার্টির ইতিহাস ও তার নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রসারের কথা লোকদের বলি। আমি এইমাত্র ভল্‌গার এক স্যানাটোরিয়ামে এক মাস কাটিয়ে এলাম। এখন ফিরে যাচ্ছি কাজে।

মহিলা দুটি নিজেদের গন্তব্যস্থানে নেমে গেলেন। তাদের হারিয়ে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। তাদের দুজনের মধ্যে কী স্পষ্ট বৈলক্ষণ্য! এবং বিপ্লবের গর্ভ থেকেই তাদের সৃষ্টি।

লালফৌজের সৈন্যেরা কৃষ্ণ সাগরের বিভিন্ন বিশ্রামগৃহ ও স্যানাটোরিয়ায় যাচ্ছিল। একজন সাতদিন আগে সাইবেরিয়া থেকে রওনা হয়েছে, অন্য একজন আসছে সুদূর প্রাচ্য থেকে এবং তৃতীয় সৈনিকটি বেরিয়েছে উত্তর লেনিনগ্রাদের এক অঞ্চল থেকে। তারা পাশ ও

রেলওয়ে টিকিট বিনামূল্যে পেয়েছে এবং পথের যাতায়াতের দিনগুলি তাদের ছুটির মধ্যে ধরা হবে না। প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমরা তাদের যৌবনের কাহিনী ও রাষ্ট্র তাদের জন্যে কি করেছে তার গল্প শুনলাম।

বিপ্লবের আগে তাদের দুজন মাঠের চাষী ছিল—সারা জীবন হাড়ভাঙা খাটুনি আর নিরক্ষরতা—এই ছিল তাদের ভাগ্য। তৃতীয় সৈন্যটি ছিল রাস্তার ঝাড়ুদার—সমস্তদিন অর্ধাহারে কাটাতো। কিন্তু এখন তারা যা কাজ ইচ্ছে তাই করতে পারে। তারা সৈন্যবিভাগে থেকেও পড়াশোনা সাধারণভাবেই করে যাচ্ছে এবং এই বিভাগে তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেয়া হবে। ইচ্ছে করলে সৈন্যবিভাগে তারা স্থায়ীভাবেও থাকতে পারে।

এই সব বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের সময় আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটে যাচ্ছিল। পরের দিন সকালে ট্রেনের প্রধান গার্ড আমাদের কামরায় এলেন। তিনি শুনেছিলেন ট্রেনে কয়েকজন বিদেশিনী ভ্রমণ করছেন। সুতরাং তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করতে এলেন। তিনি গর্বের সঙ্গে আমাদের তাঁর 'শকওয়ার্কার' কার্ড দেখালেন। তিনি একজন শক্‌ওয়ার্কার। তাঁর ট্রেন যথাসময়ে যাচ্ছে এবং আরোহীদের তিনি যথাসম্ভব সুবিধে দেয়ার দিকে সচেষ্ট। 'মা-দের' জন্যে যে কামরা সংরক্ষিত তিনি আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। সে কামরার জানলায় ঝকঝকে পরদা লাগানো—ছোট ছোট টেবিলের ওপর নানান্‌ ধরনের মনোহারী খেলনা। কামরাকে দেখে ছোটদের নার্সারি বলে মনে হয়। আমরা প্রত্যেক কামরায় একটা করে গার্ডের ঘর দেখলাম। এই ঘরে গার্ডেরা থাকেন এবং আরোহীদের জন্যে চা তৈরী করে দেন।

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে মাইলের পর মাইল যোজনব্যাপী প্রান্তর বেরিয়ে চলল। মনে হল এর যেন শেষ নেই! যতদূর দু চোখ যায় বাদামী সমতলভূমির ওপর ক্বচিৎই মাটির ঢিবি বা গর্ত দেখা যায়। কেবল এখানে সেখানে ছোট ছোট গ্রাম আর সঞ্চরণশীল গরুবাছুর ও উঠ চোখে পড়ে। দৃশ্য দেখে মনে হয় কী সুবিশাল এই সোভিয়েট দেশ!

দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্ন থেকে দৃশ্য বদলে গেল। সমভূমি মুছে গিয়ে দেখা দিল গাছপালা। তার পরদিন সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম—দেবদারু গাছে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি। কয়েক ঘণ্টা সরু উপত্যকার মধ্যে দিয়ে পাক খেয়ে যেতে যেতে সমুদ্র চোখে পড়ল। টুয়াপ সি—শহরটা কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে তেলের পাইপ আর ট্যাঙ্কের প্রকাণ্ড সমারোহের মধ্যে জেগে আছে। সমুদ্রটি অন্যান্য সমুদ্রের তুলনায় মোটেই বেশী কালো নয় বরং ভূমধ্য সাগরের মত নীল।

টুয়াপ্‌সি থেকে ট্রেন অগ্রসর হল। তার একদিকে সমুদ্রতীর অন্য দিকে জঙ্গলে ঢাকা উঁচু পাহাড়। ট্রেন ছোট স্টেশনে থামতে থামতে যাচ্ছিল। স্টেশনগুলির পেছনে বিশ্রামঘর ও স্যানাটোরিয়ার বাড়ীগুলো চোখে পড়ে। সোভিয়েট শ্রমিকদের রঙ্গভূমির সীমানার মধ্যে এসে পড়েছি আমরা!

বিকেলবেলা এসে পৌঁছলাম সোচিতে। সেখান থেকে খাড়া পথ বেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে হোস্টেলের দোতলা কাঠের বাড়ী। বাড়ীর পেছনের বাগান পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছে—তার মাঝে মাঝে কয়েকটা তাঁবু। প্রখর রোদের কী শানিত তেজ! আমরা বাড়ীর পেছনকার চওড়া বারান্দার ছায়ায় এসে দাঁড়ালাম।

পাশ দেখে আমাদের নাম খাতায় তোলা হল এবং জিজ্ঞেস করা হল আমরা কোথায় থাকতে ইচ্ছুক—কাঠের বাড়ীতে না তাঁবুতে। আমরা তাঁবুতে থাকব বলায় আমাদের বাগানের মাঝখানে একটা বড় তাঁবুর ভেতরে দুটো বিছানা দেয়া হল। সেখানে আরও আটটি বিছানা ছিল। তাঁবুটি দেখলাম দু দিক খোলা এবং ঠাণ্ডা।

আমাদের জিনিসপত্র ঠিক জায়গায়ে রেখে এবং স্নান করে আমরা উৎরাই ভেঙে খাবারঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। খাবারঘরটি একটা স্কুলের প্রকাণ্ড বারান্দায়। খেতে খেতে আমরা চোখের সামনে সমুদ্র ও সোচির মনোরম দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। আমরা ছিলাম শহরের উচ্চতম চূড়োয়। সমস্ত শহর ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র থেকে এই চড়াইয়ের দৃশ্য উপভোগ করবার মত।

খাওয়ার পর আমরা সমুদ্রে বেড়াতে গেলাম। সোচি হল সোভিয়েটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেড়াবার জায়গা। এর আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলের তুলনা করা চলে। এখানকার বাড়ীঘর অবিশ্যি ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্তী বাড়ীঘরের চেয়ে অনেক মনোরম। কারণ সেখানে বড়লোকদের প্রাসাদের সঙ্গে গরীবদের বস্তির আকাশ পাতাল পার্থক্য! কৃষ্ণ সাগরের ধারে পার্কের গাছপালা ছাড়িয়ে নতুন নতুন স্যানাটোরিয়া মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। নতুন হোটেল আর বিশ্রাম-ঘরের জমকালো ইমারত সমুদ্রতীরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একটার পর একটা। প্রত্যেক বাড়ীর চারপাশে ফলফুলের বাগান। এ সমস্তই হল সোভিয়েটের কর্মীদের জন্যে—যারা সোভিয়েট ইউনিয়নে কাজ করে তাদের প্রত্যেকেরই এই মনোরম জায়গায় ছুটি কাটাবার অধিকার আছে। সোভিয়েট সরকার ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতি বছরে লক্ষ লক্ষ রুবল নতুন বিশ্রামঘর তৈরী ও উষ্ণ প্রস্রবণ খোঁড়ার কাজে ব্যয় করে। কৃষ্ণ

সাগরের সমস্ত উপকূল জুড়ে এই রকম জায়গা ছড়িয়ে রয়েছে। এক থেকে অন্যটি আরও মনোরম।

সোচিতে আমাদের ছুটি কেটেছে আনন্দের মধ্যে দিয়ে। আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রুটিন তৈরী করেছিলাম। সোচিতে আমরা যখন ইচ্ছে আহার করতে পারতাম। প্রাতরাশ পাওয়া যেতো সকাল সাতটা থেকে নটা; দুপুরের খাবার একটা থেকে তিনটে; রাতের খাবার সন্ধ্যে সাতটা থেকে নটা। আমরা ভোরবেলা উঠতাম। প্রাতর্ভোজন করতাম সকাল সাতটায়। তার পর ফলের বাজার হয়ে সমুদ্রতীরে যেতাম। এক গাদা চেরি, পীচ ও আরও অন্যান্য ফল আমাদের সঙ্গে থাকতো। আমরা রোদ পোয়াতাম এবং দুপুর প্রখর না হওয়া পর্যন্ত স্বচ্ছ জলে সাঁতার দিতাম। সাঁতার শেষ করে পার্কের মধ্য দিয়ে হোস্টেলে ফিরে যেতাম। যেতে যেতে ডেয়ারী থেকে আইসক্রীম কিনতাম। তারপর এক বা দু ঘণ্টা বিশ্রাম নিতাম তাঁবুতে গিয়ে। দুপুরের খাওয়া শেষ করে আবার যেতাম সমুদ্রতীরে। আরও অনেক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও আমরা এইখানেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতাম। ছটা বাজলে আমরা শহরে বেড়াতে যেতাম কিংবা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতাম বা ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে বই পড়তাম। দূরে বরফ ঢাকা পাহাড়ের দৃশ্য ঝলমল করে উঠতো দ্যুতিতে।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে থাকতাম। আমাদের সহভ্রমণকারীদের সঙ্গে নাচতাম, গাইতাম। কিংবা দল বেঁধে কোন পার্কে ব্যাণ্ড বা কনসার্ট শুনতে যেতাম।

একদিন লালফৌজের সৈনিকরা জর্জিয়া থেকে আমাদের হোস্টেলে এসে উঠল। সন্ধ্যেটা কাটল আমোদ করে। তারা আমাদের জাতীয় সংগীত শুনিয়ে ও নাচ দেখিয়ে আপ্যায়িত করল। শেষের

দিকে আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম।

সোচিতে থাকা কালে আমরা কয়েকদিন দলবদ্ধ হয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। যারা যারা এ রকম ভ্রমণে ইচ্ছুক তাদের জন্যে এর ব্যবস্থা করা হত। একদিন আমরা স্টিমারে করে গাগ্রীতে বেড়াতে গেলাম—জায়গাটি কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী। যেতে যেতে সমুদ্রতীরের দৃশ্য দেখে আকৃষ্ট হলাম। জলে প্রচুর শুশুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাত্রীদের ভারে স্টিমার একবার এদিকে একবার ওদিকে হেলে পড়ছে। তারা সবাই দৃশ্য দেখবার জন্যে কৌতূহলী। আমরা যখন ফিরে এলাম তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে—শরীর মন দুইই অবসন্ন তবু প্রফুল্ল। প্রত্যেক জাতের যাত্রীরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। জাতীয় সংগীত মুখরিত হয়ে উঠল হাওয়ায়। আর একদিন আমরা সোচির কাছাকাছি এক জঙ্গলে-ঢাকা পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। সেখানে একশো বছরের পুরোনো রেডউড্ গাছ দেখে সত্যিই অবাক লাগল।

আমাদের প্রত্যেক ভ্রমণের সঙ্গে একজন করে পথ-প্রদর্শক থাকতো। সে-ই স্টিমারের টিকিট কিনতো, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতো এবং দাম দিতো। এই সব ভ্রমণের সমস্ত খরচ আমাদের 'পাশ'-এর মধ্যেই ধরে নেয়া হত। আমাদের কাজ হল কেবল উপভোগ করা।

আমাদের নিজেদের হোস্টেল, বিশ্রামঘর ও কাছাকাছি স্যানাটোরিয়ার অনেক লোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল। আমাদের তাঁবুর মধ্যে আটজন তরুণী ও প্রবীণা ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই কুড়ি দিনের একটা 'ফ্রি পাশ' নিজের নিজের কর্মস্থল থেকে পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন। দলের মধ্যে লেনিনগ্রাদের একজন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করলাম। দুজন তরুণী আসছিলেন মস্কোর কোন এক বড় 'স্টোর' থেকে। তাঁদের কাছে এত বিভিন্ন রকমের

কাপড়চোপড় ছিল যে তারা দিনে দু-তিনবার করে বেশ পরিবর্তন করতেন। আর একজন সুন্দরী মহিলা ছিলেন—ছোট ছোট কালো চুল। তিনি বললেন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর, যদিও তাঁকে পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী বলে মনে হয় না একদিন তিনি আমাকে রৌদ্রস্নান করতে করতে তাঁর জীবনের ইতিহাস বললেন। তাঁর যখন দশ বছর বয়স তখন থেকে তিনি কাপড়ের কলে কাজ করছেন। যখন বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ল তখনও তিনি সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা এবং সেই পুরোনো কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু এখন চেয়ে দেখুন আমার দিকে। গর্বের সঙ্গে মহিলাটি বললেন।—এখন আমি শুধুমাত্র লিখতে পড়তেই জানি না, শ্রমিকদের স্কুলের সমস্ত পাঠ আমি শেষ করেছি। এখন আমি কেনাকাটার কাজ করি। আমাদের কাপড়ের কল থেকে আমাকে কলের দরকারী জিনিস-পত্র কিনতে পাঠানো হয়। আমি নানান্ জায়গায় ঘুরে বেড়াই। আমার সঙ্গে অনেক টাকা পয়সা থাকে। আমার একটা ফ্ল্যাট আছে। সেখানে আমার মা আর দুই ছেলেমেয়ে থাকে। অনেক বছর হল আমার স্বামী মারা গেছেন। আমার যখন ত্রিশ বছর বয়স তখন আমি ছটি ছেলে-মেয়ের মা। কিন্তু তখন আমরা যে অবস্থার মধ্যে থাকতাম তাতে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই মারা যেত। সে সময়ে মাদের ওপর কোন যত্ন নেয়া হত না—সেজন্যে আমাদের ওদিকে মশা মাছির মত ছেলেমেয়ে মারা যেত। যাক্, সে সব দিন চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেছে—সুতরাং তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। মহিলাটি আমাদের আইভা-নোভাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

আমাদের তাঁবুর অন্যান্য সঙ্গীরা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ছাত্রী। তাঁরা তাঁদের ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে আমোদ করছিলেন। ছাত্র-বন্ধুরা থাকতেন আমাদের তাঁবু থেকে কিছু দূরে

আরেকটি তাঁবুতে। তাঁরা সবাই স্বাস্থ্যবতী তরুণী। সাঁতার কাটা ও পাহাড়ে ওঠার প্রতি তাঁদের ভয়ানক শখ। শুধু তাইই নয় তাঁরা নাচতে ভালবাসতেন। আমাদের তাঁরা ইংরেজী কায়দায় 'ফক্স্ ট্রট' নাচ শেখাবার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

অবসর যাপনের সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা ও বন্দোবস্ত দেখে আমরা সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কোন কিছু নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাবার বা চিন্তা করবার প্রয়োজন হত না। বিশ্রামঘর ও স্যানাটোরিয়ায় নাপিত, ঝাড়ুদার, ধোপা, মুচি ও ম্যানিকিউরিস্ট সবেরই বন্দোবস্ত আছে। অত্যন্ত মনোরম এক খাবারঘরে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। বাগানে আরামপ্রদ বেঞ্চির ব্যবস্থা আছে যেখান থেকে সব চেয়ে ভাল দৃশ্য চোখে পড়ে। ডাক্তারেরা সারাদিন উপস্থিত থাকেন। একজন স্থায়ীভাবে সেই বাড়ীতেই থাকেন এবং স্যানাটোরিয়ায় সব রকম রোগের চিকিৎসা করা হয়।

কিছু আশ্চর্যের কথা নয় যে এখানে অবসর যাপনের পর লোকেরা সুস্থ ও সবল হয়ে বাড়ী ফিরে যায়। এখানে তাদের কাজ হল আরাম করা আর উপভোগ করা; ভাল ভাল জিনিস খাওয়া আর সময়-তালিকা মেনে চলা। এ ছাড়া অন্য যা কিছু তার ব্যবস্থা করেন কর্তৃপক্ষ।

আমরা উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ও নতুন উদ্যম নিয়ে ফিরে গেলাম মস্কোয়। যদিও আমি বিশ্রামগৃহে আরও কয়েকবার অবসর যাপন করেছি তবু দক্ষিণ প্রান্তে আমার এই প্রথম ভ্রমণ ও প্রত্যেকের অন্তরঙ্গ বন্ধুতা কখনও ভুলে যাবার নয়। এ অভিজ্ঞতাও ভুলে যাবার নয়—যে একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রেই এই রকমের ছুটি কাটানো সম্ভব এবং একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রই তার কোটি কোটি কর্মীদের আমোদ ও বিশ্রামের জন্যে এত প্রভূত অর্থ ব্যয় করতে পারে।

পরিশিষ্ট—১

সোভিয়েট দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটা বিস্তৃত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয় কারণ সোভিয়েট দেশের অন্যান্য জিনিসের মত সোভিয়েট শিক্ষাও এতো দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে যে এই বইখানি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবার আগেই হয়ত তার অনেক রীতি-পদ্ধতি বা পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন ঘটে যাবে। আগেকার পরিচ্ছেদগুলিতে যে সমস্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কতকগুলি কথা বলব যাতে পাঠকদের সেগুলি বুঝতে সুবিধে হয়।

সোভিয়েট দেশে কেবলমাত্র এক রকম স্কুল আছে যা মাধ্যমিক স্কুল নামে পরিচিত, যেখানে দশ বছর (সম্পূর্ণ কোর্স) এবং সাত বছর (অসম্পূর্ণ কোর্স) ব্যাপী শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। এই স্কুলগুলিতে আগাগোড়া সহ-শিক্ষা (co-education) প্রথা চালু আছে।*

সোভিয়েটের ছেলেমেয়েরা আট বছর বয়সে স্কুলে যায়—অবিশ্যি তার আগে পড়তে এবং গুনতে শেখানো হয় তাদের। এই শিক্ষা তারা কিণ্ডারগার্টেন বা অন্য কোন স্কুলের প্রস্তুতকরণ ক্লাশের মারফৎ পেয়ে থাকে। রুশ ভাষা শব্দসূচক (phonetic) হওয়ার ফলে, একবার অক্ষর চিনতে পারার পর বড়দের সাহায্য না নিয়েই ছেলেমেয়েরা পড়তে শেখে।

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে সোভিয়েট দেশের সহ-শিক্ষা প্রথার পরিবর্তন ঘটেছে।
—অনুবাদক

আট থেকে পনের বছর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক ছাত্রকেই স্কুল ছাড়ার আগে প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তেই হবে। সাত বছর স্কুল-শিক্ষার নিদর্শন-পত্র না দেখাতে পারলে কোন যুবকের পক্ষে কাজ সংগ্রহ করা একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আগামী দু-এক বছরের মধ্যেই উপযুক্ত সংখ্যক স্কুল-বাড়ী ও শিক্ষক পাওয়ামাত্র আঠারো বছর পর্যন্ত স্কুল-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। এমন কি এখনও কোন ছাত্র ইচ্ছে করলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পারে কারণ ইতিমধ্যে অনেক স্কুলকেই দশ-বছর শিক্ষা দেয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয়েছে।

গত কয়েক বছরের মধ্যে একমাত্র মস্কোতেই পাঁচ-শো নতুন স্কুল-বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাড়ীই এক হাজার ছাত্রকে শিক্ষা দেয়ার মত প্রশস্ত। এই বাড়ীগুলি প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের উপযোগী সমস্ত রকম সাজসরঞ্জামে সাজানো। সিনেমা-যন্ত্র, ম্যাজিক লণ্ঠন, প্রচুর স্লাইড, সমস্তই স্কুলগুলিতে মজুত আছে। স্থানীয় শিক্ষা বোর্ড প্রত্যেকটি জেলায় বিশেষ রকমের ফিল্‌ম্ লাইব্রেরী পরিচালনা করে এবং এখানকার ফিল্‌ম্‌গুলি পাঠ্যবিষয়ের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে তোলা হয়। শিক্ষক তার বিষয় অনুসারে যেমন ইতিহাস, ভূগোল বা যে কোন রকম বিজ্ঞান সম্পর্কীয় ফিল্‌মের সাহায্যে তার বক্তব্যকে চিত্রিত করতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকে যে সমস্ত শিক্ষক সোভিয়েট দেশে এসেছেন তাঁরা এই দেশের স্কুলগুলির সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন কারণ পৃথিবীর অন্যান্য যে যে কোন দেশের চেয়ে সেগুলি শ্রেষ্ঠ।

প্রত্যেক স্কুলের একটি করে লাইব্রেরী আছে এবং গত কয়েক বছরে লাইব্রেরীগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্যে বিশেষ অর্থ সাহায্য করা

হয়েছে ; পড়বার ঘরে দেয়া হয়েছে সমস্ত রকম শিল্প ও শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রিকা এবং দৈনিকপত্র। স্কুল-গ্রন্থাগারিকের কাজ হল ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কাজকর্মে আগ্রহশীল করে তোলা।

সোভিয়েট স্কুলগুলির আরেকটি বিশেষত্ব হল পশুশালা। পোষা জন্তুদের রাখার জন্যেই এই পশুশালা পরিচালনা করা হয় না। আসল উদ্দেশ্য হল এর মারফৎ প্রাণীতত্ত্বের শিক্ষাকে আরও জীবন্ত করে তোলা। জন্তু জানোয়ার, পাখী, মাছ এবং গাছ-গাছড়া—এ সবের সাহায্যে পঠিত বিষয় অনেক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, ছাত্র-ছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জন্মায়, তারা জন্ম ও ক্রমবৃদ্ধির ধারা বুঝতে শেখে এবং উৎপাদন-ক্রিয়া ও সাংকর্যের (crossing) থিয়োরী কার্যে পরিণত হতে দেখে।

নীচের ক্লাশগুলিতে ছাত্রের সংখ্যা হল বিয়াল্লিশজন এবং অষ্টম, নবম এবং দশম ক্লাশে ছাত্র-সংখ্যা ত্রিশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কোথাও কোথাও যেখানে স্কুল-বাড়ী ও শিক্ষকের সংখ্যা অল্প, সেখানে এক শ্রেণীতে ৪৬।৪৭ জন ছাত্র নেয়া হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক অতিরিক্ত ছাত্র পিছু শিক্ষকদের বেশী পারিশ্রমিক দেয়া হয়। একটা কথা, বাড়ী এবং শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশ পিছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কমিয়ে দেয়া হবে।

প্রথম চারটি শ্রেণীতে একই শিক্ষকের সমস্ত বিষয়ের ওপর একশো ঘণ্টা শিক্ষকতা করার ভিত্তিতে বেতন দেয়া হয় এবং উঁচু ক্লাশে যেখানে একেকটি বিষয় একেকজন বিশেষজ্ঞ পড়ান সেখানে বেতনের ভিত্তি পঁচাত্তর ঘণ্টা। তাছাড়া ভাষা ও গণিত শিক্ষকরা, যেখানে তাদের খাতা পরীক্ষা করে মার্ক দিতে হয়, প্রতি মাসে চল্লিশ রুবল অতিরিক্ত পেয়ে থাকেন। বাঁধা সময়ের বেশী পড়ালেই শিক্ষকদের

অতিরিক্ত বেতন দেয়া হয়। ফলে যে কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞের পক্ষে বেশ ভাল রকম অর্থ উপার্জন করা অসম্ভব নয়। ১৯৩৬ সালে শিক্ষকদের শতকরা একশো ভাগ মাইনে বৃদ্ধি হওয়ার পর বর্তমানে শিক্ষকরা মাসিক চারশো থেকে হাজার রুবল পর্যন্ত অর্থোপার্জন করে থাকে।

সোভিয়েট শিক্ষার লক্ষ্য হল সম্পূর্ণ সংস্কৃতিবান স্ত্রী-পুরুষ গড়ে তোলা। এখানে 'সংস্কৃতি' কথার ব্যাপক অর্থ হল উৎকর্ষ, যুগ থেকে যুগে শিল্প-কলার যে ধারা বয়ে আসছে তার গুণগ্রহণ এবং মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণের ক্রমবিকাশ। সোভিয়েট শিল্প ও কৃষির দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রকমের সুদক্ষ কর্মীর চাহিদা বেড়েই চলেছে। তাছাড়া, এই অগ্রগতির মূল লক্ষ্য হল যন্ত্রকে মানুষের দাসে পরিণত করা যাতে মানুষ আরও অনেক অবসর পায়। সুতরাং এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল অবসব এবং মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি।

স্কুলের পাঠ্যবিষয়কে সমাজের প্রয়োজন মেটাতে হবে, দেখতে হবে যে ছাত্র-ছাত্রীরা বনিয়াদী শিক্ষা পেয়ে অত্যন্ত কর্মকুশলী হয়ে ওঠে এবং শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির অধিকারী হয়ে অবসর সময় সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত করতে পারে। মার্কসীয় দর্শনের নীতি অনুযায়ী দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে এই শিক্ষা।

প্রাকৃতিক ঘটনাপ্রবাহকে বুঝতে হলে বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে। ইতিহাস-জ্ঞান না থাকলে যেমনি পৃথিবীব্যাপী যে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তা বুঝতে পারা সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় বর্তমান সামাজিক কাঠামো কি ভাবে গড়ে উঠল তা বুঝতে পারা। ভূগোল থেকে ভূপৃষ্ঠের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা চলে কিন্তু রাজনীতি কি ভাবে এই পৃথিবীকে প্রভাবান্বিত করে বর্তমান রূপান্তর ঘটালো তা জানতে হলে ইতিহাস অধ্যয়ন করতেই হবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ-

বিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন এবং তাদের বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান পৃথিবীতে জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাতে সাহায্য করে; মানুষের দেহ ও তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান সতেজ মন এবং যৌন-সম্পর্ক সম্বন্ধে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করে। ছেলেমেয়েদের নিজস্ব মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে সর্বাগ্রে আয়ত্ত করা উচিত, যাতে তারা নিজেদের ব্যক্ত করতে এবং অতীতের ঐশ্বর্য-শালী সাহিত্য-সম্পদকে মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়। তাদের বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া উচিত—আন্তর্জাতিক মনোভাব-সমৃদ্ধ হওয়ার জন্যে। খেলাধুলো ও শরীরচর্চা বলিষ্ঠ দেহ গঠন করে; সংগীত ও শিল্পকলা শুধু শিল্পের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে জ্ঞানবৃদ্ধি করে তাই নয়, অবসর সময় উপভোগে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করে। সোভিয়েট দেশের শ্রমজীবীদের জীবনে এই অবসর আজ অনেক বেশী সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে।

'দশ-বছর'-এর স্কুলগুলিতে এই সমস্ত বিষয় স্কুল-পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে অঙ্গীভূত করা হয়েছে। বছরে বছরে এই সমস্ত বিষয়ের সিলেবাসে ও ও তার পঠন-পদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়। সময়-তালিকা সাজানোর ভার ছেড়ে দেয়া হয় প্রত্যেকটি স্কুলের অধ্যক্ষ ও পরিদর্শকের ইচ্ছার ওপর। সাধারণ ছাত্রের ক্ষমতা বিবেচনা করে প্রত্যেকটি বিষয়ের সিলেবাস তৈরী করা হয় যাতে কয়েকজন অতি অল্প-বুদ্ধি ছাত্র ছাড়া অন্যদের মার্ক পাবার পথে কোন অন্তরায় উপস্থিত না হয়।

প্রত্যেকটি বিষয় ও সিলেবাস সম্পর্কে আলাদা-আলাদাভাবে বিস্তারিত খবর দেয়া সম্ভব নয় কারণ সবগুলিতে প্রায়ই কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে। মস্কোতে আমার চার বছর শিক্ষকতা করা

কালে, এমনি পরিবর্তন বহুবার ঘটেছে। এক সময়ে পঞ্চম ক্লাশে (গড়ে ছাত্রদের বয়স বারো-তেরো) ইতিহাস পড়ানো হত, এখন তৃতীয় ক্লাশে (ছাত্রদের বয়স দশ) ইতিহাস পড়ানো হয়। এখন পঞ্চম ক্লাশের বদলে ষষ্ঠ ক্লাশে পদার্থবিদ্যা প্রবর্তন করা হয়েছে। সপ্তম শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্বকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং তার জায়গায় "সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসন-পদ্ধতি" বিষয়টি পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও ছাত্রদের পক্ষে যে কোন বিষয় সম্পর্কে একটা সর্বাঙ্গীন ধারণা জন্মায়। উদাহরণ হিসাবে ইতিহাসের কথা ধরা যাক। তৃতীয় এবং চতুর্থ ক্লাশে ছেলেমেয়েদের সোভিয়েট দেশের ইতিহাস পড়ানো হয়। এই ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ, আদিম মানুষ, উপজাতিদের মধ্যে তার বাস, প্রাচীনকালের যৌথ সমাজ, রুশ সম্রাটদের উত্থান-পতন, রুশ সাম্রাজ্য গঠন ও গণবিপ্লবের সূচনা সমস্তই অত্যন্ত জীবন্তভাবে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা হয়।

পঞ্চম ক্লাশ থেকে আরম্ভ করে শেষ ক্লাশ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস পড়ানো হয়। এই কোর্সের মধ্যে আছে এসিরিয়া, ব্যাবিলন, ভারতবর্ষ, মিশর, চীন, গ্রীস এবং রোমের প্রাচীন সভ্যতা, সামন্ততন্ত্রের ক্রমোবৃদ্ধি, শতাব্দী-ব্যাপী ঘটনা-স্রোত, পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশগুলির ক্রমোন্নতি এবং সে সব দেশের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের যোগাযোগ। একজন ছাত্রের স্কুল-শিক্ষা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে তার একটা ব্যাপক ধারণা জন্মায় এবং বর্তমান ঘটনা-প্রবাহকে সে বিচার করতে পারে। সোভিয়েট স্কুলগুলির বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রীতিমত অবাক হয়ে গেছি তাদের স্বচ্ছ এবং ব্যাপক উপলব্ধি শক্তি দেখে। প্রায়ই আমি আমার স্কুলজীবনের ইতিহাস

শিক্ষার কথা ভেবেছি। সে একটা সম্রাট সম্রাজ্ঞী, যুদ্ধ বিগ্রহ ও সন-তারিখের অত্যাশ্চর্য জগাখিচুড়ি ; তার পেছনকার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি কোন শিক্ষাই পাই নি। অন্যান্য পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধেও আমার এই একই কথা।

সমস্ত স্কুলগুলির কারিকলাম প্রায় একই ; গ্রাম এবং শহর স্কুলগুলির মধ্যে অত্যন্ত সামান্য পার্থক্য আছে। কোন একজন অধ্যক্ষের তা পরিবর্তন করার অধিকার নেই। কোন্ পাঠ্যবিষয়ের ওপর কতটা সময় পড়ানো হবে তা বেঁধে দেয়া আছে—এই অনুসারে প্রত্যেকটি স্কুল তার নিজস্ব সময়-তালিকা তৈরী করে ; হাল্‌কা পাঠ্যবিষয়গুলি সকালের শেষ দিকে দেয়।

ছাত্রদের স্বার্থের বিরোধী না হলে সময় সম্পর্কে শিক্ষকদের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে দেখা হয়। অবিশ্যি কারিকলাম সম্বন্ধে যদি কোন অধ্যক্ষ বা শিক্ষকের কোন নতুন প্রস্তাব থাকে তাহলে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত সভা বা সম্মেলন হয়ে থাকে তাতে তা আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সেই প্রস্তাব যদি জনসাধারণ সমর্থন করে তাহলে তা কমিসেরিয়ট অব এডুকেশনের গেছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত করার জন্যে একটি বিশেষ কমিটি আছে। এই কমিটির অধিকার আছে যে কোন সিদ্ধান্ত আগামী বছরের সিলাবাসের মধ্যে অঙ্গীভূত করার।

এই রকম পরিবর্তন হতে আমি নিজের চোখে দেখেছি। সত্যি কথা বলতে কি, সোভিয়েট দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক এই ভাবেই উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত এবং একত্রিভূত পদ্ধতি হওয়ার ফলে, যারা যারা এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করছে তারাও অত্যন্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে তাকে সমৃদ্ধ করতে।

সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থার মূল বক্তব্য হল যে প্রতিটি ছাত্র পুরো সাত বা দশ বছরের শিক্ষা গ্রহণ করবে। একটা ক্লাশ ডিঙিয়ে আরেকটা ক্লাশে উঠে যাওয়া এখানে সম্ভব নয়, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ছাড়া। যে কোন একটা ক্লাশের শিক্ষা তার পরের ক্লাশের পাঠ্যবিষয় বোঝবার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং প্রতিটি ছাত্রের তার নিদিষ্ট কোর্স পুরো করা উচিত। সোভিয়েট শিক্ষাবিদদের বিশ্বাস যে ছোটদের কি পড়া উচিত এবং কি পড়া উচিত নয় তা বিচার করার পক্ষে ছাত্ররা অত্যন্ত অপরিণত। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সাহায্যে বড়রাই স্থির করবে ছোটদের পাঠের জন্যে কি শ্রেষ্ঠ এবং প্রয়োজনীয়। প্রত্যেকটি পাঠ্য-বিষয় ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত মনোজ্ঞ করে তোলাই হল সোভিয়েট শিক্ষকদের কর্তব্য—যাতে তাদের অনুসন্ধিৎসা আরও গভীর হয়ে ওঠে।

সোভিয়েট শিক্ষাবিদরা তাদের ছাত্রদের অত্যন্ত উপযুক্ত স্কুল-শিক্ষা দেয়ার পক্ষপাতী কিন্তু সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য যদি না তা শিশুকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে অর্থাৎ চরিত্র গঠন, আত্মশক্তি, সাহস, ভদ্রতাজ্ঞান ও অন্যান্য গুণ গড়ে তোলে যা তাকে একজন খাঁটি মানুষ হিসেবে সমৃদ্ধ করবে।

এই 'গড়ে তোলার' মধ্যে সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির প্রতি দেশপ্রেম, পৃথিবীর কিশোর সমাজের প্রতি আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ, ফ্যাশিজমের প্রতি ঘৃণা সমস্তই অন্তর্ভুক্ত—অর্থাৎ সোভিয়েট নাগরিক হতে হলে যে যে গুণের অধিকারী হওয়া দরকার। একজন শিক্ষককে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে শিক্ষাদাতা হওয়া উচিত, যে শুধুমাত্র স্কুল শিক্ষাই দেবে না, আমি যে যে গুণের কথা উল্লেখ করেছি সেই সব গুণে তার ছাত্রকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলবে।

প্রত্যেক স্কুলেরই ছাত্রদের 'মানুষ-করার' সাধারণ পরিকল্পনা থাকা উচিত অর্থাৎ নানারকম কাজকর্ম, বক্তৃতা, আলোচনা, উপদেশ যাতে শিক্ষক সাধারণ শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে দিয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। কিন্তু তাকে ভুলে গেলে চলবে না যে শিক্ষাদানের দুটো উদ্দেশ্য আছে—প্রথম স্কুলগত, দ্বিতীয় শিক্ষাগত ; অর্থাৎ জীবনের সমস্যার সঙ্গে পাঠ্য-বিষয়কে মিলিয়ে নিয়ে পড়তে হবে।

স্কুল-কর্মীরা শিক্ষার ব্যাপারে পায়োনিয়র সংঘের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য পেয়ে থাকে। স্কুল জীবনে অত্যন্ত জরুরী অংশ গ্রহণ করে আছে এই সংঘ। এই সংঘের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার স্তরকে উন্নত করা এবং ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত জোরালো শৃঙ্খলাবোধ জাগানো। যদিও পায়োনিয়র সংঘের সভ্য হওয়া না হওয়া স্বেচ্ছামূলক, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই সভ্যপদের চিহ্ন হিসেবে লাল টাই পরতে ভালবাসে। কেবলমাত্র ভাল ছাত্রছাত্রীদেরই সভ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এরই ফলে ভাল কাজ করার প্রেরণা মেলে। সংঘের নেতারা স্কুল কর্মীদের সংস্পর্শে থেকে এবং ছাত্রদের অবসর সময় অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যয়িত হতে সাহায্য করে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরিত্র গড়ার কাজ অনেকটা এগিয়ে দিচ্ছে।

পরিশিষ্ট—২

বাৎসরিক টেস্ট থেকে কয়েকটি মৌখিক প্রশ্ন

১(ক)। গমের চরিত্র নির্দেশক গুণ কী কী? কোথায় জন্মায়, কী কী কাজে লাগে এবং কত দিনকার পুরনো? রাই-এর উৎপত্তি কি থেকে? কোথায় জন্মায়, কী কাজে লাগে? যই এবং যব—কোথায় ফলে এবং কী কাজে লাগে?

(খ) উদ্ভিদবিদ্যায় লিনেইয়াস (তাঁর প্রধান প্রধান দোষগুলি দেখাও), ডারুইন ও মিচুরিনের দান কী কী? কোথায় এবং কোন্ সময়ে তাঁরা বাস করতেন।

(ষষ্ঠ ক্লাশ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, গ্রীষ্মকাল, ১৯৩৭)

২(ক)। গাছ-শেওলার প্রকৃতি-নির্দেশক বিশেষত্ব কী কী? অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকটির বর্ণনা দাও। পরীক্ষার সাহায্যে তার ধর্ম বিশ্লেষণ করো। কোথায় পাওয়া যায় এবং কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

(খ) নাগ-সাপ কী ভাবে প্রসব করে?

৩(ক)। লেভেনবক কে ছিলেন? তিনি কী আবিষ্কার করেন এবং তাঁর খ্যাতির কারণ কী?

(খ) চুন ও খড়িমাটির উৎপত্তি কী থেকে?

(ষষ্ঠ ক্লাশ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, গ্রীষ্মকাল, ১৯৩৭)

৪(ক)। কেঁচোর স্বাভাবিক অভ্যাস, পরিপাক ক্রিয়া, রক্ত, স্নায়ুমণ্ডলী, নিঃসারণ ও প্রসব পদ্ধতি কী কী?

(খ) রবারের ব্যবহার কত প্রকার? কী ভাবে পাওয়া যায়?

(ষষ্ঠ ক্লাশ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, গ্রীষ্মকাল, ১৯৩৭)

৫। ইউরোপের বহির্ভাগ। তার তিন প্রকার উচ্চাবচতা কী কী? তাদের সমাবেশ ও মোটামুটি উচ্চতা কী রকম? ইউরোপের উচ্চাবচতায় হিম-যুগের প্রভাব বর্ণনা করো। আগ্নেয় ও ভূমিকম্পপ্রধান অঞ্চলগুলির নাম করো।

(ষষ্ঠ ক্লাশ, ভূগোল)

৬। ইংলণ্ড—এর অবস্থিতি কোথায় এবং ইংলণ্ডের গুরুত্বের ওপর তার প্রভাব কতটুকু? রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিভাগ (পাহাড়, উচ্চ-স্থান, নিম্নভূমি) বর্ণনা করো। তার আবহাওয়া, সংস্থান, কৃষি, শিল্প ও শিল্প-কেন্দ্র সম্বন্ধে বলো। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধিতে জলপথের গুরুত্ব কতটুকু? ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা কী প্রকার? বিভিন্ন উপনিবেশগুলির (উদাহরণ দাও) ওপর ইংলণ্ডের শাসন সম্পর্কে বলো। লণ্ডন থেকে সিডনী পর্যন্ত ব্রিটিশ অধিকৃত জায়গাগুলির নাম করো।

(ষষ্ঠ ক্লাশ, ভূগোল)

৭। চীন। রাজনৈতিক কাঠামো কী রকম? মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, তিব্বৎ, সিঙ্কিয়াঙ-এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কী কী? জাপানের কাছে মাঞ্চুরিয়ার গুরুত্ব কতখানি? সোভিয়েট চীনের এলাকা সম্পর্কে বলো।

(ষষ্ঠ ক্লাশ, ভূগোল)

৮(ক)। ঘোড়ার বংশ-বিবরণ দাও।

(খ) স্তন্যপায়ী জীবদের অর্থকরী গুরুত্ব কী কী? পশু প্রজনন, পশু শিকার ও বন্য জন্তুর প্রজনন সম্পর্কে বলো।

(সপ্তম ক্লাশ—প্রাণিতত্ত্ব)

৯(ক)। চার্লস্ ডারুইন। জাতির স্থায়িত্ব সম্পর্কে বলো। শ্রমিকদের হাতে বিবর্তনের অর্থ কী?

(খ) কৃত্রিম নির্বাচন। কী কী গুণ বংশানুক্রমে আয়ত্তাধীন? অতীতের অবস্থা সম্পর্কে বলো।

(গ) বন্য জন্তু ও বৃক্ষের মধ্যে পার্থক্য কী কী? উদাহরণ দাও।

(সপ্তম ক্লাশ—প্রাণিতত্ত্ব)

১০(ক)। মাছের জন্ম, ডিম ছাড়া ও শিশু-মাছগুলির প্রতি যত্নের কথা বলো।

(খ) মূল্যবান মাছগুলির নাম করো? তারা কোথায় বাস করে? স্টার্জিয়ন, হেরিং, কড ও স্যামন সম্বন্ধে কী জানো?

(গ) মাছের জননক্রিয়া সম্পর্কে বলো।

(সপ্তম ক্লাশ—প্রাণিতত্ত্ব)

১১(ক)। পোকার আভ্যন্তরিক গঠন কী রকম? তার পরিপাক-পদ্ধতি, রক্তচলাচল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, স্নায়ু-মণ্ডলী, জ্ঞানেন্দ্রিয়, জননেন্দ্রিয় ও মাংসপেশী বর্ণনা করো।

(খ) পোকামাকড়ের জন্ম ও ক্রমবৃদ্ধি, সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ আকার পরিবর্তন, শিশু কীটদের যত্ন, শিশু-কীটদের আকারের ভিন্নতা ও বিভিন্নতা সম্পর্কে বলো।

(সপ্তম ক্লাশ—প্রাণিতত্ত্ব)

১২(ক)। জীবজন্তু ও তার সমজাতীয় প্রাণীদের জীবন-সংগ্রাম সম্বন্ধে কী জানো?

(খ) উপযোগীকরণের উদাহরণ দাও। বিবর্তনবাদের পাঁচটি বিধানের নাম করো।

(গ) গাছপালা ও জীবজন্তু সাংকর্যের কাজে সোভিয়েট দেশের নির্বাচন-পদ্ধতি বর্ণনা করো। বর্ণসংকর কাকে বলে?

১৩। নর্মান বিজয়ের আগে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কী ছিল? বিজয়ী উইলিয়ম, হেস্টিংস্-এর যুদ্ধ, উইলিয়মের রাজত্বে পরিবর্তন—রাজতন্ত্রের কেন্দ্রস্থকরণ। গির্জা সংস্কার, ইংলণ্ডের প্রাচীন জরিপী চিঠা, উইলিয়মের কালে শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও স্থাপত্য, নগর ও বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কে বলো।

(সপ্তম ক্লাশ—ইতিহাস)

১৪(ক)। ১৩৮১ সালের কৃষক-বিদ্রোহ, তার কারণ, বিদ্রোহের নেতা, বিদ্রোহের প্রসার, কৃষকদের দাবী, বিদ্রোহের এলাকা, লণ্ডন অভিযান, রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের মনোভাব, বিদ্রোহের ফলাফল সম্পর্কে কী জানো?

(খ) পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কয়েকটি বড় বড় আবিষ্ক্রিয়া ও তার ফলাফল সম্পর্কে বলো।

(সপ্তম ক্লাশ—ইতিহাস)

১৫। হান্‌সা লীগ, তার উত্থানের কারণ, তার প্রসার, প্রধান প্রধান শহরগুলিতে তার প্রভাব, লীগের নীতি, তার আভ্যন্তরিক শাসন-পদ্ধতি, যুদ্ধ, জার্মানীর পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তা এবং লীগের ক্ষয়প্রাপ্তি সম্বন্ধে কী জানো?

(সপ্তম ক্লাশ—ইতিহাস)

১৬(ক)। রেনেসাঁ সম্পর্কে বলো। মানবতার অর্থ কী, কোথায় এবং কি কারণে তার উৎপত্তি? এই মতবাদে বিশ্বাসী বিশিষ্ট নেতাদের নাম করো। গির্জা ও রেনেসাঁ এবং মানবতা সমর্থনকারী আন্দোলনের ফলে জীবন ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন সম্পর্কে বলো।

(খ) ইতিহাসে মেদিসিদের ভূমিকা সম্পর্কে কী জানো ? কখন এবং কোন্ সময় তারা শাসন করতো ?

১৭(ক)। স্প্যানিশ ও পর্তুগীজদের আমেরিকা বিজয়, বালবোয়া, পেরু আবিষ্কার, মেক্সিকোর কর্তেজ, রেড-ইণ্ডিয়ানদের প্রতি ব্যবহার, নিগ্রো দাসত্ব, ইউরোপের ইতিহাসে আমেরিকা আবিষ্কারের তাৎপর্য, ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর তার প্রভাব, স্পেনের নিশ্চলতা ও অবনতি, স্পেনদেশীয় রোমান ক্যাথলিকদের আদালত সম্বন্ধে কী জানো ?

(খ) টমাস মান্জার কে ছিলেন ?

(সপ্তম ক্লাশ—ইতিহাস)

১৮। স্টুয়ার্ট্স্, প্রথম জেম্স্ ও প্রথম চার্লসের সময়ে ইংলণ্ডের অবস্থা, স্টুয়ার্ট্সের শক্তিবৃদ্ধি, পার্লামেণ্ট-হীন রাজশাসন, লং পার্লামেণ্ট, লং পার্লামেণ্টের ক্রিয়াকলাপ, গৃহযুদ্ধের সূচনা, ক্রমওয়েল ও তার সেনাবাহিনী, রিপাব্লিকের জন্ম, সম্রাটের সংগ্রাম, পার্লামেণ্টের বিভিন্ন দলের মধ্যে মতবিরোধ, রাজানুগত সভ্যদের বহিষ্কার এবং সম্রাটের প্রাণদণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা করো।

(সপ্তম ক্লাশ—ইতিহাস)

১৯(ক)। সোভিয়েট দেশের জমি ও সব্জি চাষ, তুন্দ্রা, বনজঙ্গল ও তার অবস্থিতি, জমির প্রকৃতি, সব্জি চাষের বিবরণ, মাটির উৎপত্তি, মাটি, আবহাওয়া ও চাষের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে কী জানো ?

(খ) স্টেপ, ড্রাই-স্টেপ, মরুভূমি ও সাবট্রপিকাল অঞ্চলের জন্তু সম্পর্কে বলো। মানচিত্রে তাদের স্থান নির্দেশ করো।

মানুষের প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার ও তাদের খাটাল সম্পর্কে বলো।

(গ) সোভিয়েট ইউনিয়নের খনিজ সম্পদ, তুলনামূলক বিচারে সোভিয়েট দেশের খনিজ সম্পদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের পরিমাণগত পার্থক্য এবং এ দেশের উচ্চাবচতা অনুসারে খনিজ সংস্থান কতখানি বর্ণনা করো। প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের খনিগুলি কোথায়? খনিজ সম্পদ উদ্ধার সম্পর্কে কী জানো? সম্প্রতি কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের খনি চালু করা হয়েছে?

(ঘ) সোভিয়েট ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশের উত্তরভাগ—তার স্থান-নির্দেশ, সীমানা ও রাজনৈতিক বিভাগগুলি কী কী? বহির্ভাগ, নদ-নদী, মাটি, সবজি-চাষ, আবহাওয়া, সংস্থান, অর্থনীতি, প্রধান প্রধান শহর ও সেখানকার জনসাধারণের বিবরণ দাও।

২০(ক)। মিশর—প্রাচীন মিশর, মেনেস-এর নেতৃত্বে মিশরের একত্রীকরণ, ফ্যারাও, রাজপুত্র, ধর্মযাজক, কৃষকদের অবস্থা, পিরামিড নির্মাণ, কৃষক-বিদ্রোহ ও মিশর-বিভাগ, হিকশস বিজয়, হিকশসদের পতন ও মিশরের সমৃদ্ধি, মিশরীয় ধর্ম, এ্যামন-এর মন্দির, চতুর্থ এমেনোফিসের ধর্ম সংক্রান্ত সংস্কার, মিশরের পরবর্তী যুগ, এসিরিয়া ও পারসিয়া কর্তৃক মিশর অধিকার, গ্রীক ও আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের রাজত্বে মিশরের অবস্থা বর্ণনা করো।

(খ) প্যালেস্টাইন—(ইসরায়েলবাদী—সিরিয়াবাসী ও কানানবাসী) প্যালেস্টাইনের স্থান নির্দেশ করো। আরবে ইসরায়েলবাদী-

কার্যকলাপ, মোজেজের উপাখ্যান, ইসরায়েলবাদীদের পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ, কানান ও সিরিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ, মিশর ভ্রমণ, জর্ডন নদীর চারদিকের দেশগুলি অধিকার, রাজা সল ও ডেভিড, ইসরায়েলবাদী উপজাতিদের একত্রীকরণ, জুডিয়া রাজত্ব গঠন, রাজা সলোমন এবং জেরুসেলাম শহর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দাও।

(গ) চীন—কী ভাবে আমরা চীনের ইতিহাসকে উপলব্ধি করি? প্রথম চীন সভ্যতার সময় নির্দেশ করো। ইয়াংসী নদীর ধারের মানুষদের আগেকার জীবন সম্পর্কে বলো। কিয়াং ও হোয়াং-হো, শাং বংশ, স্বর্গের দূত সম্রাট, রাজকুমার, ধনুর্ধর, চীনা ধর্ম, বুদ্ধি-বিভ্রান্তির যুগ, সিং, চাওদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা, হাং বংশের শ্রেণী নির্দেশ, হাং সম্রাটদের সংস্কার সাধন, 'লাল ভুরুওয়ালা' এবং 'হলদে পাগড়ীধারী'দের বিদ্রোহ, মোঙ্গোলদের চীন আক্রমণ, কনফুশিয়াস ও তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে বলো।

(ঘ) গ্রীস—প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, চিত্রকলা ও স্থাপত্যের উন্নতি, যোদ্ধা ও তাদের সাজসরঞ্জাম, অলিম্পিক ও দেলফিক ক্রীড়া সম্পর্কে কী জানো?

(ঙ) স্পার্টা*—স্থান নির্দেশ করো। তার রাজনৈতিক কাঠামো, লিথারগাসের উপাখ্যান, জমির যৌথ মালিকানা, যৌথ ভোজন, স্পাটার স্কুল ও সৈন্যবাহিনী, ক্রীতদাস এবং পেলোপনেসিয়ান লীগ-এর বিবরণ দাও।

(চ) গ্রীক সভ্যতা,* রঙ্গমঞ্চ, দাস-সভ্যতা, ছুটির দিন, ডিয়নিশাসের

* এই প্রশ্ন দুটি গ্রীস-এর অংশের অন্তর্ভুক্ত।

ভোজ, ট্রাজেডি ও কমেডি, অভিনেতা ও এ্যারিস্টোফেনেস সম্পর্কে বলো।

(পঞ্চম ক্লাশ—ইতিহাসের সিলেবাসের সারাংশ)

চতুর্থ ক্লাশের মৌখিক টেস্ট প্রশ্নের সারাংশ

ক ভূগোল

১। মানচিত্রে উর্ধ্বসীমা ও সমদূরবর্তী রেখা দেখাও। কী ভাবে দ্রাঘিমা ও লঘিমা বোঝা যায়। নিম্নলিখিত জায়গাগুলির দ্রাঘিমা ও লঘিমা সম্পর্কে বলো :—মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ভ্লাদিভস্টক, বাকু ও আর্চেঞ্জেল।

২। মানচিত্রে সোভিয়েট দেশের প্রান্তরেখা দেখাও।

৩। মানচিত্রে সোভিয়েট দেশের তুন্দ্রা অঞ্চলের অবস্থিতি দেখাও। তুন্দ্রার আবহাওয়া, সব্জি-চাষ, জীবজন্তুদের জীবনধারণ এবং অধিবাসী সম্পর্কে বলো।

৪। মানচিত্রে মরুভূমি ও ড্রাই-স্টেপের স্থান নির্দেশ করো। এই অঞ্চলের বড় বড় সমুদ্র ও হ্রদের নাম করো। সে সমুদ্রগুলি সম্পর্কে কী জানো? এই সব অঞ্চলে বারিপাত এত কম কেন? সোভিয়েট রাষ্ট্র এই সব অঞ্চলে জল আনার কী ব্যবস্থা করেছে?

৫। সোভিয়েট দেশের দক্ষিণে মাছ ধরার উপযোগী জলাশয়ের অবস্থিতি মানচিত্রে দেখাও। মস্কো থেকে সে অঞ্চলে কী ভাবে যাওয়া যায়?

৬। মানচিত্রে পৃথিবীর পাঁচটি প্রধান প্রধান ধনতন্ত্রবাদী দেশ দেখাও। সব চেয়ে কোন্‌টি বেশী শক্তিশালী এবং কেন?

৭। গ্রেট বৃটেনের প্রধান প্রধান উপনিবেশ ও অধিকৃত অঞ্চলগুলি দেখাও। গ্রেট বৃটেনের আবহাওয়া, প্রান্তরেখা ও শিল্প সম্বন্ধে কী জানো?

৮। ইতালি কোথায়? ইতালির উপনিবেশগুলির নাম করো। ইতালি স্পেনের ফ্যাশিস্টদের সঙ্গে সহায়তা করছে কেন?

খ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

১ (ক)। তিনটি শিকারী, দুটি কীট-ভুক ও দুটি শস্য-ভুক পাখীর চরিত্র-নির্দেশক ধর্ম কী কী?

(খ) মানুষ ও কুকুরের দু রকম স্বতন্ত্র মুখ থাকার কারণ কী? তিনটি কারণ দেখাও।

২ (ক)। মুরগীর ছানার উৎপত্তি কী থেকে? মানুষের কাছে তার প্রয়োজনীয়তা কী? কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফোটাবার টেবিল-যন্ত্র (incubator) কী ভাবে কাজ করে?

(খ) বুড়ো এবং কচি হাড়ে পার্থক্য কী?

৩ (ক)। শিরদাঁড়ার প্রদেশগুলির নাম করো। শিশুদের শিরদাঁড়ায় দুটি বক্র রেখা থাকে কেন?

(খ) কচ্ছপের প্রকৃতি-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য কী?

৪ (ক)। পরিপাক-যন্ত্র ও সুপাচ্য রসের নাম করো।

(খ) হাতের হাড়ের সঙ্গে পায়ের হাড়ের তুলনা করো।

৫ (ক)। পঞ্চেন্দ্রিয়ের নাম করো। সেগুলি সম্পর্কে কী জানো?

(খ) ছোটদের পক্ষে ধূমপান করা ক্ষতিকর কেন?

৬ (ক)। আমাদের দাঁতগুলি কী রকম? শিশু এবং মানুষের দাঁতগুলি কী ভাবে পরিবর্তিত হয়। কী ভাবে দাঁতগুলির যত্ন নেওয়া উচিত?

(খ) কারখানার ধুলো বলতে কী বোঝায়? এবং তা ক্ষতিকর কেন?

পরিশিষ্ট—৩

পাঠ্য পুস্তকের সারাংশ

মজুর

সমস্ত পথ ঘাট ঢেকে গিয়েছে বরফে।
কিন্তু দেখ, মজুররা ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে বরফগুলো।
আমাদের হামাগুড়ি দিতে হবে না।
পায়ে ঠাণ্ডা লাগবে না আমাদের।
জয় হোক মজুরদের!

(প্রথম রিডার—মস্কো, ১৯৩৭)

উৎপন্ন ফসল ও শরৎকালের কাজ

১। ক্ষেতে গিয়ে শরৎকালের ফসলে হাত লাগাও। কত রকমের কপি আর সবজি হয়েছে পরীক্ষা করে দেখ।

২। নানা রকম উৎপন্ন শস্য একসঙ্গে সংগ্রহ করো।

৩। সরকারী বা যৌথ খামার থেকে তোমার জেলার নতুন আবাদের নমুনা এবং সদ্য উন্নত গাছের চারা সংগ্রহ করো।

(প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরিশিষ্ট—মস্কো—১৯৩৭)

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পাঠের সারাংশ

১। উদ্ভিদের বিস্তার

গ্রীষ্ম শেষ হয়েছে। মাঠে মাঠে কাটা ধানের আঁটি তোলা হয়ে গেছে; ধান পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল কাটার কাজ শেষ হয়েছে। প্রায়

প্রত্যেকটি গাছপালা, ঝোপ ঝাড় আর সব্জি রঙিন হয়ে উঠেছে ফুলে, পুরুষ্টু হয়ে উঠেছে বিচিগুলো। আগামী বছর নতুন চারা জন্মাবে এই বিচি থেকে।

ফলের মধ্যে বিচিগুলো বড় হয়। আর এই ফল জন্মায় ফুলের কেশর থেকে।

একমাত্র সোঁদা ভিজে মাটিতেই বিচি পুতলে চারা জন্মায়।

আমরা সবাই জানি আপেল গাছ থেকে পাকা আপেল ফল কত সহজে মাটিতে পড়ে। একটু নাড়া দিলেই বৃষ্টির মত আপেল ফল ঝরে পড়তে থাকে। কয়েকদিন পরে এই ফলগুলি ঝোড়ো হাওয়ায় আপনা থেকেই ঝরে পড়ত। জঙ্গলে যে সব আপেল ফলে সেগুলি এমনি ভাবেই ঝরে পড়ে। শরৎকালে জংলী আপেল গাছের নীচে কত ছোট ছোট আপেল ফল পড়ে থাকে। ঠিক এমনিভাবেই এবং এমনি সহজে জাম ও অন্যান্য রসালো ফলও পাকামাত্র মাটিতে ঝরে পড়ে।

এই রসালো ফলগুলি মাটিতে ঝরে পড়ার পর নরম অংশ পচে যেতে আরম্ভ করে এবং বিচিগুলি মাটিতে পড়ে আপনাআপনি চারা জন্মায়।

যাই হোক এমনি রসালো ফলের গাছের সংখ্যা খুব অল্প। এমন অনেক ফল আছে যা পাকার সঙ্গে সঙ্গে শুকনো ও কড়া হয়ে ওঠে। যেমন সীম, কড়াইশুটি, হলদে একাশিয়া এবং পপি। এর কথা আমাদের কারো অজানা নয়। এই সব ফল বিচিশুদ্ধ জমিতে ঝরে পড়ে না। তারা ফেটে পড়ে, বিচিগুলি ফল থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। তারপর বিচিগুলি পড়ে মাটিতে।

বিচির জন্যেই গাছগুলো এমনি ব্যাপকভাবে মাটিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পাইন এবং বার্চ গাছ মস্কো, পশ্চিম ইউরোপ ও সাইবেরিয়ায় জন্মায়। যদি বিচিগুলো তার গাছের কাছাকাছিই পড়ত তাহলে

গাছপালা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারত না। নিজেদের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে সংখ্যাধিক্যের চাপে তারা মারা যেত। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাটিতে বিচি ছড়িয়ে পড়ার নানা রকম পথ রয়েছে।

২। নতুন চাষ

আমাদের কৃষকরা যে সব গাছের চাষ করে আসছে তা ছাড়াও আমরা আরো নতুন গাছের চাষ করছি।

সয়া সীম

অল্প কিছু বছর আগে কয়েকজন মাত্র এই গাছের কথা শুনেছিল যদিও চীন ও জাপানে এই সীমের চাষ কয়েক হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে। সাধারণ সীম থেকে সয়া সীমের উৎপত্তি। এই সীমের ফুলগুলি শাদা শাদা এবং বিচিগুলি সাধারণ সীমের বিচির মত দেখতে। এর বিচি অত্যন্ত পুষ্টিকর হওয়ায়, সয়া সীমের চাষ করা হয়ে থাকে।

এই সীমের বিচি থেকে আমরা দুধ বের করি এবং সেই দুধ খাবারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই দুধ থেকে আমরা নানা রকম জিনিস তৈরী করতে পারি যেমন, দই ও নানা রকম পনীর। বিচিগুলি পিষে যে আটা হয় তা থেকে নানা রকম মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য তৈরী করা যেতে পারে। সয়া সীম থেকে অনেক রকম ভাল ও পুষ্টিকর আহার্যও তৈরী হয়। এই জন্যেই এই সীমকে কখনো কখনো নিরামিষ মাংস আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে।

সুতরাং সয়া সীম চাষ করবার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী ও মূল্যবান। এইজন্যেই আমাদের দক্ষিণাঞ্চল ইউক্রেন, ককেশাস ও ক্রিমিয়ায় আমরা এর চাষ আরম্ভ করেছি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হবার

আগেই দশ লক্ষ হেক্‌টেয়ার জমিতে সয়া সীমের বিচি লাগানো শেষ হয়েছে।

রবার গাছ

কতকগুলি গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় গাছের ঘন তরল নির্যাস থেকে রবার পাওয়া যায়। গাছের একটা অংশ গভীরভাবে কেটে দিলে সেই অংশ দিয়ে নির্যাস পড়তে থাকে। সোভিয়েট দেশে কিন্তু কোন গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল নেই এবং সেজন্যে এখানে কোন রবার গাছও জন্মায় না।

রবার-শিল্পের জন্যে যে পরিমাণ রবার আমাদের দেশে প্রয়োজন হত তা আমরা বিদেশ থেকে আনাতাম। এবং সোনা দিয়ে তার মূল্য দিতে হত আমাদের। আমাদের নিজস্ব রবারের অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্ষাতি-জুতো, রবার-ক্লথ, চিকিৎসার সাজ সরঞ্জাম, ফায়ার ব্রিগেডের হোস ইত্যাদি এবং বিশেষ করে সাইকেল, মোটর ও ট্রাকের টায়ারের জন্যে রবার অত্যাবশ্যক। তাছাড়া যুদ্ধের সময়ে গ্যাস থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে দরকার গ্যাস-মুখোস ও রবারের কাপড় চোপড়।

আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা সোভিয়েট দেশের বিরাট প্রান্তর জুড়ে রবার গাছের সন্ধানে বের হলেন এবং স্টেপ ও কাজাকাস্তানের পাদদেশে দুটো রবার গাছের সন্ধান পেলেন—থনড্রিলা এবং তউসাগিস। এই গাছগুলিতে রবার আছে এবং আমরা ইতিমধ্যে রবার তৈরী করতে শুরু করেছি।

এই জাতীয় নানা রকম গাছের চাষ আমরা আরম্ভ করেছি যেগুলিতে রবারের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী।

সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বৈজ্ঞানিকরা সাধারণ alcohol থেকেও রবার তৈরী করার পদ্ধতি বের করেছেন। সোভিয়েট বিজ্ঞানের পক্ষে

এ একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব ! কৃত্রিম রবার তৈরীর জন্তে কারখানা বসানো হয়ে গেছে। এখন আমরা নিজস্ব সোভিয়েট রবার হাতের কাছে পেয়েছি।

আই, ভি, মিচুরিনের কীর্তি

বিখ্যাত আইভ্যান ভ্লাডিমির মিচুরিনের নাম সারা পৃথিবীময় পরিচিত। তাঁর কীর্তি থেকে একটা কথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ অধ্যবসায় ও দক্ষতা থাকলে প্রকৃতিকে জয় করতে পারে।

মিচুরিন সারা জীবন তাঁর একটি প্রিয় উদ্দেশ্যের পেছনে ব্যয় করেছেন। ষাট বছর ধরে তিনি নতুন ও উন্নত ধরনের ফল গাছ ও ফলের ঝাড় সৃষ্টি করার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি দক্ষিণাঞ্চলের গাছ উত্তরাঞ্চলের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন এবং সেখান থেকেও আরও উত্তরে যেখানে আগে সে সব গাছ জন্মানো কিছুমাত্র সম্ভব ছিল না।

অক্টোবরের সাম্যবাদী বিপ্লবের বহু আগে থেকে মিচুরিন একাই নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন। হাতে তাঁর অত্যন্ত সামান্য পয়সা ছিল এবং তার ওপর বাইরে থেকে কোন রকম সাহায্যও পেতেন না। কস্লভের উপকণ্ঠে তাঁর একটা ছোট্ট ফলের বাগান ছিল, মধ্য কালো-মাটি অঞ্চলের এক শান্ত প্রাদেশিক শহর—এইখানেই তিনি বছরের পর বছর তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এইভাবে তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কৌতূহলপ্রদ শতাধিক নতুন গাছের জন্ম দিলেন।

মিচুরিনের বাগানে কতকগুলি বিভিন্ন রকমের খাঁটি আঙুর গাছ আছে—সেই গাছগুলিতে আঙুর ফল বড় হয় এবং পাকে। আমরা সকলেই জানি—একমাত্র আমাদের দক্ষিণাঞ্চল ককেশাস, ক্রিমিয়া ও

মধ্য এশিয়াতেই আঙুর ফলানোর জন্যে মিচুরিনকে আমেরিকার আঙুর গাছের সঙ্গে সুদূর প্রাচ্য অঞ্চলের জংলী আঙুরের কলম বাঁধতে হয়েছে। উৎকৃষ্ট ক্রিমিয়ান আপেল ফলানোর জন্যে মিচুরিনকে দক্ষিণদেশীয় 'ক্যানডিল' আপেলের সঙ্গে সাইবেরিয়ান 'কিতাইকি' আপেলের কলম বাঁধতে হয়েছে এবং ফলে সৃষ্টি হয়েছে নতুন জাতের 'ক্যানডিল-কিতাইকি' আপেল যার স্বাদ, গন্ধ ও রসালতা 'ক্যানডিল'-এর মত এবং ঠাণ্ডা প্রতিরোধের শক্তি 'কিতাইকি'র মত। ঠিক এমনিভাবেই উৎকৃষ্ট পিয়ার, পীচ, এপ্রিকট ও ওয়াল্‌নাট গাছ আরও উত্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই সমস্ত ফল মিচুরিনের বাগানে জন্মায় এবং সেখান থেকে অন্যান্য বাগানে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর সোভিয়েট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে দেয়া হয়।

মিচুরিন উন্নত জাতের মিষ্টি ও সুগন্ধওয়ালা জামফল (অ্যাকৃটিনিদিয়া) জন্মাতে সফল হন। এই জামের জংলী জাত পূর্ব এশিয়ার জঙ্গলে পাওয়া যায়।

কলম-বাঁধার পদ্ধতির সাহায্যে মিচুরিন চেরীর সঙ্গে বার্ড-চেরীর কলম বাঁধেন। এই গাছের ফল বার্ড-চেরীর মত ঘন ও প্রচুর এবং স্বাদ সাধারণ চেরীর মত।

মিচুরিনের বাগানে যা যা ঘটেছে এখানে তা বলার মত জায়গা আমাদের নেই।

সোভিয়েট সরকার আই, ভি, মিচুরিনের কাজ ও কৃতিত্বকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রশংসা করেছে। তাঁর বাগান বর্তমানে পরীক্ষাগার, সেখানে তাঁর কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ও উন্নত করা হচ্ছে। সেখানে মিচুরিনের সহকারী ও ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ করে।

সরকার তাঁকে 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার অব লেবার' উপাধি উপহার

দিয়েছে" এবং তিনি এতদিন এত সফলভাবে যে জায়গায় কাজ করে এসেছেন তার নতুন নামকরণ করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে আজ আর কসূলভ, বলে কোন জায়গা নেই, তার নতুন নামকরণ হয়েছে— মিচুরিন্‌স্ক্‌।

৩। মাছ-ধরার জলাশয়

যেখানেই মাছ আছে সেখান থেকেই মাছ ধরা হয়ে থাকে কিন্তু যে সব জায়গায় সমুদ্র বা নদী থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় সেখানে ফিশারীর গুরুত্ব অনেকখানি ব্যবসায়ের দিক থেকে। এইখানে মাছ ধরার পর বাইরে চালান দেয়া হয়; নুন দেয়া হয়, ধোঁয়া দিয়ে পাকানো হয়, রোদে শুকোতে দেয়া হয় এবং আচার তৈরী করে টিনে ভর্তি করা হয়; ডিমে নুন দিয়ে জারিয়ে নেয়া হয়।

আমাদের ফিশারীর প্রথম শুরু নিম্ন ভল্‌গা ও অন্যান্য বড় বড় নদীতে। জেলেরা বহুকাল থেকে লক্ষ্য করে এসেছে যে বছরের এক বিশেষ সময়ে মাছগুলো দল বেঁধে নদীর মুখের কাছে এসে জড়ো হয় যারা অন্য সময়ে গভীর জলে বাস করত। তারা এইখানে তাদের ডিম পাড়তে আসে। এই সব মাছেদের যাযাবর বলা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে—কাস্‌পিয়ান রোচ, আস্ট্রাখান হেরিং এবং নানা রকমের স্টার্জিয়ন, স্যামন ও ডগ-স্যামন মাছ।

এইভাবে বড় বড় নদীর নিম্নদেশে মাছগুলি সোজা জালের মধ্যে এসে ধরা দেয়। বসন্তকালে এখানে সব চেয়ে বেশী মাছ ধরা পড়ে কারণ বেশীর ভাগ যাযাবর মাছই বসন্তকালে ডিম পাড়ে। এইজন্যে বসন্ত ঋতুকে মাছের ডিম-পাড়ার সময় বলা হয়।

মাছ ধরার পরিমাণের দিক থেকে সোভিয়েট দেশ পৃথিবীর মধ্যে প্রথম

স্থান অধিকার করেছে। যাহোক, এই বিরাট পরিমাণও কিন্তু সমস্ত জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং সোভিয়েট সরকার মাছ ধরার পরিমাণ বাড়ানোর জন্যে নানা রকম চেষ্টা করছে। তার মধ্যে প্রধান হল ফিশারীর উন্নতি করা। বিপ্লবের আগে অত্যন্ত প্রাচীন প্রথায় ছোট ছোট নৌকো থেকে মাছ ধরা হত। আজকাল উন্নত পদ্ধতিতে বড় বড় জালের সাহায্যে সমুদ্র থেকে মাছ ধরা হয়। এই জালগুলি বিরাট চওড়া-মুখো বস্তার মত—বিশেষ নৌকো করে টেনে নিয়ে যেতে হয়। আধুনিক মাছ-ধরার নৌকোগুলো রীতিমত একটা ভাসমান কারখানা—সেখানে মাছ কাটার যন্ত্র আছে, ফালতু জিনিস কাজে লাগাবার এবং মাছের তেল সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা আছে।

মাছেদের ডিম পাড়ার কারখানা

আমাদের দেশে জল থেকে প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরা হয়। আমাদের একটা দিকে নজর রাখা দরকার যাতে ফিশারীগুলি সুপরিচালিত না হওয়ার ফলে মাছের সরবরাহে ঘাটতি না দেখা দেয়। এমন ভাবে মাছ ধরা পরিচালনা করা উচিত যাতে অবশিষ্ট মাছগুলি ডিম পেড়ে ফাঁক ভরাট করে ফেলে। সুতরাং সোভিয়েট সরকার অযথা মাছ নষ্ট করার বিরুদ্ধে আইন জারী করেছে।

আমরা শুধু জ্যান্ত মাছের সরবরাহ চালু রাখব তাই নয়, তার সংখ্যা বাড়িয়ে তুলব। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ মাছেদের জন্যে ডিম পাড়ার কারখানা সংগঠিত করা হয়েছে যেখানে প্রয়োজনীয় ও দামী মাছেদের ডিম উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়।

এই সব কারখানাতে কি পদ্ধতিতে পোনা জন্মানো হয়।

প্রথমে স্ত্রী-মৎস্য ধরে তোয়ালে দিয়ে মুছে শুকনো করে নেয়া হয় এবং তারপর একটা এনামেলের বাসনে সযত্নে তার ডিমগুলো বের করে রাখা হয়। তারপর পুরুষ মৎস্য ধরে ঠিক সেই ভাবেই তার পুংবিন্দুর বের করে আলাদা জায়গায় ধরে রাখা হয়। এর পর ডিম এবং পুংবিন্দুর একসঙ্গে মিশিয়ে পালক বা হাত দিয়ে নেড়ে দেখা হয়। পুরুষ-মৎস্যের তরল পুংবিন্দুয়ের সঙ্গে মিশে ডিমগুলো ফলবতী হয়ে ওঠে।
তারপর ডিমগুলোকে ধুয়ে ফেলে ডিম ফোটাবার বিশেষ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেয়া হয়। এই যন্ত্রে প্রচুর জলের ব্যবস্থা আছে এবং এর মধ্যেই ডিমগুলো ধীরে ধীরে পোনায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে

৪। মুরগীর ছানার উৎপত্তি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারতবর্ষ, সিংহল ও সান্ডে দ্বীপপুঞ্জের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঘন ঝোপের মধ্যে এখনও জংলী ব্যান্ট্যাম মুরগী দেখতে পাওয়া যায় যাদের মধ্যে গৃহপালিত মুরগীর নিকট আত্মীয়তার পরিচয় মেলে। এই জংলী মুরগীদের পাখাগুলো অত্যন্ত রংচঙে যেমন আমরা গ্রামের সাধারণ মোরগদের মধ্যে দেখতে পাই—সোনালী গলা, লালচে পিঠ, পাখা দুটো ঘন কালো এবং কাস্তে-আকৃতির ল্যাজের রং চকচকে ধাতুর মত।
আমাদের বিল-মোরগ, তিতির এবং বটের পাখীর মতই এই জংলী মুরগীদের দাগওয়ালা বিচিত্র পালক। আমাদের গৃহপালিত মুরগীর পালক তিতির পাখীর মত। জংলী কুক্কুটদের মধ্যে একমাত্র ব্যান্ট্যাম মোরগই 'কিকিরিকি' বলে ডাকে এবং গৃহপালিত মুরগীর উৎপত্তি যে এই ব্যান্ট্যাম বংশ থেকে এ হল তার দ্বিতীয় প্রমাণ।
মুরগী কি করে গৃহপালিত পাখী হল? মুরগীর জংলী পূর্বপুরুষদের মধ্যে

মানুষ কি মূল্যবান গুণ লক্ষ্য করেছিল? এবং তা সে কী ভাবে কাজে লাগিয়েছিল?

প্রথমত—সমস্ত রকম কুক্কুটই আকারে বেশ বড় এবং মাংসল; মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও সুস্বাদু। এই জন্যে আমরা নানান রকম বিল মোরগ, তিতির ও দক্ষিণাঞ্চলে ফেয্যাণ্ট পাখী শিকার করি। মাংসের জন্যে গৃহপালিত মুরগীর বাচ্চা বাড়ানো হয়। অন্যান্য মাংসল পাখীর বাচ্চা বাড়ানোর চেষ্টাও ক্রমাগত চলছে। দ্বিতীয়ত, কুক্কুটরা খুব অল্পই উড়তে পারে—বেশীর ভাগ সময় তারা কাটায় মাটিতে। জংলী ব্যান্ট্যাম কুক্কটকে পোষ মানিয়ে এবং শিক্ষা দিয়ে মানুষ তাকে তার নিজের কাজে লাগিয়েছে। আমাদের গৃহ-পালিত মুরগীরা সারাদিন অন্নের খোঁজে জমিতে চরে বেড়ায়, উঠোনের বাইরে ওড়বার চেষ্টা করে না। এবং কুক্কুটরা সবাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে অর্থাৎ নতুন শাবকরা জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের পায়ে দাঁড়ায় এবং মায়েদের পিছু পিছু থাকে। বাসার পাখীদের মধ্যে আমরা এ জিনিস পাই না। যেমন পায়রা বা দাঁড়কাক—জন্মাবার পর তারা অত্যন্ত অসহায়, অনেক দিন পর্যন্ত মা-রা তাদের খাইয়ে দেয়। মুরগীরা বাসার পাখী না হওয়ায় আমাদের যে কি সুবিধে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

বাসার পাখীরা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অল্প ডিম পাড়ে নইলে মায়েদের পক্ষে তাদের শাবকদের লালন পালন করা অসম্ভব হয়ে উঠত। দলবদ্ধ ভাবে যে সব পাখীরা থাকে তারা বড় বড় ডিম পাড়ে কারণ সেই ডিমের ভেতর থেকে যে সব শাবক বেরোয় তারা অন্যদের মত উলঙ্গ আর অসহায় নয় বরং আকারে বেশ বড় এবং কম বেশী পরিণত। আমরা খাদ্য হিসেবে ডিম ব্যবহার করি এবং যে সব পাখী বড় ডিম পাড়ে সেই পাখীগুলিই আমাদের গৃহস্থালীতে বেশী উপকারী।

মুরগীরা কেবলমাত্র বড় ডিম পাড়ে তাই নয়, এক ডজন কিংবা তারও বেশী ডিম পাড়ে অর্থাৎ এক কালীন যতগুলি ডিম রাখা সম্ভব। এই সব পাখীর পক্ষে এত ডিম পাড়া সম্ভব কারণ মাকে তার শাবকদের লালন পালন করতে হয় না। শাবকদের স্বাধীন গতিবিধি মার পক্ষে বেশী ডিম পাড়ার সহায়ক। মুরগীর বাচ্চা করার সময়ে মানুষের পক্ষেও মুরগীর এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে সুবিধাজনক।

যদি মানুষ মুরগীদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ না করত তাহলে তারা দশ থেকে পনেরটি ডিম পেড়ে তার ওপর তা দিতে বসত যেমন তাদের জংলী আত্মীয়রা করে থাকে। সুতরাং ডিমগুলো সরিয়ে রেখে মানুষ মুরগীদের বেশী ডিম পাড়তে বাধ্য করে। এইভাবে মানুষ ডিমের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করেছে (মুরগীরা বছরে ১০০ থেকে ১৫০টি এবং তারও বেশী ডিম পাড়ে)।

নানান জাতের মুরগী

কুক্কুটকে পোষ মানানোর পর মানুষ কৃত্রিম নির্বাচনের সাহায্যে নানান জাতের মুরগী সৃষ্টি করেছে—যারা পাখা, মাথার ঝুঁটি, আকৃতি ও অন্যান্য দিক থেকে অপর থেকে ভিন্ন।

সেই সব জাতের মুরগী আমাদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় যারা বেশী এবং বড় ডিম পাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দৃঢ়কায়—কদাচিৎ ঠাণ্ডা লেগে বা জলে ভিজে অসুখে ভোগে। লেগহর্ন, প্লিমথ রক্স্ ও রোড দ্বীপের মুরগীদের মধ্যে আমরা এই গুণ পাই। সাধারণ গ্রামের মুরগীর চেয়ে আমরা এই জাতের মুরগী বেশী সংখ্যায় জন্মাতে চেষ্টা করছি।

৫। হাড় কী দিয়ে তৈরী হয় ?

হাড়ের মধ্যে যে সব জিনিস থাকে তা শুধু হাড়ের গঠন-বিন্যাসের ওপরই নির্ভর করে না, সেগুলি কি মাল মশলা দিয়ে তৈরী তার ওঁপরও

অনেকটা নির্ভরশীল। হাড়ের মধ্যে কি মাল মশলা আছে তা জানবার জন্যে এসো আমরা কতকগুলি পরীক্ষা করি।

১নং পরীক্ষা—উদাহরণ স্বরূপ একটা হাড় নেয়া যাক—ধরো একটা বড় মাছের পাঁজরার হাড়। একটা তারে বেঁধে হাড়টা স্পিরিট ল্যাম্পের ওপর ধরো। হাড়টা পুড়তে শুরু করবে, কালো হয়ে উঠবে, ঠিক কার্বনের মত। ধীরে ধীরে হাড়ের ভেতরকার সমস্ত কার্বন পুড়ে যাবে, শাদা হয়ে যাবে হাড়টা। কেবলমাত্র হাড়ের অদাহ্য পদার্থটুকু পড়ে থাকবে। তার মানে হাড়ের মধ্যে অদাহ্য যান্ত্রিক পদার্থ এবং দাহ্য খনিজ পদার্থ (ছাই) দুইই থাকে। এখন দেখা যাক পোড়ানোর পর হাড়ের গুণ কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আগুন থেকে হাড়টা তুলে ঠাণ্ডায় রাখো। এবার হাত দিয়ে স্পর্শ করো। হাড়টা খুব সহজে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। পোড়া হাড় খুব শক্ত এবং ঠুনকো।

২নং পরীক্ষা—আরেকটা হাড় (মাছের পাঁজরার হাড়ই না হয় নাও) নিয়ে পাতলা হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড ভর্তি টেস্ট টিউবের মধ্যে রেখে দাও। হাড়ের খনিজ পদার্থটুকু এসিডের মধ্যে গলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইডের বুদ্বুদ উঠবে। এসিডের মধ্যে হাড়টা আরও ঘণ্টা দুয়েক কিংবা আমাদের দ্বিতীয় পাঠ না আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত থাক।

দীর্ঘ সময় এসিডে থাকার পর হাড়ের ভেতরকার যান্ত্রিক পদার্থটুকুই পড়ে থাকবে। এসিড থেকে তুলে নিয়ে হাড়টা জলের মধ্যে ধুয়ে ফেলে তার গুণাগুণ পরীক্ষা করো। ভেজা হাড়টা কেমন নরম আর কোমল; তাকে বেঁকানো চলে, গেরো বাঁধাও চলে এমন কি।

সুতরাং যেমন হাড়ের কাঠিন্য ও ভঙ্গুরত্ব খনিজ পদার্থের ওপর নির্ভর করে, তার কোমলতা তেমনি নির্ভর করে যান্ত্রিক পদার্থের ওপর।

৬। স্বচ্ছ ও টাটকা বাতাসের জন্যে সংগ্রাম

বাতাস আমাদের সকলের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। প্রতিদিন আমরা প্রায় ৮০০ লিটার অক্সিজেন আশেপাশের বাতাস থেকে সংগ্রহ করি। এর ফলে বাতাসের গুণাগুণ বদলায়। এ আমরা নিজেরাও অনুভব করতে পারি। একটা ঘরের মধ্যে আমরা অনেকগুলো লোক যদি দীর্ঘ সময় থাকি এবং সেখানে যদি বাতাস যাতায়াতের জায়গা না থাকে তাহলে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, মাথা ধরতে শুরু করে, আমরা কাজ করতে পারি না। বাইরে টাটকা হাওয়ার মধ্যে গেলে আবার কিন্তু আমরা সুস্থ বোধ করি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে বাসি হাওয়া আমাদের শরীরের পক্ষে কত অস্বাস্থ্যকর এবং টাটকা হাওয়া কত উপকারী! সুতরাং আমরা যে ঘরে বাস করি ও কাজ করি সেখানে টাটকা হাওয়া যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বাড়ীতে এবং স্কুলে জানলা বেশীর ভাগ সময় খুলে রাখা উচিত। তাছাড়া আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব টাটকা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো উচিত।

শরীরের পক্ষে ধুলোটে বাতাসও অত্যন্ত অপকারী। বাতাসে ধুলো উড়ে আসে এবং সেই ধুলো শুদ্ধ্ বাতাস আমরা নিশ্বাস নিই। তারপর সেই বাতাস ফুসফুসে গিয়ে অন্তর্দাহ সৃষ্টি করে। কতকগুলি শ্রমশিল্পে কারখানার ধুলো, কয়লা, সিমেণ্ট, ধাতু ও তামাকের ধুলো সৃষ্টি হয়। নিশ্বাস নেয়ার সময়ে এই ধারালো ধুলো গিয়ে ফুসফুসে বেঁধে। এই ধুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের সমস্ত কারখানায় কারখানায় ও কর্ম-সংস্থানে ঘর ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ধুলো উড়িয়ে দেবার জন্যে বিশেষ পাখা লাগানো হয়েছে। এ ছাড়া প্রচুর হাওয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা তো আছেই।

ধুলোর মধ্যে হাজার হাজার বীজাণু থাকে এবং সেই বীজাণুদের মধ্যে

আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু হল যক্ষ্মার বীজাণু। ধুলোটে বাতাস নিশ্বাস নিলে যক্ষ্মার বীজাণু আমাদের ফুসফুসে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই ভাবে মানুষের অজানতে অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি যক্ষ্মা গিয়ে তার দেহের মধ্যে বাসা বাঁধে। সুতরাং যক্ষ্মার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের সর্বাগ্রে ধুলোর সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে আমাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে যেমন যক্ষ্মা ডিসপেনসারী এবং স্যানাটোরিয়ম। বিপ্লবের আগে শ্রমিকদের জন্যে এমনি কোন সংগঠন ছিল না। সোভিয়েট সরকারই তার গোড়াপত্তন করেছে।

যে বাতাস আমরা নিশ্বাস নিই তা নাক এবং মুখের মধ্যে দিয়ে ফুসফুসে গিয়ে প্রবেশ করে। এ কথা সত্যি যে নাকের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে বাতাস অনেকটা ধুলো এবং বীজাণু মুক্ত হয়ে ওঠে। বাতাসে যে ধুলোর গুঁড়ো থাকে নাকের চুল ও শিকনির মধ্যে তা আটকে যায়। সুতরাং যে বাতাস ভেতরে যায় তা স্বচ্ছতর। তাছাড়া নাকের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে ঠাণ্ডা বাতাস গরম হয়ে ওঠে, ফলে আমাদের শ্বাস-যন্ত্রে ঠাণ্ডা লাগার কোন আশঙ্কা থাকে না। আমাদের নাক দিয়ে নিয়মিতভাবে নিশ্বাস নেয়ার অভ্যাস থাকা দরকার। টাটকা স্বচ্ছ বাতাসের জন্যে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ধূমপানের বিরুদ্ধেও আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। ধূমপান বিষপানেরই সমান। তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে অত্যন্ত কড়া বিষ থাকে—তার নাম হল নিকোটিন। নিকোটিন ধীরে ধীরে সমস্ত যন্ত্রকে নষ্ট করে। ধূমপান বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেদের ও কিশোরদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। যারা ধূমপান করে তারা আশেপাশের লোকদের ক্ষতি করে কারণ তামাকের ধোঁয়ায় সমস্ত বাতাস নষ্ট হয়ে যায়।

সমাজের মঙ্গলের জন্যে স্বচ্ছ, টাটকা বাতাসের সংগ্রাম একটা অত্যন্ত

জরুরী সমস্যা, বিশেষ করে বড় বড় শহর ও শিল্প এলাকায় যেখানে ধুলো এবং ধোঁয়ায় সমস্ত বাতাসই কলুষিত। এই ধুলোকে হটাবার জন্যে রাস্তায় এবং স্কোয়ারে নিয়মিতভাবে জল দেওয়া হয়। আরও বেশী শাক-সবজির ও গাছপালার চাষ করার জন্যে নতুন পার্ক, স্কোয়ার ও ও বীথিকা নির্মাণ করা হচ্ছে। সবুজ গাছপালা দিনের বেলা বাতাস থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এই ভাবে তারা দূষিত হাওয়াকে আবার সতেজ করে তোলে। আমাদের সবুজ গাছপালা রক্ষা করা উচিত এবং তার সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত। স্কুলের ছেলেমেয়েরা এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করতে পারে। স্বচ্ছ ও টাটকা বাতাসের জন্যে সংগ্রাম করা আমাদের সকলের সাধারণ কাজ।

৭। প্রাণিতত্ত্ব পাঠের সারাংশ

ব্যক্তিগত অধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন।

(১) নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অত্যন্ত সাধারণ জাতের পশুদের সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :

(ক) তাদের দেহে কতগুলি কোষ আছে?

(খ) কোষের কোন্ কোন্ প্রধান অংশগুলি সাধারণভাবে দেখা যায়?

(গ) প্রধান প্রধান শাঁসালো অংশগুলির সংখ্যা কত?

(ঘ) তারা খাদ্য এবং অক্সিজেন কী ভাবে পায়?

(ঙ) তারা কার্বোনিক এসিড এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বস্তু কী ভাবে ত্যাগ করে?

(চ) তারা কী ভাবে শাবকের জন্ম দেয়?

(২) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ জীব দেখা দেয়? রিজোপোড না অ্যামিবা? তাদের কী ভাবে চেনা যায়?

(৩) মশারা কেন জলা-ভূমি বা জলাশয়ের কাছাকাছি থাকে? এবং সে সব জায়গায় কেন ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে?

৮। বীজাণুযুক্ত কীটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম :

বীজাণুযুক্ত কীটদের সম্পর্কে আমরা খুব অল্পই জেনেছি। আসলে তাদের সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশী। তারা মানুষ এবং পশুদের অত্যন্ত ক্ষতি করে। স্বভাবতই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অনিবার্য।

এই ব্যাপারে প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই বেশী কার্যকরী কারণ একটা বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করার চেয়ে তাকে আটকানো অনেক সহজ।

সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ব্যবস্থা হল পরিচ্ছন্নতা। খাওয়ার আগে হাত ধোয়া দরকার, সবজি না ধুয়ে খাওয়া উচিত নয় কারণ সারের সঙ্গে কত রকম বীজাণুযুক্ত কীটের ডিম সবজির মধ্যে বাসা বাঁধে, পুকুরের জল খাওয়া উচিত নয় কারণ তাতে বীজাণু থাকতে পারে, শুয়োরের মাংস যা জবাইখানা থেকে ছাপ দিয়ে দেয়া হয়নি তা খাওয়া অনুচিত, নখ কখনো কামড়ানো উচিত নয় কারণ তার মধ্যে বীজাণু থাকতে পারে, রাস্তার কুকুর এমন কি নিজের কুকুরকে ছোঁয়ার সময়ে সাবধান হওয়া উচিত কারণ মারাত্মক রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা আছে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোয়ালঘর ও জাবনার বাসন পশুদের বীজাণুযুক্ত কীটের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপায়।

৯। ব্যবহারিক পাঠ নং ৭—কালো তেলাপোকার অঙ্গচ্ছেদ।

(ক) তেলাপোকাকে অঙ্গচ্ছেদ করার পর তার পিঠের শিরার কেন্দ্রস্থলে একটা সরু লম্বা ফালি নজরে পড়ে।

(খ) তার ভেতরকার যান্ত্রিক-রচনার মধ্যে সব চেয়ে লক্ষণীয় জিনিস তার পাকস্থলী যেখান থেকে তার অন্ত্র বেরিয়েছে। সমস্ত অন্ত্রকে পরীক্ষা করতে হলে সাঁড়াশী দিয়ে তা আলাদা করতে হবে। তাহলে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে—চর্বি, পাকস্থলী, কয়েকটা ছোট ছোট শাদাটে অন্ত্র যা যকৃতের অন্তর্ভুক্ত, বৃহৎ অন্ত্র—কালো এবং ছুঁচলো এবং তার পেছনে ছোট্ট পশ্চাদ্বর্তী অন্ত্র। বৃহৎ অন্ত্রের ওপর সরু সরু শিরা লক্ষ্য করা যায়,—এই শিরাগুলি পশ্চাদ্বর্তী অন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। এই শিরাগুলিকে বলে ম্যালপিঘিয়ান ব্রণ অর্থাৎ কীটদের নিঃসারক যন্ত্র।

(গ) তাদের যন্ত্রের মধ্যবর্তী জায়গায় মেদময় পদার্থের কয়েকটা ফালি থাকে—এ হল তাদের পুষ্টিকর খাদ্যের সঞ্চয়। মেটাবলিজমের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলো প্রক্রিয়ার সঙ্গে যোগ আছে এই মেদময় পদার্থের।

(ঘ) অন্ত্র এবং মেদময় পদার্থ ধুয়ে ফেলার পর আমরা তার স্নায়ু-মণ্ডলী দেখতে পাই। তলপেটের গর্তের মধ্যে পাতলা শাদা কুণ্ডলাই হল তার স্নায়ুমণ্ডলী।

(ঙ) তাদের জননেন্দ্রিয় হল একেবারে পেছন দিকে। শাদা শাদা শিরা ও বোঁটাবহুল। স্ত্রী-কীটদের জননেন্দ্রিয় পুরুষদের তুলনায় বড়।

(চ) তাদের শ্বাসনালী পরীক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কারণ তাদের সূক্ষ্ম ও কোমল নলগুলি সহজে ছিঁড়ে যায়। পাশের দুটি শ্বাসনালী

পরীক্ষা করা অনেক সহজ। স্নায়ু-মণ্ডলীর সঙ্গে সঙ্গেই এই সূক্ষ্ম নল দুটি তলপেটের গর্ত পর্যন্ত প্রসারিত।

১০। প্রকৃতির উপযোগিতা

কীটের সংখ্যা একাধিক ও জাতি বিভিন্ন। কীটদের বাহ্যিক আকৃতি, জীবনের ধারা ও স্বভাব-সিদ্ধ গুণ নানা রকম। তাদের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তাদের উপযোগীকরণের ক্ষমতা।

প্রাণী-যন্ত্রের গঠন-রীতি ও ক্রিয়াকলাপের উপযোগিতার দোহাই দিয়ে ধর্ম এতদিন ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ খাড়া করেছে। ধর্ম বলেছে 'এই দেখ, সমস্ত জিনিস কেমন সাজানো গোছানো; কোন অলৌকিক শক্তি, শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা বা ভগবান ছাড়া আর কে এমনি পিঁপড়ে বা মৌমাছি সৃষ্টি করবে।' ফুলের মধ্যে যে মধু লুকিয়ে থাকে সেই মধু খেয়ে বেঁচে থাকে মৌমাছি; সুতরাং ফুল থেকে মধু আহরণ করার জন্যে মুখে একটা শুঁড় আছে তাদের। গোবরে পোকা মাটিতে গর্ত করে এবং তাদের সামনের পা দুটো কোদালের কাজ করে। মধু সংগ্রহ করার জন্যে মৌমাছিদের পায়ে বিশেষ হাতিয়ার দেয়া আছে। প্রকৃতির মধ্যে আমরা যা কিছু দেখি সমস্তই অত্যন্ত সুসংবদ্ধ। কোন বিশেষ শ্রেষ্ঠ শক্তি বা সর্বজ্ঞ ভগবান ছাড়া আর কে এ কাজ পারবে?

কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে এ সবের সঙ্গে কোন রকম ভগবানের সম্পর্ক নেই। কোন লোক এই সব জিনিসের ব্যবস্থা করেনি বা যত্ন নেয়নি।

যে জিনিস নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—এ হল প্রকৃতির নিয়ম। একমাত্র যারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে তারাই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়। প্রতিটি সামান্য জিনিস—শুঁয়োর

বাড়তি অঙ্গ বা শরীরের লোমও এই সংগ্রামের পক্ষে জরুরী। গাছের ছালের মত প্রজাপতির রং হলে সে তার শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু যদি তার রং বা নক্‌সা কিছুটা অন্য রকম হয় তাহলে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। হাজার হাজার প্রজাপতির মধ্যে কেবলমাত্র সেই সব প্রজাপতিই বেঁচেছে যারা ক্রমাগত রং পরিবর্তন করে (যে কোন দুটো প্রজাপতিকে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে) গাছের ছালের রঙের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছে। তাদের পরের বংশেও তারা এই গুণটি দিয়ে যায়। বংশানুক্রমে নির্বাচন চলে আসছে; যাদের রঙের চাকচিক্য অত্যন্ত বেশী তারা টিঁকে থেকেছে এবং যারা রঙের দিক থেকে অসার্থক তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ একটা প্রজাপতিকে গাছের ছাল থেকে ভিন্ন করে চেনা যাবে না। কিন্তু সেই রঙের ঝলক তখনই কার্যকরী যখন প্রজাপতি বিশেষ গাছের ছালের ওপর গিয়ে বসে। অর্থাৎ তা বিশেষ শর্তে এবং অপেক্ষাকৃতভাবে কার্যকরী। কিন্তু প্রজাপতি যদি অন্য কোন গাছে গিয়ে বসে তাহলে তা অনেক দূর থেকে চেনা যাবে। উপযোগীকরণের প্রত্যেকটি উপায়ই নির্দিষ্ট অবস্থায় কার্যকরী। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে এমন কি সামান্যতম পরিবর্তন ঘটলেও, চমকপ্রদ উপায়ও একেবারে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

১১। পরিবর্তনশীলতা ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন মারফৎ নৈসর্গিক নির্বাচন

যে সব জীব পরিবর্তনশীলতার মারফৎ অন্যান্য জীবের ওপর সামান্যতম সুবিধা আদায় করতে পারে, জীবন-সংগ্রামে তাদের টিঁকে থাকার এবং উৎপাদন করার সম্ভাবনা আছে। একটা জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, যে সব জীব পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয় তাদের

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিগত ফলপ্রসূ পরিবর্তনকে জিইয়ে রেখে ক্ষতিকর পরিবর্তনকে বাদ দেয়ার নাম হল নৈসর্গিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন। পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে এসে (যার পরিচয় আমরা পাই উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যায়) গাছপালা এবং জীবজন্তুর (কিংবা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) নানা রকম নিজের সুবিধে অনুযায়ী পরিবর্তন-ক্ষমতার উৎপত্তির ভিত্তি হল পরিবর্তনশীলতা, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দোষ-গুণ ও নৈসর্গিক নির্বাচন। আত্মরক্ষামূলক রং ও জীবজন্তুর আকার—অনুকরণ ভঙ্গী, কীটপতঙ্গের মারফৎ ফুলের রেণু বিনিময়, কতকগুলি জন্তুর শীতকালীন নিদ্রা, শরীরের হৃত অংশ প্রত্যানয়ন, সেই সব জীবের অধিক সংখ্যক ডিম উৎপাদন যে সব জীবের ডিম সাধারণত অত্যন্ত ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়ে থাকে—জীবজন্তুর এই সমস্ত ও আরও অন্যান্য নিজেদের সুবিধে অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষমতা এইভাবে সম্পূর্ণ নৈসর্গিক ধারা অর্জন করে।

প্রাকৃতিক নিয়ম থেকেই বিভিন্ন জীবের গঠনপদ্ধতির স্বার্থ-সাধনের ক্ষমতার উৎপত্তি এবং এই প্রাকৃতিক নিয়ম অত্যন্ত নিয়মিত ও নিশ্চিত-ভাবে গতিশীল। প্রকৃতি সম্পর্কে বিবর্তনবাদের সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গির্জাকে তার এক মস্ত বড় হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত করেছে, যে হাতিয়ার দিয়ে সে বুদ্ধিকে আড়াল করে ভগবান ও তার শক্তি এবং জ্ঞান সম্পর্কে রূপকথা সৃষ্টি করে আসছিল। 'সর্বশক্তিমানের জ্ঞান যা এই প্রকৃতিকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলেছে' সম্পর্কে অর্থহীন বিস্ময়ের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান অত্যন্ত স্পষ্ট ও ধারালো বৈজ্ঞানিক যুক্তি খাড়া করেছে। নৈসর্গিক নির্বাচনের ফলে শাক-সবজি ও জীবজন্তু প্রতিনিয়ত বদলায় জীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে নিজেদের আরও বেশী উপযুক্ত করে তোলবার জন্যে। জীববিদ্যার শ্রেণী বিভাগে মৌলিক জীব যে স্থির

ও অপরিবর্তনীয় নয় এ কথা আজ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। প্রতিটি জীবই কম বেশী পরিবর্তনশীল এবং ভিন্ন রকম জীব সৃষ্টিতে সক্ষম এবং এই ভিন্ন রকম জীব পুরুষানুক্রমিক দোষগুণ ও নৈসর্গিক নির্বাচনের ফলে নিজের বৈশিষ্ট্যগুলি তার পরের বংশে সংক্রমণ করে এবং সেই গুণগুলি প্রকাশ ও দৃঢ়তাবদ্ধ করে যার ফলে সেই জীবগুলি জীবন-সংগ্রামে লাভবান হয়। আগে এই ভিন্ন রকম জীবের উৎপত্তিকে আকস্মিক বিপথগমন বলে মনে করা হত কিন্তু আমরা জেনেছি যে এই ভিন্ন রকমের নতুন জীবই আরও নতুনতর জীবসৃষ্টির সূচনা।

এখন আমরা বিবর্তনবাদকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল নীতির মধ্যে ফেলতে পারি :

(১) প্রত্যেক জাতের জীবই পরিবর্তনশীল এবং সমস্ত জীবই পরস্পর পরস্পরে কতকগুলি বিচিত্র গুণ-বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র।

(২) প্রকৃতির মৌলিক শক্তি ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জীবদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক জীবকেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

(৩) এই জীবন-বিরোধে উপযুক্ত জীবরাই টিঁকে থাকে এবং নৈসর্গিক নির্বাচন কার্যকরী হয়।

(৪) উপকারী বংশানুক্রমিক গুণ যা অধিকতর পরিবর্তনে অক্ষম হয়েছে এবং ফলে সেই জীবকে জীবন-বিরোধে জয়ী হতে সাহায্য করেছে, সেই গুণগুলি তার পরের বংশে সঞ্চারিত হয়ে দৃঢ়মূল হয়।

(৫) নৈসর্গিক নির্বাচনের ফলে যে জীবের সৃষ্টি সেই জীব থেকেই নতুন জাতের জীব সৃষ্টি হয়।

নির্বাচন ও তার প্রয়োজনীয়তা

জীবের ক্রমবিকাশের মূল নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান কৃষিকাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গার্হস্থ্য, পশু ও গাছপালার বংশানুক্রমিক গুণ এবং

সাংকর্য ও নির্বাচনের মারফৎ বংশ পরম্পরায় তার সংক্রমণই হল পশু উৎপাদন ও গাছপালার উন্নতির মৌলিক বিধি।

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে নির্বাচনই হল উন্নতির মূল নিয়ম। কিন্তু এ কথাও সত্যি যে কৃত্রিম নির্বাচন কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না যদি না জীবের গুণগুলি যা সাংকর্যের জন্যে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছে তা বংশানুক্রমিক না হয়। এর ফলে, নির্বাচন যে রকমই হোক না কেন, নতুন জীব সৃষ্টির দিক থেকে তা কার্যকরী হবে না। সুতরাং বংশানুক্রমিক গুণের সঙ্গে অন্যান্য গুণের পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের সজাগ হতে হবে। আগেকার দিনে এই নতুন গুণগুলি থাওয়া ও শিক্ষার মারফৎ দেয়ার চেষ্টা করা হত এবং আমরা জানি যে এইগুলি বংশানুক্রমিক গুণ নয় এবং তা নির্বাচনের ভিত্তি হতে পারে না। এমন কি যে সব গুণ মানুষের কোন চেষ্টা ছাড়াই দেখা দেয় তাও সব সময়ে স্থায়ী নয়। এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে ক্রম-পরিবর্তন ও বংশানুক্রমিক গুণাগুণের মূল নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে নির্বাচন দীর্ঘ সময় নেয় এবং বহু প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। এমন কি যে সব ক্ষেত্রে অর্থকরী দিক থেকে বর্ণানুক্রমিক গুণগুলি উপযোগী হয় সে সব ক্ষেত্রেও ফল সব সময়ে সার্থক হয় না। অনেক সময়ে এমনও হয়েছে যে, যে বংশানুক্রমিক গুণ জনকের মধ্যে দেখা গিয়েছে তা সন্তানের মধ্যে ফুটে ওঠেনি কিন্তু তার পরের বংশে আবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আগেকার দিনের পশুপালক ও কৃষকরা প্রথম পুরুষকে বিচার করে মনে করেছে যে তারা ভুলক্রমে বংশানুক্রমিক গুণগুলি নির্বাচন করেছে এবং ফলে নিষ্ফল ভেবে তাদের প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে যা পরবর্তী কালে সার্থক রূপ নিতে পারত। সত্যি কথা যে পশুপালন ও কৃষিকাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে যা এখন পশু উৎপাদন

ও কৃষিকাজে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে কাজে আসছে।

আমরা জানি ডারুইন তাঁর বিবর্তনবাদ খাড়া করতে গিয়ে এই পদ্ধতিরই আশ্রয় নিয়েছিলেন। যাই হোক, ক্রমপরিবর্তন ও বংশানুক্রমিক গুণাগুণকে ভিত্তি করে যে বিজ্ঞানসম্মত কৃত্রিম নির্বাচন তা দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধ হতে শুরু হয়েছে মাত্র এই শতাব্দীর গোড়া থেকে। নির্বাচনের রীতি থেকেই নির্বাচনের থিয়োরীর উৎপত্তি এবং এই থিয়োরীর ভিত্তিতে ব্যবহারিক নির্বাচনের ফলে অনেক সাফল্য অর্জন করা গিয়েছে। কৃষিকাজ ও পশু উৎপাদনে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা প্রতি বছরই বাড়ছে।

সোভিয়েট দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে এই নির্বাচন পদ্ধতির ভবিষ্যৎ এতটা প্রশস্ত নয়। ব্যাপকভাবে নির্বাচন নীতি চালু করার জন্যে প্রচুর জন্তু দরকার, বিশেষ করে পশু উৎপাদনের ক্ষেত্রে। তাছাড়া নির্বাচনের কাজ অত্যন্ত নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে যদি বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতা না হয়। কারণ ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতার ফলে একে অপর থেকে তার কর্মপদ্ধতি লুকিয়ে রাখে এবং কৃষিক্ষেত্র যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেখানে এ জিনিস অনিবার্য। কিন্তু কৃষিক্ষেত্র ও পশু প্রজনন কেন্দ্রগুলি সরকারী ও যৌথ সংগঠনের মধ্যে আসার ফলে সুপরিকল্পিত নির্বাচন পদ্ধতির ভবিষ্যৎ অনেক ব্যাপক হয়ে উঠেছে যা কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সম্ভব নয়।

এই নির্বাচন কাজের ওপর ভি, আই, লেনিন রীতিমত জোর দিয়েছিলেন। ১৯২১ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে অনাবৃষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি অনাবৃষ্টি প্রতিরোধক শস্য চাষের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ নির্বাচন কাজের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্যে তুমুল উৎসাহের সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। সে সময়ে নতুন গাছপালা চাষের জন্যে যে-সব

প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচনকেন্দ্র ছিল সেগুলি তাড়াতাড়ি আরও বাড়ানো হল। সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে বর্তমানে পশু ও গাছপালা নির্বাচনের জন্যে ব্যাপক ও বিস্তৃত সংগঠন চালু হয়েছে এবং তারা অত্যন্ত জরুরী বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের নির্বাচন কেন্দ্রগুলির কৃতিত্ব কী কী এবং সোভিয়েট নির্বাচন-পদ্ধতি কী কী সমস্যার সমাধান করছে?

এখানে কতকগুলি সোভিয়েট নির্বাচন-পদ্ধতির উদাহরণ দেয়া গেল। সূর্যমুখী ফুলের গাছ একরকম পরগাছার সংক্রমণের ফলে রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ এই পরগাছার শেকড় সূর্যমুখী গাছের শেকড়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে যায়। অনেক সময় এমন হয় যে পরগাছার সংক্রমণের ফলে মূল্যবান তৈলবাহী সূর্যমুখী গাছ সমস্ত অঞ্চল জুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। সারাটভ নির্বাচন কেন্দ্রে এমন এক রকম সূর্যমুখীর চাষ হচ্ছে যা পরগাছার আক্রমণ ঠেকিয়ে সাধারণ ফসলের চেয়ে শতকরা চল্লিশ গুণ বেশী ফসল উৎপন্ন করে। কয়েকটি অনাবৃষ্টি প্রতিরোধক শস্যের চাষও করা হচ্ছে। সারাটভ কেন্দ্রে আর একটি মজার গাছের চাষ হচ্ছে যা রাই বা গমের সাংকর্যের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে। এই নতুন শস্যে রাই-এর প্রতিরোধক শক্তিগুলি সমস্তই বর্তমান এবং অন্যান্য গুণগুলি গমের সমধর্মী। আমরা আমাদের খামারে এই শস্যের চাষ আরম্ভ করেছি।

শস্যের মারফৎ তুষার প্রতিরোধের সমস্যাও সাফল্যের সঙ্গেই সমাধান করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে গম ও কুইচের (জংলী শস্য) সাংকর্যে পরীক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে আমরা এক জাতের গম সৃষ্টি করতে পারব যা কুইচের মতই তুষারকে প্রতিরোধ করতে পারবে এবং হয়ত সারা বছর ফসল দেবে।

অনাবৃষ্টি ও তুষার-প্রতিরোধক শস্য ও অন্যান্য গাছের চাষ সেই সমস্ত অঞ্চলে চালু করা হয়েছে যেখানে আগে আবহাওয়া ও জমির অবস্থার দরুণ কোন রকম কৃষিকাজই সম্ভব ছিল না। এই সমস্ত গাছপালা নতুন শীত বা গ্রীষ্মপ্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির পক্ষে অত্যন্ত জরুরী (খিবাইনস্, উরাল, কুজনেৎস্ বেসিন, স্টালিনগ্রাদ ইত্যাদি)।

নতুন বিচি ধীরে ধীরে পুরোনো বিচির জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে। স্থির করা হয়েছে যে আগামী কয়েক বছরে পুরোনো সূর্যমুখীর বিচি, শীত ও গ্রীষ্মকালীন গম, যই, ধান এবং অন্তত পঞ্চাশ ভাগ রাই ও বার্লির বিচি হটিয়ে দিয়ে একেবারে নতুন নির্বাচিত বিচি সে জায়গায় দেয়া হবে। তিসির ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসরণ করা হবে। আলু সম্পর্কে অবিশ্যি ইতিমধ্যেই অনেক কিছু করা হয়েছে—যে সব আলুতে বেশী শ্বেতসার আছে এবং যে সব আলু বেশী জন্মায় সেই সব নির্বাচিত আলুর বিচি বিলি করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

উন্নত ধরনের ফল গাছ চাষের কাজে মিচুরিনের নির্বাচন-পদ্ধতি অত্যাশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। মধ্য অঞ্চলের আবহাওয়াকে প্রতিরোধ করে তিনি দুশো রকম উৎকৃষ্ট ফল গাছ, সব্জি এবং বাহারি গাছের চাষ করেছিলেন। তিনি এক রকম আঙুর লতা লাগিয়েছিলেন যা বরফেও কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাছাড়া তরমুজ, নতুন জাতের রাস্পবেরি, চেরি ও কুল গাছ লাগিয়েছিলেন যে গাছগুলি থেকে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। মিচুরিনের ছোট্ট চাষের বাগান (মধ্য কালো-মাটি অঞ্চলে মিচুরিনস্ক্-এর কাছে) বর্তমানে এক বিরাট বৈজ্ঞানিক নির্বাচনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে যে সব কৃষিকাজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তা ধীরে ধীরে সরকারী ও যৌথ খামারে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমরা গার্হস্থ্য পশু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কম উন্নতি করিনি। আগে পশু-প্রজননের এই অর্থনৈতিক দিকে আমরা অত্যন্ত পিছিয়ে ছিলাম কিন্তু এখন এদিকেও প্রচুর অগ্রগতি হচ্ছে। পশু উৎপাদনের সব চেয়ে বড় সমস্যা হল আমাদের বর্তমান গরু বাছুর ও মুরগীকে সরিয়ে তাদের জায়গায় আরও বেশী উৎপাদনশীল জীব জন্মানো অর্থাৎ যে সব গরু বাছুর বা মুরগী বেশী মাংস, দুধ, ডিম ও পশম দিতে পারবে। গত কয়েক বছরে সোভিয়েট পশুশালার ভাল ভাল জন্তুগুলির সমস্তই তেজী ষাঁড় ও সাধারণ গরুর সাংকর্যের ফলে সৃষ্ট। এই সব গরুর থেকে চার গুণ বেশী মাংস পাওয়া যায় এবং শুয়োরগুলি সাধারণ শুয়োরের তুলনায় তিন গুণ বড়। গরুরা বছরে ৬,০০০ ট্যাঙ্কার্ড দুধ দেয় এবং কতক ক্ষেত্রে তারও বেশী। এই সব জন্তুগুলি অনেক বেশী ফলবতী এবং অসুখ-বিসুখ ও আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রতিরোধ করার ক্ষমতায় বলীয়ান।

তাছাড়া, বিভিন্ন জাতের জীবের মধ্যে যে সব জীব ভিন্ন জাতের হলেও সমগোত্রীয়, তাদের মধ্যে সাংকর্যের ফলে আমরা সম্পূর্ণ নতুন রকমের গার্হস্থ্য জীব উৎপাদনে সমর্থ হয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ—মধ্য এশিয়ার স্থানীয় ষাঁড়ের সঙ্গে গরুর সঙ্গম ঘটানো হয়েছে। এর ফলে যথার্থ নির্বাচন সংঘটিত হবার পর কয়েক পুরুষে এমন জন্তু সৃষ্ট হবে যাদের সহ্য-শক্তি অনেক বেশী, এবং চামড়া ও মাংসের জাত এখনকার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। কেন্দ্রীয় পশু-প্রজনন ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় এ বিষয়ে ব্যাপক কাজকর্ম চলছে।

পুঁজিবাদী দেশে যে সব কাজ সম্পূর্ণ করতে দীর্ঘ সময় লাগে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে কয়েক বছরের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ তার অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন জীব এবং উন্নত জাতের জীব ও গাছপালা সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে। গাছপালা এবং জীবজন্তুর রূপ অপরিবর্তনীয় —চাষবাস ও পশু-প্রজননের বর্তমান পদ্ধতি এই ধর্মনীতিকে সম্পূর্ণ ভুয়ো প্রমাণিত করেছে।

দেহতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের সারাংশ (মস্কো—১৯৩৪)

১২। মানুষের কর্মপদ্ধতি ও গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানের উৎপত্তি

প্রাচীন কালে কোন ব্যারাম হলে তা একমাত্র টোটকা ওষুধ দিয়ে সারাবার চেষ্টা করা হত। এখনও আমাদের দেশের দুরবর্তী অঞ্চলে টোটকা-চিকিৎসা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। প্রথমে ধর্মযাজকরাই ছিল চিকিৎসক। রোগীরা রোগমুক্ত হবার জন্যে দূর দূর দেশ থেকে মন্দিরে এসে ভীড় জমাতো। যাগ-যজ্ঞ এবং অনুরোধ-উপরোধ ছাড়াও ধর্মযাজকরা ধীরে ধীরে অন্য ভাবেও রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করল। পশু বলিদানের পর সেই পশুর দেহ পরীক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ধর্মযাজকরা মানুষ এবং উচ্চতর পশুর দেহের গঠন-রীতি ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করল। বহুদিন পর্যন্ত রোগের ওষুধ পরোহিতদের হাতেই ছিল। প্রায় দু হাজার তিনশো বছর আগে যখন চিকিৎসা-বিজ্ঞান আগেকার তুলনায় অনেকগুণ সমৃদ্ধ হয়েছে, সে সময়ে গ্রীসে হাইপোক্র্যাটাস নামে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁকে বলা হত 'ওষুধের জনক'। তাঁর রচনায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে খবরাখবর ছাড়াও দেহতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত প্রাচীন জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। যাই

হোক তিনিও তাঁর চিকিৎসা-কাজকে ঈশ্বর এ্যাসকুলাপিয়াসের সঙ্গে যুক্ত করলেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান যতই ধর্মযাজকদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র হতে আরম্ভ করল, চিকিৎসকরা ততই সাধারণ গঠন-রীতিই নয়, মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অধ্যয়ন করাও অত্যন্ত জরুরী মনে করল। উচ্চতর পশুর সঙ্গে মানুষের গঠন-রীতির সামঞ্জস্য থাকায়, চিকিৎসকরা দেহের প্রতিটি অংশের ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা করার জন্যে জীবন্ত পশুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করতে লাগল। হিপোক্র্যাটাসের পাঁচশো বছর পরেকার এক রোমক চিকিৎসক গ্যালিনাস পশুদের ওপর পরীক্ষা শুরু করলেন। বাঁদরকে তিনি বললেন 'মানুষের এক হাস্যকর অনুকরণ।' তাঁর রচনায় তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়ে গেছেন যে দেহতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানই হল রোগ বিজ্ঞানের ভিত্তি।

যাই হোক মধ্য যুগে দেহতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের আরও উন্নতি অনেক দিনের জন্যে স্থগিত ছিল কারণ প্রকৃতি বিশেষ করে পশুদেহের ক্রিয়াপদ্ধতি ও গঠন-রীতি সম্বন্ধে পড়াশোনা গির্জার মারফৎ নিষিদ্ধ হয়েছিল। যদি কেউ পশু দেহ (বলিদানের পর) পরীক্ষায় বা মৃত মানুষের দেহ ব্যবচ্ছেদে সাহসী হত তাকে তখনই স্বধর্মত্যাগী বলে ঘোষণা করা হত; প্রেতবিদ্যা অভ্যাস করার জন্যে কঠোর শাস্তি দেয়া হত এবং এমন কি পুড়িয়েও মারা হত।

একমাত্র মধ্য যুগের অবসানের পরই দেহতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব অস্তিত্বের অধিকার পেল। মানুষের দেহ ও তার ক্রিয়াপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার জন্যে গির্জার দলপতিদের নতুন পশু-হত্যা থেকে নিবৃত্ত হতে বলা হল।

ষোলো সতের শতাব্দীতে মানুষের দেহের গঠন-রীতি সম্পর্কে অনেক

কিছু জ্ঞান পাওয়া গেল। জীবতত্ত্বও অনেকটা উন্নত হল। উনিশ শতাব্দীতে রসায়ণ-শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার প্রচুর সমৃদ্ধির ফলে জীবতত্ত্বও উন্নত হল। কারণ রসায়ণ-শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে দেহের ক্রিয়া-পদ্ধতির প্রক্রিয়া ঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কেবল-মাত্র এই দুই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের ফলে শারীরিক প্রক্রিয়ার প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক চরিত্র বোঝা ও গভীর পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

রসায়ণ-শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই বাড়তে লাগল আমরা ততই বুঝলাম যে চেতন ও অচেতন প্রকৃতির মধ্যে অনতিক্রম্য প্রাচীরের অস্তিত্ব নেই। প্রমাণিত হল যে দেহের প্রক্রিয়ায় যে ইন্দ্রিয়বান বস্তু সৃষ্টি হয় তা গবেষণাগারে ইন্দ্রিয়-রহিত বস্তু থেকেও সৃষ্ট হতে পারে। একথাও প্রমাণিত হল যে প্রকৃতির মূল নিয়ম যেমন বস্তু ও শক্তির পরিরক্ষণ—এগুলি সমানভাবেই চেতন ও অচেতন প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। দেহের ক্রিয়া-পদ্ধতির মূল প্রক্রিয়াগুলির রাসায়নিক ও পদার্থবিদ্যাসম্মত ব্যাখ্যা—গোপন ও অজানা এক শক্তি যে সমস্ত কিছু ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে—এই ভুল বিশ্বাস অনেকটা দূর করতে সমর্থ হল। তবুও ধর্ম-সম্পর্ক-যুক্ত আদর্শবাদী ধারণা আজও অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বুর্জোয়া জীবতত্ত্ববিদদের মধ্যে বর্তমান।

কোন একটা অদৃশ্য শক্তির সাহায্য বিনা জীবনের আকার ও ঘটনাকে বোঝাতে গিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক একে সম্পূর্ণ রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে জীবনের ঘটনা পরম্পরায়ের সঙ্গে জড় প্রকৃতির কোন পার্থক্য নেই। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁরা মূত্রাশয়ের ক্রিয়া বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে ক্ষরিতকরণই তার একমাত্র কাজ; অন্ত্রের খাদ্য গ্রহণ

কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া—যেমন তার বিস্তার ও সংমিশ্রণ ইত্যাদি।

যাই হোক, জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান মূল প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই ধরনের সরলীকৃত ব্যাখ্যাকে অত্যন্ত ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। এই জাতীয় ব্যাখ্যা জীবনের এক বিশেষ ধারা সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞানকে আরও অস্পষ্ট করে তোলে। আজও সেই রকম বৈজ্ঞানিক রয়েছেন যারা হয় 'মূলশক্তি' নয় প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে জীবনের ঘটনাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। দু পক্ষই সমানভাবে ভ্রান্ত। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মকে বিচার করতে গিয়ে বিজ্ঞান অন্যান্য দল থেকে উপরোক্ত দলকে আলাদা করে দেখবেই। দেহতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য হল জীবনের প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়াপদ্ধতি বলে ব্যাখ্যা করা নয়, বরং জীবনের প্রক্রিয়া ও তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম গিয়ে যে ভাবে মিলেছে তাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা। কিন্তু এই জীবতত্ত্বসম্মত নিয়মের সঙ্গে অলৌকিক অদৃশ্য শক্তি যেমন আত্মা ও 'মূলশক্তি'র কিছুমাত্র যোগাযোগ নেই।

১৩। বয়সকাল

বারো থেকে চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যে প্রথম যৌবনের সূচনা। এই সময়ে স্কুলের ছেলেমেয়েদের চরিত্রগত দৌড়ঝাঁপ ও ক্রীড়াতৎপরতা কিছুটা কমে আসে। মনোযোগ অনেক বেশী স্থির হয় এবং অধ্যবসায় বৃদ্ধি পায়।

এই সময়ে শারীরিক কাঠামো মজবুত হয়ে আসে; অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উপাস্থি অস্থিতে পরিণত হয়। এই সময়ে বসবার ভঙ্গীর কোন দোষ

থাকলে তা আর শোধরানো সম্ভব নয়। বয়সকালে পেশীর শক্তি ও স্থিরতা বাড়ে।

শারীরিক বৃদ্ধি এত দ্রুতগতিতে হয় যে কখনো কখনো বুক তার সঙ্গে গতি রাখতে না পারার ফলে ছেলেরা সংকীর্ণ-বক্ষ হয়ে পড়ে। বয়সকালে হৃৎপিণ্ড এবং শিরা-উপশিরার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে হৃৎপিণ্ডের আকার ও ধমনীর প্রস্থের মধ্যে একটা বিভিন্নতা দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের তুলনায় ধমনী অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায়, ধমনী অত্যন্ত সরু। সরু ধমনীর মধ্যে দিয়ে রক্ত যাতায়াত করানোর জন্যে হৃৎপিণ্ডকে অনেক বেশী শক্তির সঙ্গে সংকুচিত হতে হয়।

প্রত্যেক শারীরিক উদ্যমের মধ্যে হৃৎপিণ্ড একটা জরুরী অংশ গ্রহণ করে। এবং বয়সকালের পর থেকে তাকে নানা অসুবিধেকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয়। সুতরাং অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম করে হৃৎপিণ্ডকে খাটানো উচিত নয় যাতে তার প্রসারণ ঘটে বা তার কাজে বাধা জন্মায়।

এই সময়ে গ্রন্থি-বিশেষের আভ্যন্তরিক নিঃসরণ আমূল পরিবর্তিত হয়। একদিকে যেমন থাইমাস গ্রন্থি কৃশ হয়ে গিয়ে মেদময় পেশী—যৌন-গ্রন্থিতে রূপান্তরিত হয়, অন্যদিকে তেমনি তা স্পষ্টত বৃদ্ধি পায় এবং রক্তে নতুন নিঃসরণ দেখা দেয়। যৌন-গ্রন্থির ক্রমবৃদ্ধি ও কর্মশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি যৌন গুণ দেখা দেয় যার ফলে বয়স্ক ব্যক্তি ও বালকের মধ্যে তফাৎটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—গলার স্বর বদলায়, মুখে দাড়ি গজায়, শরীরের আকার বদলায়। আমরা জানি যে যৌন গ্রন্থির নিঃস্রবণ দেহের মূল কর্মপদ্ধতিকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করে।

বয়সকাল কয়েক বছর স্থায়ী হয়। অবিশ্যি মানুষের সমস্ত যন্ত্রই এই সময়ে একই সঙ্গে পুষ্ট হয়ে ওঠে না। যেমন মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয় বিশ

থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে। মেরুদণ্ড পূর্ণতা পেতে পঁচিশ বছর সময় নেয়। সাধারণত মানুষ বিশ থেকে বাইশ বছর কিংবা তারও বেশী বয়সে সাবালক হয়। ঠিক এই সময়টা যন্ত্রগুলি অনেকটা স্থির হয় এবং সমস্ত যন্ত্র ও পেশীগুলি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে।

এই সময়ে শরীরের সমস্ত যন্ত্রগুলি সন্তান-সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি জীবের (মানুষ তার অন্তর্ভুক্ত) প্রধান কর্তব্য হল সন্তান-সৃষ্টি। যৌন জীবন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরই প্রকাশ যা জীবের পারম্পর্য রক্ষা করে। কিন্তু মানুষের ব্যবহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত নয়, পরিচালিত হয় সচেতনতার সাহায্যে যে চেতনা তার সামাজিক পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত। যৌন জীবনের সমস্যাগুলিকে আমাদের অত্যন্ত সচেতনভাবে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখা দরকার যে এই সমস্যাগুলি সমাজের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সোভিয়েটের জনমত এই সমস্যাগুলির সঠিক সমাধান করবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহশীল।

সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হলে সুস্থ নতুন মানুষ সৃষ্টির কাজে প্রত্যেককে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের ছেলেমেয়েরা সুস্থ ও সবল হয়ে গড়ে উঠবে। এর জন্যে সব চেয়ে প্রধান কথা হল বাপ-মার শারীরিক সমৃদ্ধি। একমাত্র সুস্থ বাপ-মারাই সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারে—যে সব সন্তান সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

যৌন-জীবনের অকাল আরম্ভ জীবতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বাস্থ্যকর। এবং তা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি যন্ত্রের শক্তিক্ষয় করে। শুধু সামাজিক দিক থেকেই এমনি অকাল যৌন-জীবন স্বাস্থ্যকর নয়। এর ফলে সুস্থ সবল সন্তান সৃষ্টি হয় না—সৃষ্টি হয় দুর্বল মানুষ যারা যৌথ-জীবন গ্রহণে অসমর্থ।

ইতিহাসের সারাংশ—শ্রেণীপূর্ব সমাজ (মস্কো, ১৯৫৩)

১৪। মানুষের উৎপত্তি।

সমস্ত ধর্মের পাদ্রী, ইহুদী-শাস্ত্রী, মোল্লা ও ধর্মযাজকরা বলেন যে পৃথিবী, পশু, গাছপালা ও মানুষ সমস্তই ভগবানের সৃষ্টি। বিজ্ঞান এদের বক্তব্যগুলি পরীক্ষা করে দেখেছে যে এগুলি সমস্তই রূপকথার গল্প—এদের মধ্যে এক কণাও সত্য নেই, কোন দিন কোন ভগবানের বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না এবং এই পৃথিবী, মাটি, গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষ অলৌকিকভাবে জন্মায়নি। এরা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটির নীচে যে সব প্রাচীন মানুষ ও পশুর কঙ্কাল ও হাড় খুঁজে পেয়েছেন সে সব জাতের মানুষ ও পশু বহুকাল লুপ্ত হয়েছে। এই সব কঙ্কাল ও হাড় থেকে জানা যায় যে প্রথম মানুষ কখন এবং কি ভাবে পৃথিবীতে দেখা দেয় এবং কি ভাবে মানুষ প্রাচীনকাল থেকে রূপান্তরিত হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌচেছে।

মানুষের সব চেয়ে প্রাচীনতম অবশিষ্টাংশ নীচেকার চোয়াল পাওয়া যায় জার্মান শহর হাইডেলবার্গে (ফলে চোয়ালটিও হাইডেলবার্গ-চোয়াল নামে খ্যাত)। মাটির ওপর থেকে পঁচিশ মিটার গভীরে চোয়ালখানি পাওয়া যায়। এই থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে এত মিটার মাটি পুরু হতে নিশ্চয়ই দুশো থেকে তিনশো হাজার বছর লেগেছে। সুতরাং মানুষ যে এই পৃথিবীতে অন্তত তিনশো হাজার বছর ধরে বাস করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এর পর, একশো থেকে দেড়শো হাজার বছর আগেকার মানুষেরও কঙ্কাল ও হাড় ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। সে সময় যে জাতের মানুষ বাস করত বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন নিয়ান-

ডেরথাল মানুষ। জার্মান শহর ডুসেলডর্ফের কাছে নিয়েনডেরথাল উপত্যকায় এই জাতের মানুষের হাড় সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। মাটির উচ্চতর স্তরে মানুষের যে সব কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে (এখন থেকে প্রায় বিশ-পঞ্চাশ হাজার বছর আগে) সেগুলি প্রায় বর্তমান মানুষের মতই।

১৫। অসমতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি

গোড়া থেকেই কৃষিজীবী ও পশুপালক সমাজের মধ্যে কিছু কিছু অসমতা দেখা দেয়। সমস্ত পরিবারে সমানসংখ্যক লোক ছিল না; লোকবল কারো ছিল বেশী, কারো কম। এক সময়ে কিন্তু এই বৈষম্য বিশেষ জরুরী হয়ে ওঠেনি কারণ তখন ক্ষুদ্রতর পরিবারগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প সংস্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু অন্যান্য অসমতা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বৈষম্য রীতিমত সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

যখন একটি গোষ্ঠী কোন একটি অঞ্চল কৃষিকাজের উপযোগী করে তুলে তা বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে ভাগ করে দিত তখন প্রত্যেকটি পরিবারকে একই জাতের জমি সমানভাবে ভাগ করে দেয়া সম্ভব ছিল না। জমির গুণাগুণ অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে পরিমাণ, ফসলের জাত ও বাড়তি ফসলের পরিমাণকে প্রভাবান্বিত করল। যখন একটি ছোট অংশ বর্ধিষ্ণু পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করত তখন সে অবিভক্ত জমি থেকে একটা অংশ পেত এবং সেই জমি সর্বদাই অত্যন্ত খারাপ জাতের হত। ফলে, নতুন পরিবারটি, যার লোকসংখ্যা অল্প, কম ফসল উৎপন্ন করত। পরিবার-প্রধান কৃষিজীবী সমাজ এইভাবে ধীরে ধীরে, বিত্তশালী ও বিত্তহীন—সবল ও দুর্বলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। ফলে ফসল খারাপ হলে বা রোগ-গোগ, গো-মড়ক ও কোন রকম আক্রমণ হলে দুর্বল পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এই পরিবারের

লোকরা গিয়ে যোগ দিত অন্য গোষ্ঠীতে যেখানে তাদের ভোট দেয়ার বা সাধারণ সম্পত্তি ভোগ করার কোন অধিকার না থাকা সত্ত্বেও জীবিকার জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হত। এই জাতের বৈষম্য পশুপালক পরিবারদের মধ্যেও দেখা দিল। গোচারণের জন্যে যে জমি পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হত তাও এক জাতের হত না। কতকগুলি গোচারণ ভূমি হয়ত হত হ্রদ বা নদীর কাছাকাছি, অন্যগুলি হত অনেক দূরে। সুতরাং একটাতে ঘাস ভাল জন্মাত, অন্যটিতে জন্মাত না। ফলে এক গোষ্ঠীতে গরু বাছুররা ভালভাবে খেতে পেত, সুস্থ ও সবল হত এবং অন্য গোষ্ঠীতে গরুগুলি হত ছোট ছোট এবং দুর্বল। বর্ধিষ্ণু পরিবার থেকে নতুন একটা পরিবার স্বতন্ত্র হয়ে গেলেই তার ভাগে ছোট ছোট এবং খারাপ জাতের গরু বাছুর দেয়া হত এবং তার গোচারণ ভূমি হত আশেপাশের পরিবারের এত কাছাকাছি যেখান থেকে আক্রমণ আসা অসম্ভব নয়। এইভাবে পশুপালকদের মধ্যে উচ্চ নীচ, সবল ও দুর্বলের ভেদাভেদ সৃষ্টি হল।

বিনিময় ব্যবস্থার ফলে পরিবারের মধ্যে অসমতা আরও বাড়ল। একমাত্র সেই পরিবারই বিনিময় করতে পারত যার হাতে বাড়তি মাল আছে। দুর্বল ও গরীব পশুপালক পরিবাররা নিজেদের অন্নের সংস্থান করতেই পারত না এবং দুর্বল ও সঙ্গতিহীন কৃষিজীবী পরিবাররাও পারত না তাদের প্রয়োজন মত পশম ও পশমী জিনিস সংগ্রহ করতে।

ব্রোঞ্জের যন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এই অসমতা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। পাথর সর্বত্র পাওয়া যেত এবং পাথরের যন্ত্রও সর্বত্র সমান ভাল হত। কিন্তু তামা ও টিন-ধাতু সব জায়গায়ে পাওয়া যেত না। সুতরাং সব জায়গায়ে সম্ভব ছিল না ব্রোঞ্জের যন্ত্র তৈরী করা। যে সব পরিবারদের

হাতে তামা ও টিন-ধাতুর ঐশ্বর্য ছিল তারা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পড়শীদের তুলনায় বিত্তশালী ও শক্তিশালী হয়ে উঠল। ব্রোঞ্জের উৎপাদন উন্নত হওয়ায় ও বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আরও ঐশ্বর্যশালী হল। তারা আরও শক্তিশালীও হল কারণ ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, তীর, বর্শা, তলোয়ার, ছোরা প্রভৃতি যুদ্ধের সময়ে তাদের অনেক সুবিধে করে দিল। শুধু তাই নয়, তামা, টিন-ধাতু ও ব্রোঞ্জের যন্ত্র শিগগিরই অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠল। যে সব পরিবারদের হাতে প্রচুর টিন ও তামা ছিল তারা এই সবের ব্যবসা করে ঐশ্বর্য জমালো।

তাছাড়া, ব্রোঞ্জ আঙ্গিকের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের মধ্যে অসমতা বেড়ে উঠল। কিছু অসমতা অবিশ্যি আগে থেকেই ছিল। এই অসমতার কারণ হল এই যে, পরিবারের অন্যান্য লোকদের তুলনায় গোষ্ঠীপতিরা সমস্ত জিনিসেরই ভাল এবং বড় অংশ পেত। এই বৈষম্য আরও তীক্ষ্ণ হতে লাগল। পরিবারে তামা, টিন ও ব্রোঞ্জের জিনিসপত্রের প্রয়োজন থাকলেও একমাত্র তারাই তা কিনতে পারত যারা বাড়তি ফসল ও মালের মালিক। কেবলমাত্র পরিবারের শাসক ও দলপতিদের হাতেই এমনি বাড়তি জিনিস থাকত। সুতরাং তারাই কিনতে পারত এবং কিনতও তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি। ব্রোঞ্জের কুড়ুল, কাস্তে, কোদাল এবং ব্রোঞ্জের ফলাওয়ালা লাঙ্গলের মালিক হয়ে শাসক দলপতি সম্প্রদায় তাদের ভাগে আরও বেশী অংশ দাবী করল। ব্রোঞ্জের তলোয়ার, বর্শা ও তীরের সাহায্যে তারা যে কোন সময় তাদের দাবীকে কার্যকরী করতে পারত। এইভাবে ধনী ও দরিদ্র পরিবারের পাশাপাশি একই পরিবারের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র লোক সৃষ্টি হল। পরিবারের বৃদ্ধ লোকরা হল ধনী ও তরুণ এবং নতুন আগন্তুকরা হল দরিদ্র।

১৬। পশু-পূজাপ্রধান ধর্ম

ভোজবাজি এখনও সত্যিকারের ধর্ম নয় কারণ তা অলৌকিক শক্তি, ভগবান বা কোন ভূতপ্রেতে বিশ্বাস রাখে না কিন্তু ধর্মই সংকীর্ণভাবে ভোজবাজির সঙ্গে যুক্ত।

প্রাচীনকালের শিকারীদের নিজেদের ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণার ফলেই এই ধর্মের উৎপত্তি। শিকারের সময় তখনকার শিকারীরা পশুদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত। অভিজ্ঞতা থেকে তারা জেনেছিল যে পশুরা মানুষের চেয়ে অনেক সময় বেশী শক্তিশালী ও চালাক। জন্তুরা মানুষের চেয়ে দ্রুত গতিতে দৌড়তে পারে, এমন সব জায়গা থেকে ছুটে পালাতে পারে যে জায়গা মানুষের অগম্য, তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি অনেক প্রখর, তারা বহুদূর থেকে ঘ্রাণ নিতে পারে বিশেষ করে মানুষের গন্ধ। বন্য জন্তুদের অস্ত্রের প্রয়োজন নেই; তাদের পা ও থাবা আছে, কারো কারো শিং আছে, আবার সাপ তো মানুষকে এক কামড়েই খতম করে দিতে পারে। পাখীরা উড়তে পারে, ব্যাঙ এবং মাছ জলে বাস করে: এ সমস্তই মানুষের পক্ষে অসাধ্য। প্রাচীন শিকারীদের কাছে এই গুণগুলি অলৌকিক ও পবিত্র বলে মনে হয়েছিল। সুতরাং তারা সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করে পশুদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাত।

পশু-ভক্তি বা পশু-পূজাই হল ধর্মের প্রথম স্তর। প্রতীকপ্রধান (totemistic) সমাজে এসে এই ধর্ম আরও স্পষ্ট রূপ নিল। বিভিন্ন জন্তু বা কখনো কখনো গাছপালাকে পূজা করা হত। সেই জন্তুটিকে বলা হত আশ্রয়দাতা ভগবান। সেই জন্তুকে কেউ বধ করতে পারত না; তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানো হত। যখন পর্যটকরা প্রথম অস্ট্রেলিয়ান-দের সংস্পর্শে আসে তখন তাদের মধ্যে পশু-পূজা পুরোমাত্রায় চালু

ছিল। অস্ট্রেলিয়ানরা বিশ্বাস করত যে পশু-ভগবান তাদের প্রার্থনা শুনতে পায় এবং তা পূরণ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক্যাঙারুর ভক্তরা বিশ্বাস করত যে তারা শিকার করতে গেলে ক্যাঙারু একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে তাদের পিছু পিছু আসতে থাকে এবং কোন বিপদ হলে চীৎকার করে সতর্ক করে দেয়। অন্যান্য পশু-প্রতীকের ভক্তরাও এই ধরনের কথা বলত।

তাছাড়া অন্যান্য প্রতীক বিশ্বাসীরা আরও বিশ্বাস করত যে, যে জীব থেকে তাদের প্রতীকের উৎপত্তি সেই জীব বা পশুরূপী মানুষও তাদের প্রতীক। কয়েকটি অস্ট্রেলিয়ান উপজাতির ধারণা যে পশু-প্রতীক বা পশুরূপী মানুষ প্রতীকের উৎপত্তি আধা-মানুষ ও আধা-পশু থেকে। আগে সর্বত্র এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল এবং এখনও সোভিয়েট দেশের কিছু কিছু লোকের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল আছে।